ষষ্ঠ বর্ষ
১০/১১ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

· সম্পাদক ·

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ১৲

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬॥০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

ষষ্ঠ বর্ষ—দশম ও একাদশ সংখ্যা

১৩৭৫ হিঃ ; বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ বাং ১৩৬৩ সাল।

বিষয়সূচী

বিষয় ঃ—	লেখক ঃ—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত আলফাতিহার তফছীর ...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ...	৪১৯
২। মুছলিম রাজ্যসমূহের প্রচলিত আইন...	মূল—আল্লামা শহীদ আওদা অনুবাদ—আলকোরায়শী	৪৩১
৩। ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী ...	(অনুবাদ) আহমদ আলী	৪৩৯
৪। আইন ও শান্তি বজায় রাখা এবং ফৌজী খেজানা ...	(তর্জমা) মোহাম্মদ আবদুল মজীদ বি, এস্‌-সি, এম-বি	৪৪৯
৫। নিজামুল-মুল্ক ...	সগীর এম, এ, ...	৪৫৫
৬। আর্দালী (গল্প) ...	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার	৪৫৯
৭। মহাভুল (কবিতা) ...	আতাউল হক	৪৬৪
৮। আহ্‌লেহাদীছ পরিচিতি ...	অনুবাদ : এম, এ, কুরায়শী	৪৬৫
৯। মহাপ্রলয় বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ...	(সংকলন)	৪৭১
১০। সংগীত চর্চা (বিচার ও আলোচন) ..	... ...	৪৭৩
১১। দুঃখের অবিনশ্বরত্ব (বিতর্ক ও বিচার)...	... ...	৪৭৯
১২। সাময়িক প্রসংগ ...	সম্পাদক	৪৮৫
১৩। জম্‌ঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার ...	... ...	৪৯১

বাহির হইয়াছে—

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের দীর্ঘদিনের বিরামহীন সাধনার অমৃতময় ফল—

নবী মোস্তফার (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতা ও চরমত্ব সম্বন্ধে বাঙলা ভাষাভাষীগণের খেদমতে অনুপম ছওগাত সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ—

নবুওতে-মোহাম্মদী

(১ম খণ্ড)

মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

ষষ্ঠ বর্ষ—দশম ও একাদশ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত আল-ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৩৯)

ধর্মীয় একত্বের হিদায়ত যেরূপ শাশ্বত ও চিরন্তন সেইরূপ উহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদ্বিতীয়

দলীয়, গোত্রীয় ও সামাজিক পার্থক্যের বিরুদ্ধে কোরআনে জগদ্বাসীর সম্মুখে এই চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করা হইয়াছে যে, কোরআন মানবত্বের একত্ব ও অদ্বিতীয়তার যে বাণী প্রচার করিয়াছে, তাহার সত্যতা সম্পর্কে যদি কেহ দ্বিধাগ্রস্ত হয়, তাহাহইলে যে কোন ধর্মের ঐশীগ্রন্থের সাহায্যে সে কোরআনী আদর্শের বিপরীত অন্যবিধ শিক্ষার সন্ধান প্রদান করুক। যে কোন ধর্মের বাস্তব ও মৌলিক শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেই প্রতিভাত হইবে যে, পৃথিবীর যে কোন ঐশী ধর্ম, যে কোন অঞ্চলে, যে কোন ভাষায়, যে কোন জাতির নিকট অবতীর্ণ হইয়া থাকুক না কেন, সকল ধর্মের মৌলিক গ্রন্থেই মানবীয় একত্বের এই কোরআনী আদর্শ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। কোরআনে বিঘোষিত হইয়াছে যে, হে রছুল (দঃ), আপনি উহাদের বলুন, আমার প্রচারিত শিক্ষাকে যদি তোমরা قل هاتوا برهانكم ! هذا ذكر من معى وذكر من

www.ahlehadeethbd.org

قبلى، بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون - وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لااله الا انا فاعبدون -

অস্বীকার করিতে চাও, তাহাহইলে তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রমাণই উপস্থাপিত কর। আমার প্রচারিত শিক্ষা, যাহা আমার সহচরবৃন্দ বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, এই ভাবে যে সকল বিষয়ের শিক্ষা আমার পূর্ববর্তী জাতি-বৃন্দকে প্রদান করা হইয়াছিল, তাহাও মওজুদ রহিয়াছে। আল্লাহর প্রেরিত কোন গ্রন্থেই আমার প্রদর্শিত আদর্শের প্রতিকূল যদি অন্য কোনরূপ শিক্ষার সন্ধান তোমরা প্রাপ্ত হইয়া থাক, তাহাহইলে উহা উপস্থিত কর! প্রকৃতপক্ষে অস্বীকারকারীদলের অধিকাংশ আসল ব্যাপারের সন্ধানই অবগত নয় আর এই জন্যই তাহারা ঘাড় ফিরাইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ হে রছুল (দঃ), আপনার পূর্বে এমন কোন রছুলকেই আমরা প্রেরণ করি নাই, যাঁহার নিকট আমরা এই বাণী প্রত্যাদিষ্ট করি নাই যে, আমি ব্যতীত আর কেহই 'ইলাহ্' নাই, অতএব তোমরা সকলেই শুধু আমারই 'ইবাদত' কর—আল আম্বিয়া ২৪ ও ২৫ আয়ত।

শুধু এই টুকুই নয়! কোরআনে এই দাবীও বিঘোষিত হইয়াছে যে, ঐশীগ্রন্থ ছাড়াও জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির সাহায্যেও যদি কোরআনে বর্ণিত সৃষ্টিকর্তার অদ্বিতীয়তা ও মানবত্বের একত্বের আদর্শের বিপরীত শিক্ষার সন্ধান বিদ্যমান থাকে, তাহাহইলে উহা প্রদর্শন কর। ছুরত আল্‌আহ্‌কাফে কথিত

ائتونى بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين -

হইয়াছে যে, তোমাদের অস্বীকৃতি যদি সত্যসম্মত হয় আর তোমরাই যদি সত্যবাদী হও, তাহাহইলে তোমাদের মতবাদের পোষকতায় পূর্ববর্তীকালের অবতীর্ণ কোন গ্রন্থ সমুপস্থিত কর অথবা ন্যূনকল্পে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার কোন পূর্ববর্তী উক্তিই প্রদর্শন কর—৪ আয়ত।

ঐশী গ্রন্থ সমূহের পারস্পারিক তছ্‌দীক

কোরআনের অন্যতম শিক্ষা ইহাও যে, মনুষ্য সমাজের হিদায়ত কল্পে যতগুলি ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে, কোন গ্রন্থকেই অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। এই সকল গ্রন্থের শিক্ষাগুলিও পরস্পরের সমর্থক, ব্যাখ্যাতা অথবা সম্পূরক। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, ঐশী গ্রন্থ সমূহের সমুদয় শিক্ষা ও আদর্শের মধ্যে কোন না কোন পরম সত্য ও অলংঘনীয় নীতি কার্যকরী রহিয়াছে। কারণ বিভিন্নযুগে, বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন জাতির নিকট, বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে ও বিভিন্ন ভাষায় যদি একই কথা উচ্চারিত হইয়া থাকে আর সে কথা এক ও অভিন্ন লক্ষের পথে মানবজাতিকে আহ্বান করিতে থাকে, তাহাহইলে স্বাভাবিক ও সন্দেহাতীত ভাবে ইহা মানিতেই হইবে যে, এরূপ নীতি ও উক্তি কখনও ভিত্তিহীন হইতে পারেনা। ছুরত আলে ইমরাণে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে উদ্দেশ করিয়া বলা

نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس -

হইয়াছে, আল্লাহ আপনার নিকট এই গ্রন্থ সত্য সহকারে অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা উহার পূর্ববর্তী সমুদয় গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করিয়া থাকে, জনগণের হিদায়তের জন্য এইভাবেই আল্লাহ ইতিপূর্বে 'তওরাৎ' ও 'ইঞ্জিল'কে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন—৩ আয়ত।

রছুলুল্লাহর (দঃ) অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট, যাহা কোর-আনে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে তাহা এইযে, তিনি শুধু তাঁহার পূর্ববর্তী নবী ও রছুলের এবং তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থের 'তছ্‌দীক' করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। প্রাক ঐতি-হাসিক যুগ হইতে পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে যে কোন ভাষায় ও গোত্রে সত্যপরায়ণ ও সত্যজীবি নবীগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, মানবত্বের একত্ব ও পরম সত্যের অভিন্নতার প্রতি-পাদন ও প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহাদের প্রত্যেকের সত্যতাকে এবং তাঁহাদের প্রচারিত বাণী সমূহের যথার্থতাকে তিনি নিঃ-সংকোচে ও অকুতোভয়ে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং সেই পবিত্র রছুলের অনুসরণকারী মুছলমানগণও 'হিদায়তে'র এই অবিসম্বাদিত নীতিকে মানিয়া লইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। কোরআনের প্রচারিত হিদায়তের সারৎসার এইযে, সমুদয় ঐশী ধর্মই সত্য ও অভ্রান্ত কিন্তু উহাদের অনুসরণকারী ও ধ্বজাধারীগণ তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্মের মৌলিক সত্যতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে! অতএব উক্ত বিস্মৃত পরম সত্যের কেন্দ্রে আবার পৃথিবীর প্রতি প্রান্তের সকল শ্রেণীর ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সকল ভাষাভাষী মানবসমাজকে সমবেত করা একান্তভাবে আবশ্যক।

বিভেদ ও অনৈক্যের শ্রেণী বিভাগ

মানব জাতির একত্ব ও অদ্বিতীয়তার পথে যে বিষয়গুলি হিমালয় পরিমাণ অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, সে গুলিকে মোটামুটি কয়েকশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(ক) ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি, (খ) গোত্রীয় ভেদবুদ্ধি, (গ) ভৌগলিক ভেদবুদ্ধি, (ঘ) অর্থনৈতিক ভেদবুদ্ধি।

প্রত্যেকটি বিষয়ে কোরআনের দৃষ্টিভংগী পৃথক পৃথক ভাবে আলোচিত হইবে।

ধর্মীয় ভেদ বুদ্ধি

ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি সম্পর্কে ধর্ম ব্যবসায়ীদের সমুদয় গোমরাহী ও আদর্শ বিচ্যুতির কথা কোরআনে এক এক করিয়া গণনা করা হইয়াছে। এই গোমরাহীগুলি 'আকীদা ও আমল' অর্থাৎ মতবাদ ও আচরণ উভয় দিক দিয়াই ঘটিয়াছে। এইগুলিরই অন্যতম প্রকরণ হইতেছে, গোঠবন্দী বা 'তাশাইয়োঅ্, তমায্‌যুব ও তাহায্‌যুব'। আরাবী ভাষায় তাশাইয়োঅ্ ও তাহায্‌যুবে'র অর্থ হইতেছে—পৃথক পৃথক গোঠ রচনা করা আর সেগুলির মধ্যে দলবন্দী ও ফির্কা পরস্তীর ভাব উন্মেষিত হওয়া। আর তমায্‌যুবের অর্থ হইতেছে, ভিন্ন ভিন্ন পথের পথিক হইয়া চলিতে থাকা। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি তাহাদের একমাত্র দ্বীনকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সহিত হে রছুল (দঃ), আপনার কোন সম্পর্কই নাই। তাহাদের ব্যাপার স্বয়ং আল্লাহর হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহাদের কৃতকর্মের ফল আল্লাহ তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন—আল্ আন্‌আম, ১৬০।

ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعاء لست منهم في شئي - انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون -

আরও আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, অতঃপর তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক পৃথক দ্বীন গড়িয়া লইয়াছে আর যাহার পাল্লায় যতটুকু জুটিয়াছে তাহাতেই সে মগ্ন রহিয়াছে—আলমু'মিনুন, ৫৩।

فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون !

নবী ও রছুলগণ আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের যে তাৎপর্য জগদ্বাসীকে শুনাইয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য ছিল মনুষ্য সমাজের সম্মুখে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য এবং সদাচরণের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া! সরল ভাষায় আল্লাহর এই আইন বিঘোষিত করা যে, পৃথিবীর অন্যান্য সমুদয় বস্তুর ন্যায় মানবীয় চিন্তাধারা ও আচরণেরও গুণাগুণ এবং প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে। উৎকৃষ্ট আচরণ এবং উত্তম চিন্তা ভাবনার প্রতিফল উত্তম ও উৎকৃষ্ট হইবেই আর কুৎসিৎ ও কদর্য আচরণের প্রতিফল কুৎসিৎ ও কদর্য হওয়া অনিবার্য। কিন্তু মানুষেরা ধর্মের মৌলিক তাৎপর্য বিস্মৃত হইয়া ধর্ম ও দ্বীনকে গোত্র, জাতি, রাষ্ট্র ও সমাজ এবং নানারূপী প্রথা ও আচারের পার্থক্যগত গোঠে পরিণত করিয়াছে। ইহার পরিণাম ঘটিয়াছে এইযে, মানুষের মতবাদ ও আচরণকে সৌভাগ্য ও মুক্তির পথ বলিয়া গ্রহণ করা হয়না। পক্ষান্তরে কে কোন্ দল ও গোঠের অন্তরভুক্ত, সমুদয় গুরুত্ব শুধু তাহারই উপর আরোপ করা হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি কপোলকল্পিত ধর্মীয় দল সমূহের মধ্যে নির্ধারিত কোন দলের অন্তরভুক্ত থাকে, তাহাহইলেই সচারাচর বিশ্বাস করা হয়, সে ব্যক্তি মুক্তিপ্রাপ্ত এবং সে ধর্মীয় সত্যতার সন্ধান লাভ করিয়াছে আর যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ সে ব্যক্তি উক্ত নির্ধারিত দলের অন্তরভুক্ত না হয়, তাহাহইলেই একথা ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা হয় যে, মুক্তির দুয়ার তাহার জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ধর্মীয় সত্যতার কণামাত্রও সে প্রাপ্ত হয় নাই, যেন দ্বীনের যাবতীয় সত্যতা, পারলৌকিক মুক্তি এবং সত্য ও মিথ্যার কষ্টিপাথর দলবন্দী ও গোঠ পূজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, মতবাদ এবং আচরণ যেন কোন বস্তুই নয়! যদিও সমুদয় ধর্মের চরম ও পরম লক্ষ এক ও অভিন্ন এবং সকলেই বিশ্বপতি রব্বুল আলামীনের উপাসনা ও অর্চনার দাবীতে পঞ্চমুখ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিন্তু প্রত্যেকটি ধর্মীয় গোঠ বিশ্বাস করিয়া রাখিয়াছে যে, ধর্মীয় সত্যতার ষোল আনা বখ্‌রা শুধু তাহারই ভাগে পড়িয়াছে আর পৃথিবীর সমস্ত মানব সমাজ বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে! এই মনোভাবের ফলেই প্রত্যেক মযহবের অনুসারী অন্য দলের বিরুদ্ধে গোঁড়ামী ও বিদ্বেষের শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে এবং ধর্মের নামে দুনিয়ায় ঈমান ও দ্বীনদারীর পথকে সম্পূর্ণরূপে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, শত্রুতা, আঘাত ও রক্তপাত দ্বারা কলুষিত করা হয়।

দ্বীনের ত্রিবিধ তাৎপর্য

দ্বীন সম্পর্কে কোরআন তিনটি বিষয়ের উপর যোর দিয়াছে।

(১) মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ সর্বতোভাবে তাহার মতবাদ ও আচরণের উপরেই নির্ভর করে। সাম্প্রদায়িকতা ও দলীয় গোঁড়ামীর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

(২) অখণ্ড মানবজাতির অনুসরণীয় ও প্রতিপালনীয় দ্বীন মাত্র একটি। এই একমাত্র ও অদ্বিতীয় দ্বীনের অনুসরণ কল্পে সৃষ্টির আদিকাল হইতে আল্লাহর প্রেরিত রছুল ও নবীগণ সমগ্র মানবজাতিকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন কণ্ঠে ও ভাষায় আহ্বান জানাইয়া আসিয়াছেন। ধর্মের অনুসারীরা দ্বীনের এই একত্ব ও বিশ্বজনীন সত্যতাকে বিনষ্ট করিয়া যে সকল পরস্পর বিরোধী ও শত্রুভাবাপন্ন গোঠ রচনা করিয়াছে, সবগুলিই অসত্য ও গোমরাহীর পথ।

(৩) দ্বীনের প্রকৃত বুনিয়াদ হইতেছে, তওহীদ অর্থাৎ বিশ্বভুবনের একমাত্র ইলাহ্ ও রব্ব অর্থাৎ প্রতিপালক প্রভুর সরাসরিভাবে উপাসনা ও দাসত্বে আত্মনিয়োগ করা। আদিকাল হইতে রছুল এবং নবীগণ অর্থাৎ সমুদয় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারকবৃন্দ এই একই বাণী বিভিন্নভাষায় পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই তওহীদের পরিপন্থী যেসকল মতবাদ ও কার্যকলাপ মানব সমাজ ধর্ম ও দ্বীনরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে, সেগুলি সমস্তই অসত্য, জাল এবং অধর্মের নামান্তর।

ফির্কাপরস্তের দল বেহেশ্‌তকে শুধু তাহাদের নিজস্ব ও নির্দিষ্ট অধিকারের স্থান বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। এই অহেতুকী অভিমানে নিমগ্ন গোঠ সমূহের মধ্যে ইয়াহুদী ও খৃস্টানগণের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। তাহাদের এই অলীক অভিমানের কঠোর প্রতিবাদ করিয়া কোরআনে কথিত হইয়াছে যে, তাহারা বলিয়া থাকে, ইয়াহুদী অথবা খৃস্টান গোঠের অন্তরভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষের পক্ষেই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করা সম্ভবপর হইবেনা। (আল্লাহ বলেন), ইহা তাহাদের মিথ্যা দুরাশা মাত্র! হে রছুল (দঃ), আপনি উহাদের বলুন, যদি তোমাদের এই অভিমান সত্য হয়, তাহা-হইলে তাহার প্রমাণ সমুপস্থিত কর! প্রত্যুত ইহাই ধ্রুব সত্য যে, যে কোন গোঠের অন্তরভুক্ত হউকনা কেন, যেব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী এবং সদাচারশীল, সে তাহার প্রতিপালক প্রভুর নিকট হইতে অবশ্যই তাহার কৃতকর্মের পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদের জন্য ভয়ের কোন কারণ ঘটিবেনা এবং তাহারা কদাচ সন্তপ্ত হইবেনা—আলবাকারা ৫৯ আয়ত।

وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، تلك اما نيهم، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، بلى، من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون -

যাহারা দলবন্দী ও ফির্কাপরস্তীকে তাহাদের আচার ও সংস্কৃতিরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের অন্যতম বৈশিষ্ট এইযে, তাহারা স্বীয় দলভুক্তগণ ব্যতীত অন্যান্য দলের সমুদয় ব্যক্তির মতবাদ ও ধর্মকে অলীক ও অসত্য বলিয়া ধারণা পোষণ করে। এই ভিত্তিহীন ধারণার নিন্দাবাদ করিয়া কোরআনে কথিত হইয়াছে যে, আর ইয়াহুদীরা—বলিল, খৃস্টানদের ধর্ম কিছুই নয়, এই রূপে খৃস্টানরাও বলিল,—ইয়াহুদীদের ধর্ম

وقالت اليهود ليست النصارى على شئى وقالت النصارى ليست اليهود على شئى وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভিত্তিহীন, অথচ উভয়ই আল্লাহর একই গ্রন্থ পাঠ করিয়া— فالله يحكم بينهم يوم القيامة فى ما كانوا فيه يختلفون ! থাকে। ঠিক এই ধরণেরই কথা ধর্মগ্রন্থে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও অর্থাৎ আরবের মুশরিকরাও বলিয়া থাকে অর্থাৎ তাহারা মুক্তি ও বেহেশ্‌তবাসকে শুধু নিজেদের দলের জন্যই সীমাবদ্ধ জ্ঞান করে। তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছে তাহার চরম মীমাংসা কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ স্বয়ং করিয়া দিবেন— আল্‌বাকারা, ১১৩।

উপরিউক্ত আয়তের তাৎপর্যের প্রতি মুছলিম জাতির বিশেষ ভাবে লক্ষ করা কর্তব্য। ইয়াহুদী ও খৃস্টানগণ প্রকৃতপক্ষে একই ধর্মের অনুসারী, উভয়ই ঐশী গ্রন্থ তওরাতের পাঠক, তথাপি দলবন্দী ও ফির্কাপরস্তীর অভিশাপে পতিত হইয়া তাহারা পরস্পরের বিরোধী হইয়াছে এবং পরস্পরের ধর্মকে, যাহা বস্তুতঃ একই অভিন্ন ধর্ম, অসত্য ও মিথ্যা বলিয়া গলাবাযী করিতেছে এবং শুধু নিজেদের ধর্মীয় গোঠের অন্তরভুক্তদিগকেই মুক্তির একমাত্র অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিতেছে। মুছলমানগণও অত্যল্পকাল মধ্যেই ইয়াহুদী ও খৃস্টানগণের ন্যায় ধর্মের মৌলিক সত্য ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় গোঠ ও ফির্কা গঠন করিয়া ফেলিয়াছে, একই পবিত্র মহাগ্রন্থ কোরআন ও উহার ভাষ্য— রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ সকল দলই পাঠ করিতেছে অথচ প্রত্যেকেই শুধু নিজেদের দলটিকেই মুক্তির অধিকারী ও অপরাপর ফির্কার অন্তরভুক্ত লোকদিগকে জাহান্নামের অধিবাসী বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছে

একটি প্রশ্ন এবং উহার উত্তর

ধর্মের পথ এক ও অভিন্ন হওয়ার পরিবর্তে যে— ক্ষেত্রে অসংখ গণ্ডী, দল ও ফির্কার সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রত্যেকটি দল শুধু নিজেদেরই পরিগৃহীত গণ্ডীকে সত্য পথ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে এবং অন্য গণ্ডীর অন্তরভুক্ত জনগণকে অসত্য পথের অনুসারী বলিয়া ধারণা করিতেছে, এরূপ অবস্থায় যথার্থ সত্য পথ ও মত যাহা, তাহা নিরূপণ করার উপায় কি? কোরআন এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ঘোষণা করিয়াছে যে, যাহা মৌলিক সত্য ও যথার্থ, সকল ধর্মেই ও সকলের নিকটেই তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু কার্যতঃ সকলেই সেই পরম সত্যকে হারাইয়া ফেলিয়া বিপথগামী হইয়াছে, সকলকেই একই অভিন্ন ধর্মের শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল, কিন্তু মানব সমাজ ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে বিভিন্ন স্বার্থের খাতিরে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। একমাত্র ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকার পরিবর্তে বিভিন্ন রূপ ধর্মীয় ভেদ ও পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। কোরআন পুনশ্চ মানব সমাজকে সেই বিশ্বজনীন ও একমাত্র ধর্মের (আদ্‌দ্বীন) দিকে আহ্বান জানাইতেছে।

ইবাদতের স্থানেও কলহ ও পার্থক্য

ধর্ম ব্যবসায়ী গোঠ পূজারীরা শুধু ধর্ম ও দ্বীনকে টুকরা টুকরা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, একক ও অদ্বিতীয় বিশ্বপ্রভুর স্মরণ ও উপাসনার কার্যেও তাহারা পরস্পরের নৈকট্য ও সম্মেলনকে সহ্য করিতে সমর্থ নয়। এই দুষিত মনোবৃত্তির ফলে আল্লাহর উপাসনালয় গুলিও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ধর্মীয় দল সমূহের কোন একটি নির্দিষ্ট দলের উপাসনা গৃহে অপর কোন ধর্মীয় গোঠের পক্ষে শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা সহকারে আল্লাহর ইবাদত করা সম্ভবপর হয়না। অধিকন্তু প্রত্যেকটি দল স্বীয় ফির্কার মছজিদ বা ইবাদতের স্থানকেই পবিত্র ও প্রকৃত উপাসনালয় বিবেচনা করিয়া থাকে, অপর দলের ইবাদতগাহ্‌ গুলিকে তাহারা কোন শ্রদ্ধা ও সম্মানই দান করিতে পারেনা বরং সুযোগ পাইলেই অপরদলের উপাসনালয়কে বিধ্বস্ত করিতে এবং ন্যূনকল্পে উক্ত উপাসনাগৃহের উপাসক মণ্ডলীর সংখ্যা হ্রাস করিতে এবং তাহাদের পথে নানারূপ বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করিতে পশ্চাদ্‌বর্তী হয়না। গোঠ পূজারীগণের এই আচরণের কঠোর নিন্দাবাদ করিয়া কোরআনে কথিত হইয়াছে, দেখ, যাহারা আল্লাহর উপাসনালয় সমূহে ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه

www.ahlehadeethbd.org

وسعى فى خرابها، اولائك ماكان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الاخرة عذاب عظيم -

আল্লাহকে স্মরণ করার কার্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং সেগুলিকে বিধ্বস্ত ও জন বিরল করিতে সচেষ্ট হয়, তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর অত্যাচারী আর কে হইতে পারে? তাহাদের অত্যাচার আর নষ্টামির দরুণ তাহারা আল্লাহর উপাসনালয় সমূহে প্রবেশ করার যোগ্য নয়, অবশ্য অন্যকে ভীত করার পরিবর্তে স্বয়ং ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় পতিত হইয়া প্রবেশ করা ব্যতীত। তাহাদের জন্য পার্থিব জীবনে যেরূপ লাঞ্ছনার শাস্তি রহিয়াছে, পারলৌকিক জীবনেও তদ্রূপ তাহাদের জন্য বিরাট শাস্তি নির্ধারিত আছে—আলবাকারা, ১১৪।

ফির্কাপরস্তদলের অগ্রনায়ক ইয়াহুদীগণ দ্বিবিধ অভিমানের ভিত্তিতে তাহাদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র ও গোঠ রচনা করিয়াছিল। প্রথমতঃ গোত্রীয় অভিমান, দ্বিতীয়তঃ ধর্মীয় ফির্কাপরস্তীর অহংকার। বিশ্বজনীন মানবত্বের ঐক্য ও অভিন্নতার বহুবিস্মৃত শিক্ষাকে পুনর্জীবিত ও পূর্ণত্ব দান করার উদ্দেশ্যে বিশ্বনবী খাতমুল মুর্ছালিন হযরত মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) যখন কোরআনের বাহক ও প্রতিষ্ঠাতা রূপে আবির্ভূত হইলেন তখন ইয়াহুদীরা পরস্পরের

ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم ! قل ان الفضل بيدالله يوتيه من يشاء، والله واسع عليم !

সহিত বলাবলি করিতে লাগিল যে, দেখ, ধর্মের যে গৌরব—তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে অপর কাহারও পক্ষে তাহা লাভ করা কদাচ সম্ভবপর নয় এবং তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে কাহারো কোন জারিজুরী খাটিবার নয়। হে রছুল (দঃ), আপনি উহাদের বলুন—যাহা আল্লাহর হিদায়ত, প্রকৃত হিদায়ত ত কেবল তাহাই। (এবং এই হিদায়তের পথ সকলের জন্য মুক্ত রহিয়াছে) এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও বদান্যতা আল্লাহর হস্তেই রহিয়াছে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা উহা দান করিয়া থাকেন, তোমাদের উহাতে কোন ভাগ নাই এবং আল্লাহ তাঁহার অনুকম্পার সম্প্রসারণকারী বহু বিজ্ঞ—আলে ইমরাণ, ৭৩।

ইয়াহুদীদের গোঠ পূজার অভিমান এতই সীমা লংঘন করিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা ধারণা করিত, দুঃখের অগ্নি তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ ও হারাম হইয়া গিয়াছে আর দৈবাৎ যদি তাহাদের কাহাকেও দুঃখে নিক্ষেপ করাও হয়, তাহাহইলে দুই চারি দিনের অধিক সে উহাতে অবস্থান করিবেনা। কোরআনে তাহাদিগকে তাহাদের এই অলীক অভিমানের প্রতিবাদকল্পে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, ইয়াহুদী দলের প্রত্যেক ব্যক্তি যে মুক্তিপ্রাপ্ত একথা তাহারা কিরূপে অবগত হইল? শর্তহীন বেহেশতের কোন চার্টার আল্লাহ তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন কি? প্রকৃতপক্ষে যেরূপ শংখ বিষ ভক্ষণ করিলে ভক্ষণকারী হিন্দু, মুছলমান, খৃষ্টান, ইয়াহুদী, শিয়া, ছুন্নী, ইউরোপীয়ান; আমেরিকান; শ্বেতকায় অথবা নিগ্রো যে কেহই হউক না কেন, তাহার মৃত্যু অনিবার্য আর দুগ্ধ পানের ফলে স্বাস্থ্য ও শক্তি অর্জন করা যেরূপ সকল ভাষাভাষী ও ধর্মীয় গোঠের অনুসারীর পক্ষে সম্ভাব্য, সেইরূপ অধ্যাত্ম জগতেও প্রত্যেকটি আকীদা ও আচরণের এক একটি প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফল রহিয়াছে, গোত্রীয় ও ধর্মীয় দল বন্দীর পার্থক্য অনুসারে উক্ত প্রতিক্রিয়ার ও প্রতিফলের কোনরূপ পার্থক্য সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর নয়। এ সম্পর্কে

و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة ! قل اتخذتم عندالله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله مالا تعلمون ؟ بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته، اولائك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات

কোরআনের বক্তব্য এইযে, এবং তাহারা বলিয়া থাকে, আগুন আমাদের কদাচ স্পর্শ করিবেনা, করিলেও মাত্র গুণতির কয়েকদিনের জন্য। হে রছুল (দঃ), আপনি উহাদের বলুন—তোমরা কি আল্লাহর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিকট হইতে এরূপ কোন চুক্তি গ্রহণ করিয়াছ যে, তজ্জন্য তিনি চুক্তি ভংগ করিতে সমর্থ হইবেননা, না তোমরা না জানিয়াই আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা রচনা করিতেছ? বস্তুতঃ আল্লাহর বিধান অনুসারে যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করিল এবং স্বীয় অপরাধে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িল, যে কোন দল ও গোত্রের অন্তরভুক্ত হউক না কেন, তাহারা নরকের অধিবাসী হইবে এবং উহাতে চিরবাস করিবে আর যাহারা ঈমানের পথ অবলম্বন এবং সদাচরণের অনুষ্ঠান করিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই বেহেশ্তের অধিবাসী এবং তাহারা উহাতে চিরবাস করিবে— اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون ! —বাকারা, ৮১।

ধর্মীয় গোষ্ঠ পূজকদের নৈতিক বিপর্যয়

গোষ্ঠপূজার অভিশাপে পতিত হইয়া ইয়াহুদীরা মনে করিত যে, সততা ও সত্যপরায়ণতার যে সকল নির্দেশ তাহাদের গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে, সমুদয় মনুষ্যসমাজের সহিত তদনুসারে আচরণ করা উক্ত নির্দেশগুলির উদ্দেশ্য নয় অর্থাৎ শুধু এক ইয়াহুদীর পক্ষে অপর ইয়াহুদীকে প্রবঞ্চিত করা এবং তাহার আবরু ও ধনপ্রাণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা নিষিদ্ধ হইয়াছে কিন্ত যাহারা ইয়াহুদী গোত্রের অন্তরভুক্ত নয়, তাহাদিগকে ঠকাইয়া খাওয়া এবং অন্যবিধ উপায়ে তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা তাহাদের ধর্মীয় সংবিধানে নিষিদ্ধ হয় নাই। সুদ গ্রহণ-করা পবিত্র তওরাতে ব্যাপক ভাবে নিষিদ্ধ হইলেও তাহারা ইহার নিষিদ্ধতাকে শুধু নিজেদের ইয়াহুদী ধর্মীয় গোষ্ঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে আর আজ পর্যন্ত তাহাদের গোষ্ঠের বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মীয়দলের অন্তরভুক্ত জনগণের নিকট হইতে তাহারা অম্লান বদনে কষিয়া সুদ ভক্ষণ করিতেছে, তাহাদের এই আচরণের নিন্দাবাদ করিয়া কোরআনে আদেশ করা হইয়াছে, আর তাহাদের সুদ খাওয়া! অথচ তাহাদিগকে এ বিষয়ে নিষেধ করা হইয়াছিল এবং মানুষের অর্থকে অন্যায় ভাবে গ্রাস করা তাহাদের দুষিত আচরণ— واخذهم الربوا وقدنهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل ! —আন্নিছা, ৫৭।

পক্ষান্তরে যে সকল ইয়াহুদী আরবে বসবাস করিত, তাহারা বলিত, আরবের নিরক্ষর অধিবাসীবৃন্দের সহিত সততা ও বিশ্বাস পরায়ণতার কোন প্রয়োজনই নাই— ইহারা প্রতিমাপূজক, সুতরাং ইহাদের ধন যেভাবেই ভক্ষণ করা হউকনা কেন তাহা দোষণীয় হইবেনা। ছুরত আলেইমরাণে ইয়াহুদীদের উল্লিখিত দুর্নীতি সম্পর্কে কথিত হইয়াছে যে, তাহাদের আচরণের কৈফিয়ৎ স্বরূপ তাহারা বলে, আরবের নিরক্ষরদের সহিত দুর্নীতি ও ঠকামী আচরণের জন্য আমরা আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হইবনা। তাহারা আল্লাহর নামে স্পষ্টতঃ মিথ্যা আরোপ করে অথচ তাহারা ইহা অবগত আছে। হাঁ! যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং অন্যায় কার্য হইতে সতর্ক থাকে, নিশ্চয় আল্লাহ সতর্ক ও সমীহকারীদিগকে পছন্দ করিয়া থাকেন— ذلك بانهم قالوا : ليس علينا فى الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى، من اوفى بعهده واتقى، فان الله يحب المتقين ! ৭০ আয়ত।

ইয়াহুদীদের দেখাদেখি মুছলমানগণও গোষ্ঠ পূজার অভিশাপে পতিত হইয়া তাঁহাদেরও কোন কোন দল এই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারাও অমুছলমানগণের সহিত সুদী লেনদেনের কার্যকে অবৈধ বিবেচনা করেননা। এমন কি মুছলিমরাষ্ট্রের অমুছলমান নাগরিকদের নিকট হইতেও সুদ গ্রহণ করার কার্যকে তাঁহারা দোষণীয় মনে করেননা আর ব্যাপক ভাবে যাহারা এই পাপে লিপ্ত রহিয়াছে তাহাদের তো কথাই নাই।

প্রকৃত পক্ষে এক যাত্রার এইরূপ দ্বিবিধ ফলকে আল্লাহর শরীঅতের নির্দেশ বলিয়া গণ্য করা আল্লাহর পবিত্র নামে মিথ্যারোপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহর শাশ্বত ও সার্বজনীন ধর্মের শিক্ষা এইযে, সকল সময় এবং সকল অবস্থাতেই সত্যপরায়ণতা ও সততার পথে চলিতে হইবে। যে কোন মানুষ যে কোন দলেরই অন্তরভুক্ত হউকনা কেন, সততা ও সত্যপরায়ণতার দিক দিয়া তাহার প্রাপ্য ও দাবী অভিন্ন। কারণ যাহা শুভ্র তাহা সকল অবস্থাতেই শুভ্র আর যাহা কালো, সকল ক্ষেত্রে তাহা কালোই হইবে। কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের হস্তে একটি শুভ্র পদার্থ পরিদৃষ্ট হইতেছে বলিয়া উহা কোনক্রমেই কৃষ্ণপদার্থ হইতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পারেনা। সুতরাং সততা সকল ক্ষেত্রেই সততার পর্যায়ভুক্ত এবং যাহা দুর্নীতি তাহা সকল অবস্থাতেই দুর্নীতি বলিয়া গণ্য হইবে।

দ্বীনের ভিত্তি প্রস্তর

কোরআনের শিক্ষা এইযে, 'আদ্দ্বীন' অর্থাৎ আল্লাহর মনোনীত ধর্মের বুনিয়াদী কথা মাত্র দুইটি, প্রথমতঃ বিশ্বপতি রব্বুল আলামীনের একত্ব, দ্বিতীয়তঃ বিশ্বমানবের একত্ব। মানবসমাজের ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যই হইতেছে ধর্মের অন্যতম প্রধান কথা, বিরোধ ও বিদ্বেষ নয়। যত রছুল এবং নবীর ভূপৃষ্ঠে আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাঁহাদের প্রত্যেকেই মানব সন্তানকে এই উপদেশই দান করিয়াছেন যে, তোমরা সকলেই মূলতঃ একই জাতি এবং তোমাদের প্রতিপালক উপাস্য শুধু একজন। অতএব তোমাদের সকলেরই সেই একমাত্র প্রভুর আরাধনা ও ইবাদতে আত্ম-নিয়োগ করা কর্তব্য এবং নিখিল মানবসমাজের পক্ষে একই পরিবারভুক্ত ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করা উচিত। ধর্মের আহ্বায়কগণ এই একই পথে জগদ্বাসীকে আহ্বান করিলেও তাঁহাদের অনুসরণকারী দল বিপথগামী হইয়া প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক গোত্র ও জাতি নিজেদের জন্য পৃথক পৃথক দল ও গোষ্ঠি রচনা করিয়া ফেলিয়াছে।

পূর্ববর্তী রছুল এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাগণের যে সকল বচনামৃত কোরআনে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে সর্বত্র ধর্মের উপরি উক্ত মূলনীতি সন্দেহাতীত-ভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ছুরত আল্ মু'মিনুনে সর্বপ্রথম হযরত নূহের দা'ওয়াত ও প্রচারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। হযরত নূহ তাঁহার স্বদেশবাসীকে এই বলিয়া আহ্বান করিতেছিলেন,

يا قوم اعبدوا الله مالكم من الله غيره -

হে আমার স্বজাতীয়গণ, তোমরা আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। অতঃপর হযরত নূহের পরবর্তীকালে যে সকল দা'ওয়াত ও আহ্বান মানবজাতিকে পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্তে পরিবেশন করা হইয়াছিল, সেগুলির ইংগিত প্রসংগে বলা হইয়াছিল,

ثم انشأنا من بعده قوما آخرين، فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله مالكم من اله غيره !

হযরত নূহের পর আমরা বিভিন্ন-জাতিকে উত্থিত করিলাম এবং তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে রছুল প্রেরণ করিলাম। তাঁহারা তাহাদিগকে এই একই বাণী প্রদান করিলেন যে, তোমরা সকলেই একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব বরণ কর, কারণ তিনি ব্যতীত তোমাদের অপর কোন ইলাহ নাই। অতঃপর হযরত মূছা ও হযরত ঈছার দা'ওয়াতের কথা উচ্চারিত হইয়াছে এবং সর্বশেষে সকল রছুলকে সম্মিলিত ভাবে এই দৃপ্তবাণী শুনান হইয়াছে যে,

يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، انى بما تعملون عليم - وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون - فتقطعوا امرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون -

তোমরা সকলেই পবিত্র ও বিশুদ্ধ খাদ্য ভোজন কর এবং উন্নত জীবন যাপন করিতে থাক। তোমরা যাহা কিছু করনা কেন, আমি তৎসমুদয় সম্পর্কে জ্ঞান-সম্পন্ন। আর দেখ, তোমাদের এই দলগুলি প্রকৃত পক্ষে একই দলমাত্র আর আমি তোমাদের একক প্রতিপালক প্রভু। অতএব তোমরা আমাকেই সমীহ করিয়া চল। কোরআনের সাক্ষ্য এইযে, জনগণ তাঁহাদের রছুলগণের এই মৌলিক আদেশকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল এবং পৃথক পৃথক ধর্মীয় গোঠ গড়িয়া লইল আর যাহার পাল্লায় যতটুকু পড়িল তাহা লইয়াই সে আত্মহারা হইয়া রহিয়াছে—৫৪ আয়ত।

ফলকথা—প্রত্যেক যুগে পরম্পরাগত ভাবে সত্য ধর্মের আহ্বায়ক রূপে যত রছুল এবং নবীগণের ভূপৃষ্ঠে অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, তাঁহারা সকলেই সমস্বরে জগদ্বাসীকে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়া গিয়াছেন যে, তোমরা সকলেই এক ও অদ্বিতীয় বিশ্বপতির দাসত্ব ও আরাধনায় আত্মনিয়োগ কর এবং উন্নত ও বিশুদ্ধ জীবনের অধিকারী হও! তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে একই জাতি ও অভিন্ন সমাজ রূপে গণ্য রহিয়াছ আর তোমাদের সকলের প্রতিপালক একই অভিন্ন প্রভু, তোমরা কাহাকেও স্বতন্ত্র ও অপর ভাবিওনা। তোমরা কাহারো বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইওনা। মানব মুকুট, জগদগুরু মোহাম্মদ মুছতফার (দঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নেতৃত্বে ধর্মের এই যে মহাসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কোরআন তাহাকেই 'আদ্দ্বীন' ও 'আল্‌-ইছলাম' নামে অভিহিত করিয়াছে।

পথ শুধু দুইটি

প্রকৃতপক্ষে পথ কেবলমাত্র দুইটি। স্বীকৃতি অর্থাৎ ঈমানের পথ আর অস্বীকৃতি বা কুফ্‌রের পথ, অস্বীকৃতির পথও আবার ত্রিবিধ শাখায় বিভক্ত। অস্বীকৃতি পথের প্রথম শাখা হইতেছে আল্লাহ এবং তদীয় রছুলগণের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি, ইহা নাস্তিক ও পুরাপুরি কাফিরগণের পথ। দ্বিতীয় শাখার পথিকগণ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে মান্য করিয়া লইলেও আল্লাহর বাণীর ধারক ও বাহক নবী ও রছুলগণকে স্বীকার করিতে চায়না। ইহারাও প্রকৃতপক্ষে অস্বীকারকারী দলেরই অন্তরভুক্ত। তৃতীয় শাখার অনুগামীগণ আল্লাহর অস্তিত্বকে মান্য করিয়া থাকে এবং শুধু নিজেদের দলীয় বা গোত্রীয় রছুলগণকেই স্বীকার করিয়া লয়, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের নিকট আরো যে-সকল রছুল ও নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাঁহাদের সকলকেই ইহারা অস্বীকার করিয়া থাকে। কোরআন এই ত্রিবিধ দলের অনুসারীদিগকেই—"কাফির" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছে। ছুরত আল্‌-আন্‌আমে এই কথাই বজ্রকণ্ঠে বিঘোষিত রহিয়াছে

ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، اولائك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ـ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احدمنهم اولائك سوف يوتيهم اجورهم وكان الله غفورارحيما ـ

যে, যাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রছুলগণকে অস্বীকার করিয়াছে এবং যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রছুলগণের মধ্যে পার্থক্য করিতে চায়— অর্থাৎ যাহারা আল্লাহকে মান্য করে বটে, কিন্তু তদীয় রছুলগণের আগমন এবং তাঁহাদের প্রচারিত বাণীকে বিশ্বাস করিতে চায়না এবং যাহারা বলিয়া থাকে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে বিশ্বাস করিনা অর্থাৎ কতক রছুলের আগমন এবং তাঁহাদের বাণীর সত্যতাকে বিশ্বাস করি আর কতক রছুলের আবির্ভাব ও তাঁহাদের প্রচারিত বাণীর সত্যতাকে মান্য করিনা এবং এই ভাবে যাহারা ঈমান ও কুফ্‌রের মাঝামাঝি পথ ধরিয়া চলিতে চায়, তাহারা সকলেই অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ দলের অন্তরভুক্ত সকলেই অবিসম্বাদিত কাফির এবং কাফিরদের জন্য আমরা অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি আর যাহারা আল্লাহ এবং তদীয় রছুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন রছুলকেও পৃথক করেনা অর্থাৎ একজন রছুলকেও অসত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করেনা তাহারাই এরূপ ব্যক্তি, যাহাদিগকে অচিরাৎ তাহাদের পুরস্কার প্রদান করা হইবে, বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণানিধান—১৪৯।

ছুরত আল্‌ ফাতিহার পরেই কোরআনে ছুরত আল্‌বাকারাকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই পবিত্র ছুরতের প্রথম অংশে সত্যকার বিশ্বাসীদলের অন্যতম নিদর্শনরূপে কথিত হইয়াছে যে, এবং

والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون، اولائك على هدى من ربهم واولائك هم المفلحون ـ

যে সকল ব্যক্তি, হে রছুল (দঃ), আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং আপনার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং পারলৌকিক জীবনের প্রতি যাহারা আস্থাসম্পন্ন, তাহারাই তাহাদের প্রভু কর্তৃক হিদায়তের পথে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারাই কল্যাণের অধিকারী—৪ ও ৫ আয়ত।

একটি সন্দেহের অপনোদন

ঐশীগ্রন্থ সমূহের ধারক বিভিন্ন ধর্মীয়—গোঠের অনুসারীরা ইছলামের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে কেন? রছুলুল্লাহ (দঃ) যে শাশ্বত বিশ্বজনীন ধর্ম আল্‌ইছলামের শিক্ষা বিশ্ববাসীর সম্মুখে

www.ahlehadeethbd.org

কোরআনের মাধ্যমে সমুপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ করিয়া দেখিলে ধর্মীয় গোঠ পূজারীদের বিদ্বেষ ও অস্বীকৃতির কারণ নিরূপণ করা কষ্টকর হয়না। কোরআনী শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণে যে সকল ধর্মীয় গোঠ উত্থান করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে আরবের কোরাইশ এবং ইয়াহুদী ও খৃস্টানগণ সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ-যোগ্য। কোরাইশগণের আদিপুরুষ ছিলেন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ও তদীয় পুত্র হযরত ইছমাঈল। রছুলুল্লাহ (দঃ) কোরাইশদের আদিপুরুষগণের সম্মান ও গৌরবকে শুধু বর্ধিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং তিনি তাঁহার প্রচারিত আল্ইছলামকে "ইবরাহীমী-ধর্ম" বলিয়াই অভিহিত করিয়াছিলেন। এরূপক্ষেত্রে কোরাইশগণের রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি বিদ্বিষ্ট হইবার কি কারণ ঘটিয়াছিল? কোরাইশগণের প্রতিমা-পূজার প্রতিবাদ তাহাদের রোষ ও ক্ষোভের অন্যতম কারণ হইলেও ইহাই একমাত্র কারণ ছিলনা। রছুলুল্লাহ (দঃ) কে হযরত ইবরাহীম ও ইছমাঈলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন দর্শন করিয়া তাহারা যথার্থই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু যখনই তাহারা দেখিতে পাইল যে, হযরত ইছমাঈলের সংগে সংগে ইছমাঈলী দলবন্দীর প্রতিদ্বন্দ্বী ইছরাঈল গোষ্ঠির রছুলগণেরও রছুলুল্লাহ (দঃ) তছ্দীক করিতেছেন এবং তাঁহাদের প্রচারিত ধর্মের সত্যতাকেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তখনই কোরাইশগণের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি ঘটিয়াছিল। এই ভাবে ইয়াহুদীদের প্রধানতম রছুল হযরত মূছা ও উক্ত শাখার অন্তরভুক্ত সমুদয় নবীকে এবং ইয়াহুদীগণের ধর্মগ্রন্থ তওরাতের সত্যতাকে স্বীকার করিয়া লওয়ায় রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি ইয়াহুদীগণের রুষ্ট হইবার কোন প্রকাশ্য কারণ ছিলনা, কিন্তু যেহেতু ইয়াহুদী গোষ্ঠির নবীগণের সংগে সংগে রছুলুল্লাহ (দঃ) হযরত ঈছাকেও আল্লাহর 'কলেমা' ও 'রূহ' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, ইহার ফলে ইয়াহুদী গোঠ পূজার অভিমান ক্ষত বিক্ষত হওয়ায় ইয়াহুদীরা রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং কোরআনী শিক্ষার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। যে হযরত ঈছাকে ইয়াহুদীগণ জারজ সন্তানরূপেও অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই এবং হযরত মরিয়মকে ভ্রষ্টানারীরূপে অভিহিত করিতে লজ্জা বোধ করে নাই, রছুলুল্লাহর (দঃ) পক্ষে সেই মরিয়মকে ছিদ্দীকা রূপে আখ্যাত করা এবং হযরত ঈছাকে আল্লাহর প্রেরিত শক্তিরূপে প্রচার করা খৃস্টান দলবন্দীর পক্ষে কি গৌরব ও আনন্দের কারণ ছিলনা? তথাপি খৃস্টান গোঠ-পূজকদের ইছলামের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হইবার কি কারণ ঘটিয়াছিল? রছুলুল্লাহ (দঃ) যদি শুধু যীশু ও মেরীরই জয়গান করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা-হইলে নিশ্চিতরূপে তিনি খৃস্টানদের নিকট তাহাদের ধর্মের অন্ততঃ অন্যতম সংস্কারকরূপে বরেণ্য হইতে পারিতেন কিন্তু রছুলুল্লাহ (দঃ) ইয়াহুদী নবীদিগকে হযরত ঈছার তুল্য আসন দান করিয়াছিলেন বলিয়াই খৃস্টান ফির্কাপরস্তের দল কোরআন ও তাহার বাহকের এই অপরাধ আজ পর্যন্ত মার্জনা করিতে পারে নাই।

ফল কথা—ইছলামের বড় অপরাধ ইহা নয় যে, উহা পৃথিবীর অন্যান্য ঐশীধর্ম এবং তাহার বাহক-দিগকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, প্রত্যুত তাহার অমার্জনীয় অপরাধ এইযে, ধর্মীয় গোঠ পূজারীদের মৌলিক ও শাশ্বত ধর্ম এবং তাহার প্রচারকবৃন্দকে ইছলাম অস্বীকার করিলনা কেন?

ইছলাম মানবত্বের নামান্তর মাত্র

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ও অংশে প্রত্যেক জাতির নিকট ধর্মের যে শাশ্বত হিদায়ত আল্লাহর রছুল এবং নবীগণ যে ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন এবং ধর্মের সেই মৌলিকতা ও একত্বকে বিসর্জন দিয়া উক্ত রছুলের অনুসারীগণ যে ভাবে শত শত ধর্মীয় গোঠ ও সমাজ গঠন করিয়া লইয়াছে এবং দল পরস্তী ও ফির্কাবন্দীর নিরসনকল্পে রছুলুল্লাহ (দঃ) যে 'এক ধর্ম' ও 'এক মানব সমাজে'র আদর্শ বহন করিয়া আনিয়াছেন এ যাবত তাহা আলোচিত হই-য়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় ঐশী গ্রন্থের ধারকদিগকে একই মহামিলন কেন্দ্রে সমবেত হইবার যে আহ্বান জানাইবার জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) আদিষ্ট হইয়াছিলেন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করিয়া ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির প্রসংগ সমাপ্ত করা হইবে।

আল্লাহ-তদীয় রছুল (দঃ)কে আদেশ করিতেছেন, আপনি বলুন, হে ঐশী গ্রন্থের ধারক মানব সমাজ, এস, আমরা সকলে এমন একটি পরম সত্য—সূত্রের কেন্দ্রে সমবেত হই, যাহার সত্যতা ও স্বার্থহীনতা সম্বন্ধে

يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون !

তোমরা এবং আমরা একমত হইয়াছি এবং সেই পরম সত্য সূত্রটি হইতেছে এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারই দাসত্ব ও আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিবনা এবং তাঁহার সহিত কোন বস্তুকেই অংশী করিবনা এবং আল্লাহকে পরিহার করিয়া আমরা আমাদের মধ্যে কাহাকেও পরস্পরের রব্ব বানাইবনা। হে মুছলিম সমাজ, এই শাশ্বত একত্বের বাণী যদি পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম-গোষ্ঠের অনুসারীগণ প্রত্যাখ্যান করে, তাহাহইলে তোমরা বল, দেখ গ্রন্থধারীগণ, তোমরা সাক্ষী থাকিও যে, আমরা উক্ত পরম সত্য নীতিকে মান্য করিয়া আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী 'মুছলিম' হইয়াছি—আলেইমরান, ৬৪ আয়ত।

গোত্রীয় ভেদবুদ্ধি

মানব সমাজের একত্ব ও অদ্বিতীয়তার পথে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির ন্যায় গোত্রীয় ভেদবুদ্ধিও পর্বত-পরিমাণ অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের যে শ্রেষ্ঠত্ব তাহার মতবাদ ও আচরণ দ্বারা নির্ণয় করা উচিত ছিল, রক্ত, বংশও গোত্রের অন্তঃসারশূন্য অহমিকতা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। অতীত কাল হইতে গোত্রীয় স্বার্থ ও বৈষম্যের লড়াই যে কত অনর্থ ও রক্তপাতের কারণ ঘটাইয়াছে তাহার পরিমাণ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। গোত্রীয় দলবন্দীর কঠোর নিন্দাবাদ করিয়া কোরআনে অখণ্ড মানব-সমাজকে এই সতর্কবাণী প্রদান করা হইয়াছে যে,

হে মানব সমাজ, আমরা তোমাদিগকে অভিন্ন নরনারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। (সুতরাং সৃষ্টির দিক

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم !

দিয়া পৃথিবীর সমুদয় মানব সমাজ এক পিতার সন্তান-রূপে একই জাতীয়তার অন্তরভুক্ত) আর তোমাদের মধ্যে যে সকল বংশ ও গোত্র আমি বানাইয়াছি, সেগুলি শুধু তোমাদের পরস্পরের পরিচয়ের জন্য। (কৌলীন্য গৌরবের প্রতিষ্ঠা এবং হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নয়।) প্রত্যুত তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সমীহকারী ও সতর্ক জীবনের অধিকারী, সেই ব্যক্তি হইতেছে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞান-সম্পন্ন ও পরম সন্ধানী—আল্হুজরাৎ ১৩।

উল্লিখিত আয়তে সুস্পষ্টভাবে ইছলামের এই দৃষ্টিভংগী ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, গোত্রীয় দল-বন্দীর যে অভিমান মানবসমাজের অখণ্ডতা ও অদ্বি-তীয়তাকে বিপন্ন করিতে চাহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। সৃষ্টির দিক দিয়া যখন মানবসমাজের কোনই পার্থক্য নাই, একমাত্র বিশ্ব-পতির যেরূপ সকলেই দাসানুদাস, সেইরূপ যখন সমগ্র মানবসমাজ একই জনক জননীর সন্তান, তখন ইহার ভিতর গোত্রীয় ভেদবুদ্ধির অবসর কোথায়? এই আয়তে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে বটে যে, মানবসমাজকে বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে এবং ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু এই শাখাপ্রশাখার পার্থক্য একই পিতার বিভিন্ন সন্তানের পার্থক্যেরই অনুরূপ। একই পিতার পুত্র ও কন্যাগণ ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক পৃথক সত্তার অধিকারী হইলেও যেরূপ ইহা তাহাদের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য ঘটাইবার কারণ হইতে পারেনা, তেমনই পৃথিবীর মানব সন্তান বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইবার ফলে ভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করার ও অধিকারী নয়। এই পার্থক্য শুধু তাহাদের পারস্পরিক পরিচয়ের সুবিধার জন্যই স্বীকৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে শ্রেণীগত গৌরবের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোন স্থান নাই, গৌরব এবং সম্মানকে 'তক্ওয়া' অর্থাৎ সতর্ক জীবনের ফলরূপে অভিহিত করা হইয়াছে এবং এই সতর্ক জীবনের দিকদিশারীরূপেই আল্কোরআনুল-আযীম বিচ্ছিন্ন মানবসমাজের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে।

ভৌগলিক ভেদবুদ্ধি

ভৌগলিক ভেদবুদ্ধিও যুগযুগান্তর ধরিয়া মানবজাতির একত্ব ও অদ্বিতীয়তাকে বিপন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অতি পুরাকাল হইতেই রোমকজাতির প্রাধান্য, আরবজাতির গৌরব ও হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠত্বের ঢক্কানিনাদে দুনিয়ার অধিবাসীবৃন্দের কান ঝালাপালা হইয়া উঠিতেছিল। মানবত্বের গৌরবের পরিবর্তে পাহাড়, মৃত্তিকা ও নদনদীর গৌরবকে অবলম্বন করিয়া দলবন্দী ও গোঠপূজার যে প্রতিমা গড়িয়া তোলা হইয়াছিল, তাহার বেদীমূলে অতীত কালের ন্যায় বর্তমানযুগেও কত শত লক্ষ মানব সন্তানকে যে আত্মাহুতি প্রদান করিতে হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিবে?

আল্লাহর বিশ্বজনীন ও শাশ্বত ধর্ম এবং উহার ধারক ও বাহক নবী ও রছুলগণ সকল যুগেই এই ভৌগলিক গোঠ পূজার কঠোর নিন্দাবাদ করিয়া গিয়াছেন। সততা ও সত্যতা, বিশ্বাস ও আচরণকে বিসর্জন দিয়া ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা, সুবিচার ও অত্যাচারের কিম্ভূতকিমাকার এক জগাখিচুড়ি প্রস্তুত করিয়া স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা ও ন্যাশনালিজ্মের নামে যে দল ও গোঠ স্বার্থসর্বস্বের দল গঠন করিয়া রাখিয়াছে, আল্লাহর রছুল ও নবীগণ দৃপ্তকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ জানাইয়া আসিয়াছেন।

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ এই ভৌগলিক গোঠপূজার বিরুদ্ধে উত্থান করিয়া শেষ পর্যন্ত "আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর উদ্দেশ্যেই আমার স্বদেশভূমি হইতে হিজ্রত করিতেছি, বস্তুতঃ তিনিই অবশ্য আমাকে সঠিক পথের হিদায়ত প্রদান করিবেন"—(আছ্ছাফ্ফাত, ৯৯ আয়ত) বলিয়া তাঁহার জন্মভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন।

اني ذاهب الى ربي سيهدين -

ইউছুফ নবী তাঁহার ঐতিহাসিক কারাগারের বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যে দল আল্লাহর প্রতি আস্থাসম্পন্ন নয় এবং পারলৌকিক জীবনকে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জাতিয়তা ও গোঠকে আমি বর্জন করিয়াছি—ইউছুফ ৩৭।

انی ترکت ملة قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون -

ইলাহী বিধানের সম্পূরক এবং 'আল্ ইছলামে'র রূপায়ক মানবমুকুট হযরত মোহাম্মদ মুছতফার (দঃ) জীবনাদর্শ ও শিক্ষা এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। রছুলুল্লাহ (দঃ) যে যুগে ও যাহাদের মধ্যে চক্ষু উন্মিলিত করিয়াছিলেন, গোত্রপূজা ও ভৌগলিক ভেদবুদ্ধির দিকদিয়া তাহারা ছিল সে যুগের শীর্ষস্থানীয়।

প্রাক ইছলাম যুগীয় আরবের ইতিহাসে যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় আরবের ভৌগলিক ভেদ বুদ্ধি সেগুলির অধিকাংশের জন্য দায়ী। তাহারা পৃথিবীর সমুদয় জাতিবর্গকে বর্ণ, ভাষা ও গোত্র নির্বিশেষে আজমী অর্থাৎ বোবা জাতি রূপে আখ্যাত করিত এবং শুধু নিজেদের আরব অর্থাৎ ভাষাবিদ রূপে অভিহিত করিয়া আত্মপ্রসাদলাভ করিত। আরবের বহির্ভূত কোন মানুষকেই তাহারা স্বগোত্র অর্থাৎ তুল্য কুফ্ও বলিয়া বিবেচনা করিতনা। রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার বিদায়-হজ্জের ঐতিহাসিক অভিভাষণে বজ্রনিনাদে মানবত্বের লাঞ্ছনাকর এই গর্হিত মনোবৃত্তির উচ্ছেদকল্পে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তোমরা অবহিত হও অতঃপর আরবের জন্য আজমীদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই এবং আজমীদেরও আরবীদের উপর কোন গৌরব নাই। কৃষ্ণকায়দের রক্ত বর্ণের উপর বৈশিষ্ট নাই, এবং রক্ত বর্ণদেরও কৃষ্ণকায়দের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্বনাই। সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান আর আদমের সৃষ্টি মৃত্তিকা হইতে ঘটিয়াছে।

لافضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود ! الناس کلهم ابناء آدم و آدم من تراب !

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুছলিম
রাজ্য সমূহের প্রচলিত আইন

মূল :—আল্লামা শহীদ আওদা   অনুবাদ :—আল্‌কোরায়শী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইছলাম প্রচারকগণের অসহায় অবস্থা

এই ইছলামী সাম্রাজ্য এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠে, যে ব্যক্তি প্রকৃত ইছলামের দিকে জনগণকে আহ্বান জানায় এবং সরকারের ধ্বংসকরী ও বিপথগামী আচরণের পথরোধ করিতে চায়। সরকার তাঁহার দুর্নীতিপরায়ণ আইনকানুনের সাহায্য লইয়া ইছলামের এই সেবকদলের বিরুদ্ধে উত্থান করে, তাঁহাদের মুখবন্ধ করিয়া দেয়, তাঁহাদের লেখনীর গতিকে অবরুদ্ধ করে, তাঁহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের উপর নানারূপ নির্মম অত্যাচার ও যুলুম চালাইতে থাকে। এই প্রচারকদলের অপরাধ তাঁহাদের ইছলামের প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। মুছলমান হওয়া সত্বেও কেহ ইছলাম বিরোধী কার্যকলাপে মাতিয়া উঠুক, ইহা তাঁহারা ঠাণ্ডামনে বরদাশত করিতে পারেননা। সরকার কি ইহা অবগত নহেন যে, 'আমর বিল্ মা'রুফ' ও 'নেহী আনিল মুন্‌কর' অর্থাৎ ইছলাম-সম্মত কার্যকলাপের প্রতিষ্ঠা ও ইছলামবিরোধী আচরণের প্রতিরোধ কার্য প্রত্যেক মুছলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য—ফর্‌য ?

আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই বিদ্যমান থাকা কর্তব্য, যাহারা কল্যাণের আহ্বায়ক হইবে এবং ইছলাম-অনুমোদিত কার্যকলাপের জন্য আদেশ দিবে এবং ইছলাম কর্তৃক নিষিদ্ধ আচরণ সমূহের প্রতিরোধ করিবে—আলেইমরাণ, ১০৪।

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر -

'মা'রুফ ও 'মুন্‌কর' উভয় শব্দেরই তাৎপর্য ইতিপূর্বে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

আমাদের সরকার ইছলামী রাষ্ট্ররূপে কথিত হওয়া সত্বেও এই দেশে ইছলামের দাবীগুলি এই ভাবে পূর্ণ করিতেছে যে, গুনিয়া গুনিয়া ইছলামের প্রত্যেকটি আদেশ লংঘন করা হইতেছে। যেহেতু যাকাতকে ইছলামের বিধানে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, কাজেই এ-সম্পর্কের আইনকানুনগুলিকে বাতিল করা হইয়াছে কিন্তু গণ্ডায় গণ্ডায় ইউরোপীয় ও আমেরেকী বিধান এই দেশে প্রবর্তিত করা হইয়াছে, অথচ এই সকল আইন কানুনের স্থানে ঐগুলিরই অনুরূপ অথবা উৎকৃষ্টতর বিধান শরীঅত হইতে চয়ন করিয়া প্রবর্তিত করা সম্পূর্ণ সম্ভবপর ছিল। শরয়ী আদালতগুলি যেহেতু ইছ্‌লামী সংবিধান সমূহের প্রবর্তনকল্পে সহায়ক ছিল, তাই তাহাদের অধিকার ও সীমা দৈনন্দিনভাবে সংকুচিত করা হইতেছে। * ইলমামী আইন ও ব্যবহারিক ব্যবস্থার জন্য একটি বিভাগ স্থাপন করার প্রস্তাব বহুদিন হইতে বিবেচনাধীন ছিল, সরকারী বাজেটেও উহার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু বারংবার এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হইতেছে। কারণ ইহার সাহায্যে শরয়ী বিধান সমূহের সম্প্রসারণ ও প্রবর্তনের আশংকা রহিয়াছে। আমাদের সরকারের জন্য ইছলামী আইনকানুন বর্জন করিয়া কুফ্‌র ও গোমরাহীর বিধি বিধানগুলি বরণ করিয়া লওয়া অত্যন্ত সহজ, কিন্তু কুফ্‌রী আইন সমূহ বর্জন করিয়া ইছলামী বিধিবিধান পরিগ্রহ করা কত মুশ্‌কিল !

আমাদের সরকার কি ইহা অবগত নহেন যে, শির্‌কের উৎপাটন এবং ইছলামের প্রতিষ্ঠা কোরআনের নির্দেশ অনুসারে ইছলামী রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম কর্তব্য এবং আল্লাহর অবতীর্ণ শিক্ষার আলোকে সমুদয় বিষয় নির্বাহ করা তাহার জন্য ওয়াজিব ? কোরআনের নির্দেশ এইযে, যাহারা তোমাদের মধ্যে ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং সদাচরণে রত রহিয়াছে, আল্লাহ তাহা- وعد الله الذين آمنوا منكم

* মিছরের বর্তমান ফৌজীসরকার শরয়ী আদালতগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত করিয়া দিয়াছেন—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لايشركون بى شيئا، ومن كفر بعد ذلك، فاولائك هم الفاسقون !

দিগকে এই প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন যে, তাহাদের পূর্ববর্তী ঈমান-দারদিগকে যেরূপভাবে তিনি ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধি-কারী করিয়াছিলেন তদ্রূপ তাহাদিগকেও তিনি পৃথিবীর উত্তরাধিকার সমর্পণ করিবেন এবং তাহাদের জন্য যে দ্বীন বা জীবনব্যবস্থাকে তিনি মনোনীত করিয়াছেন উক্ত দ্বীনকে তাহাদের জন্য বলিষ্ঠ করিয়া দিবেন এবং তাহাদের ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্ত্তিত করিবেন। তাহারা শুধু আমারই ইবাদত করিয়া থাকে এবং কোন বস্তুকেই তাহারা আমার সহিত শরীক করেনা। এই বিজ্ঞপ্তির পরও যাহারা কুফ্র করে তাহারাই অনাচারী—আন্নূর, ৫৫।

ছুরত আল্হজ্জে কথিত হইয়াছে যে, এই মুছলিম সমাজ, যাহাদিগকে আমরা যদি ভূপৃষ্ঠে প্রতাপান্বিত করি, তাহা-হইলে তাহারা নমাযকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, যাকাত প্রদান করিবে এবং ইছ্লাম-সম্মত আচরণের জন্য আদেশ দিবে ও ইছলাম বিগর্হিত কার্যের প্রতিরোধ করিবে। বস্তুতঃ সকল বিষয়ের পরিণতি শুধু আল্লাহর জন্যই—৪১ আয়ত।

الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة وآتوا الزكواة وامروا بالمعروف ونهواعن المنكر ولله عاقبة الامور !

মিছরের দাসত্বের কারণ

মিছর আজ পর্যন্ত স্বাধীন ও স্বরাট হইবার সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। এক্ষণে ইহা লক্ষ করা উচিত যে, এই দেশে স্বাধীনতার লড়াই কি ভাবে চালান হইয়াছে আর ইছলামকে উপেক্ষা করার দরুণ মিছর তাহার সংগ্রামে কেমন করিয়া বারম্বার ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া আসিতেছে। বিগত শতাব্দীর শেষ-ভাগে আমাদের দেশে একটি আভ্যন্তরীণ গোল-যোগের উদ্ভব হয় আর ইহারই পরিণতি স্বরূপ ১৮৮২ সালে মিছরের খেদিভের সাহায্য কল্পে এবং তাঁহাকে প্রজাগণের হস্ত হইতে রক্ষা করার বাহানায় ইংরাজরা মিছরে ঢুকিয়া পড়ে। ইতিপূর্বেও ইংরাজরা পুনঃপুনঃ মিছরে প্রবেশ করার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কখনও সফলতালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। মিছর ও ফ্রান্সের যুদ্ধের পর ইংরাজরা দুই দুইবার মিছরে জমিয়া বসার ষড়যন্ত্র করে কিন্তু দুইবারেই তাহাদিগকে ব্যর্থতার সম্মুখীন হইতে হয়। মোহাম্মদ আলী পাশার যুগে তাহারা পুনরায় মিছরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু আমরা তাহাদিগকে ধাক্কাইয়া সমুদ্রের দিকে নিক্ষেপ করি! ফলে লাঞ্ছিত ও পরাজিত হইয়া তাহারা তাহাদের গৃহে ফিরিয়া যায়। তাহারা বুঝিতে পারে যে, শক্তি প্রয়োগ করিয়া মিছরে প্রবেশ করার তাহাদের কোন আশাই নাই। তখন হইতে তাহারা চালাকী আর ফন্দী ফিকিরের সাহায্যে তাহাদের মতলব সিদ্ধি করিবার চেষ্টা শুরু করিয়া দেয় আর ষড়যন্ত্র জাল প্রসারিত করিয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতে থাকে। অবশেষে আরাবী পাশার গোলযোগ সৃষ্টি হয়। ইংরাজরা স্বয়ং তাঁহার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং গোলযোগের স্ফুলিঙ্গে হাওয়া দিতে থাকে। ফলে ইহার অগ্নি শিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ইংরাজরা শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবী লইয়া মিছরে অনুপ্রবেশ করে কিন্তু আসল মতলব ছিল তাহাদের মিছরে জাঁকিয়া বসার আর চিরদিনের জন্য তাহার ঘাড়ে ছওয়ার হইয়া থাকার। তাহারা বহুবার ঘোষণা করে যে, মিছরে তাহারা অস্থায়ীভাবে আসিয়াছে আর অত্যল্পকাল মধ্যেই তাহারা মিছর খালি করিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে কিন্তু সকল সময়েই ইহারা প্রতিশ্রুতি ভংগ করিয়াছে, ইহারা মিছরে বসিয়া দেশকে লুণ্ঠন করে, মিছরবাসীগণের রক্ত নিংড়াইয়া লয় আর তাহাদের ইয্যত ও আবরূ লইয়া খেলা করে।

এই জলদস্যুগণের অভিসন্ধি যখন প্রকাশ হইয়া পড়ে তখন সমগ্র জাতি তাহাদের বিরুদ্ধে উঠিয়া দাঁড়ায় এবং মিছরের সন্তানগণ ইংরাজদিগকে মিছর হইতে বহিষ্কৃত করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়। আমাদের নেতা ও শাসনকর্তাগণ জাতির এই আকাংখা চরিতার্থ

www.ahlehadeethbd.org

করিবেন বলিয়া নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করেন কিন্তু শাসনকর্তার দল স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অনুরোধ, উপরোধ ও ভিক্ষা বৃত্তির পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকেন। যাহারা মিছরের অধিকার গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে আমাদের নেতাগণ প্রত্যাশা করেন যে, স্বয়ং তাহাদের মধ্যে সদ্বুদ্ধি ও ন্যায় বিচারের ভাব জাগ্রত হইবে আর তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যুল্‌ম পরিহার করিবে। নেতাগণের এরূপ ধারণা সম্বন্ধে ন্যূনকল্পে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, ইহা তাহাদের অতিমাত্র সরলতার পরিচায়ক, এরূপ খামখেয়ালীর বশীভূত হওয়া কেবল তাহার পক্ষেই সম্ভবপর, যাহার ইতিহাস এবং মানব চরিত্র সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই নাই। যদি পরস্বপহারকের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের কণা মাত্র অনুভূতি থাকিত, তাহা হইলে দুনিয়া সাম্রাজ্যবাদ, স্বৈরাচার ও শোষণের বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইতনা। স্বাধীনতা অর্জনের যে নীতি মিছর সরকার অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা শুধু অযৌক্তিক ও স্বভাব বিরুদ্ধই ছিলনা বরং এই নীতি ইছলামী শিক্ষারও বিরোধী ছিল। আমাদের শাসকগোষ্ঠি যদি প্রাকৃতিক বিধান ও দ্বীনে ইছলামের হিদায়ত গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইতেন, তাহাহইলে সহজেই তাঁহারা সঠিকপথের সন্ধান লাভ করিতে পারিতেন। তাঁহারা ইহা জানিতে পারিতেন যে, তরবারির জিহাদই স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ। স্বভাবজাত শিক্ষাগুলির ইছলামী ব্যবস্থার সহিত সুসমঞ্জস হওয়া আশ্চর্যজনক নয়। কারণ ইছলাম সম্পর্কে কোরআনের নির্দেশ এইযে, ইহা আল্লাহরই

فطرت الله التي فطر الناس عليها -

প্রকৃতি দত্ত বিধান, যে বিধানে তিনি মানব সমাজকে সৃজন করিয়াছেন এবং রছুলুল্লাহও (দঃ) ইছলামকে দ্বীনে ফিত্‌রৎ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ইছলাম অপমান বরদাশ্‌ত করেনা

মুছলমানগণ অবনমিত হইয়া বাস করুক, ইছলামের ইহা কদাচ অভিপ্রেত নয়। একজন মুছলিম শুধু তাহার অপর মুছলিম ভ্রাতার কাছেই নতি ও বিনয় স্বীকার করিতে পারে, ইছলামের শত্রুদলের কাছে সে কিছুতেই প্রণত হইতে পারেনা। কোরআনের নির্দেশ, মুছলিমগণ বিশ্বাস পরায়ণদের কাছেই বিনম্র কিন্তু কাফির দলের সমকক্ষতায়

أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين -

প্রতাপান্বিত—আল্‌মায়েদা। আরো কোরআনের নির্দেশ এইযে, আল্লাহর রছুল মোহাম্মদ (দঃ) এবং যাহারা তাঁহার সহচর

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم -

তাঁহারা কাফিরদের জন্য কঠোর কিন্তু পরস্পরের মধ্যে করুণা-সম্পন্ন—আল্‌ফত্‌হ্‌।

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ায় মুছলমানের স্থান যিল্লত ও অপমানের স্থান নয়। মুছলমানের আসন ইয্‌যত এবং প্রতাপের। কোরআনের নির্দেশ যে, ইয্‌যতের গৌরব আল্লাহর জন্য এবং তদীয় রছুলের জন্য এবং

ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين -

মুছলিম জাতির জন্য কিন্তু মুনাফিকের দল ইহা অবগত নয়—আল্‌মুনাফিকুন।

মুছলমানগণের জন্য তাহাদের ইয্‌যতের এই আসনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করা ইছলাম ধর্মে ওয়াজিব করা হইয়াছে এবং তাহাদের জীবনের এই লক্ষ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, তাহারা সতত আল্লাহর প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রমাণিত করিবে এবং যে গৌরবান্বিত আসন আল্লাহ মুছলমানগণের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, আপন জাতিকে সেই উন্নত আসনের অধিকারী করিয়া তুলিবে। তাহারা পৃথিবীর শিক্ষাগুরু হইবে, হিদায়ত, ইমামত ও নেতৃত্বের আসনে সমাসীন থাকিবে। কোরআনের নির্দেশ, এই ভাবেই আমরা হে মুছলিম সমাজ, তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত জাতিতে পরিণত

وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس !

করিয়াছি, যাহাতে তোমরা বিশ্ববাসীর সাক্ষ্যদাতার আসন অধিকার কর—আলবাকারা, ১৩৪।

পুনশ্চ কথিত হইয়াছে, তোমরাই শ্রেষ্ঠতম উম্মত। সমগ্র বিশ্বের অধিবাসীবর্গের শিরোপা হইবার জন্য তোমাদিগকে উত্থিত করা হইয়াছে, তোমরা ইছলামের অনুমোদিত কার্যের আদেশ দিয়া থাক এবং ইছলাম-

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف

www.ahlehadeethbd.org

وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله !

বিগর্হিত কার্যের জন্য নিষেধ কর এবং তোমরাই আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চল—আলে-ইমরাণ, ১১০।

হিজ্‌রত

ইছলামে হিজরতের যে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার দাবী এইযে, ভূভাগের যে অংশে ইছলাম গৌরব ও সমৃদ্ধির অধিকার লাভ করিতে পারে নাই আর ইছলামের পক্ষে ইহা অর্জন করার সম্ভাবনা যদি সে ভূখণ্ডে সুদূর পরাহত বিবেচিত হয়, তাহাহইলে মুছলমানদের জন্য উক্ত ভূভাগ পরিহার করিয়া এরূপ অঞ্চলে দেশত্যাগী হইয়া চলিয়া যাওয়া উচিত, যেস্থানে ইহার সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি কেহ এই উদ্দেশ্যে হিজরত করিয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে যে, তাহাকে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে স্থিতি ও স্থান প্রদান করা হইবে আর ইহারই অনুসন্ধান পথে যদি তাহার জীবনের অবসান ঘটে তাহাহইলে তাহার সাধ্যসাধনার পুরস্কার ব্যর্থ হইবেনা।

ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج فى بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت، فقد وقع اجره على الله ـ

আল্লাহর নির্দেশ এইযে, যে ব্যক্তি হিজরত করিয়া যাইবে আল্লাহর পথে, ভূপৃষ্ঠে অবশ্যই সে বিস্তৃত স্থিতি ও সুবিধা লাভ করিবে আর যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ হইতে আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের পথে হিজরত করিয়া যাইবে, যদি পথিমধ্যেই তাহার সহিত মৃত্যুর সাক্ষাৎকার ঘটে, তাহাহইলে তাহার পুরস্কারের জন্য আল্লাহ দায়ী রহিলেন—আন্‌নিছা, ১০০।

হিজরতের ক্ষমতা থাকা সত্বেও যদি কোন মুছলমান লাঞ্ছিত ও পরাভূত জীবনে তুষ্ট থাকিয়া যায়, তাহাহইলে তাহার অপেক্ষা অধিকতর অত্যাচারী আর কেহ হইবেনা, ইছলামের কোন দাবীই তাহার কাজে লাগিবেনা। ইহার কারণ এইযে, লাঞ্ছনা ও নিগ্রহের শৃংখল সে স্বয়ং নিজের গলায় ধারণ করিয়াছে। ইছলাম কদাচ তাহাকে এরূপ অনুমতি দেয় নাই যে, সে চিরদিনের নিমিত্ত লাঞ্ছিতজীবন যাপন করিয়া চলিবে। মুছলমানদিগকে সাধ্যপক্ষে অমুছলিম পরিবেশে বসবাস করিতে বাধাপ্রদান করা হইয়াছে। কারণ ইহা দুর্বলতার লক্ষণ আর এরূপ অবস্থায় মুছলমানদিগকে সচরাচর অমুছলিম সংখ্যাগুরুর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় অথচ প্রকৃত মুছলিমের পক্ষে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো অধীনস্থ ও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা বৈধ নয়। কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ যে,

الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى انفسهم، قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين فى الارض ! قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فاولائك ماواهم جهنم وساءت مصيرا ـ الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا اولائك عسى الله ان يعفوعنهم وكان الله عفوا غفورا ـ

ফেরেশ্‌তাগণ যাহাদের রূহ টানিয়া বাহির করিতেছিলেন, তাহারা তাহাদের আত্মার উপর অত্যাচারকারী ছিল। ফেরেশ্‌তারা তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলে? তাহারা বলিল, আমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে দুর্বল করিয়া রাখা হইয়াছিল। ফেরেশ্‌তাগণ বলিলেন, আল্লাহর ভূমি কি প্রশস্ত ছিলনা যাহাতে তোমরা হিজরত করিয়া চলিয়া যাইতে পারিতে? ইহারাই সেই সকল ব্যক্তি, যাহাদের স্থান দুযখ এবং এই প্রত্যাবর্তনের স্থান অতিশয় মন্দ। অবশ্য যে সকল নরনারী ও শিশু দুর্বল, যাহাদের কোন উপায় নাই এবং যাহারা পথহারা তাহারা তাহাদিগকে অচিরাৎ আল্লাহ ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ ব্যতীত, বস্তুতঃ ক্ষমাশীল মার্জনাকারী—আন্‌নিছা, ৯৭।

রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, এরূপ প্রত্যেক

انا برئى من كل مسلم يقيم بين اظهرالمشركين، قال يا رسول الله ولم ؟ قال : لاترى ناراهما !

মুছলমান, যে মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে, আমার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন হে আল্লাহর রছুল? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহাদের চুলাগুলি পরস্পরের দৃষ্টির গোচরে থাকিতে পারেনা অর্থাৎ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনব্যবস্থা পৃথক পৃথক।

আরো রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির যোগাযোগ ও বসবাস মুশ-

من جاء مع المشرك وسكن

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রিকদের সহিত হইবে, معه فهو مثله - সে তাহাদেরই অনুরূপ।

আরো হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, হিজরতের নিবৃত্তি ঘটিবেনা যতদিন না لاتنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولاتنقطع التوبة حتى تطلع الشمس فى مغربها ! তওবা শেষ হয় আর তওবা শেষ হইবেনা যতদিন পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদিত না হয়।

যুল্মের সহিত ইছ্লামের আপোষ নাই

ইছলাম অত্যাচারী ও সীমা লংঘনকারীর সম্মুখে চুপ করিয়া থাকার এবং অনাচার ও পাপের সম্মুখে মস্তক অবনত করার কদাচ অনুমতি প্রদান করে-নাই। ইছলাম আমাদিগকে একথা শিখায় নাই যে, আমরা ইউরোপীয় জাতিবর্গের সম্মুখে হাঁটু-গাড়িয়া থাকিব আর তাহারা যে সকল অত্যাচার ইছলামী রাজ্য সমূহে চালাইয়া যাইতেছে, ঠাণ্ডা পেটে তাহা বরদাশ্ত করিতে থাকিব। শক্তির জওয়াব শক্তি দিয়াই প্রদান করিতে হইবে, তরবারির সহিত তরবারি লইয়াই মুকাবিলা করিতে হইবে। তাহারা আমাদের যে সকল অধিকার গলাধঃকরণ করিয়াছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি আমরা ফিরিয়া না পাই, আমা-দের শত্রুরা বিফল মনোরথ ও ব্যর্থকাম না হয় এবং আমাদের দেশে অবিমিশ্র ইছলামের প্রতিপত্তি কায়েম নাহয় আর আমাদের দেশ মুছলমানদের অধিকারে ফিরিয়া না আসে, ততদিন পর্যন্ত আমা-দিগকে শক্তি ও তরবারির নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। الشهرالحرام بالشهرالحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم - আল্লাহর আদেশ, নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ মাস এবং প্রতিশোধ নীতি পবিত্রতারই অংশ। অতএব যাহারা হে মুছলিম সমাজ, তোমাদের সহিত বাড়াবাড়ি করিবে, তোমরাও তাহাদের সহিত বাড়াবাড়ি কর, যেরূপ বাড়া-বাড়ি তাহারা তোমাদের সহিত করিয়াছে সেই পরিমাণে—আল্‌বাকারা ৯৪।

আরো আল্লাহর নির্দেশ যে, অসদ্ব্যবহারের বদলা ঠিক ঠিক তুল্য جزاء سيئة سيئة مثلها ! অসদ্ব্যবহার—আশ্‌শুরা, ৪।

জিহাদ করা ফর্য

ইছলামের শত্রু দলের সহিত জিহাদ করার কার্যকে আল্লাহ মুছলমানগণের জন্য ফর্য করিয়াছেন। ধন প্রাণের সর্বপ্রকার কুরবানী এবং সাধ্য সাধনা জিহাদেরই পর্যায়ভুক্ত। কোরআনে বারংবার জিহা-দের জন্য যোর দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহর নির্দেশ এই যে, তোমাদের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম ফর্য করা হইয়াছে অথচ এই কার্য তোমা- كتب عليكم القتال و هو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا و هو خيرلكم ! দের মনঃপুত নয় আর যাহা তোমাদের মনঃপুত নয় এরূপ কার্য তোমাদের পক্ষে হয়ত প্রকৃতপক্ষে মংগলজনক—আলবাকারা, ২১৬।

উক্ত ছুরতে স্পষ্ট ভাবে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, হে মুছলিম সমাজ, وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم - যাহারা তোমাদের সহিত লড়িতেছে তোমারাও তাহাদের সহিত লড়।

ছুরত আল্‌আন্‌ফালে উক্ত হইয়াছে, যত দিন না ফিত্না অর্থাৎ অশান্তি প্রশমিত হয় এবং দ্বীন (আদেশ) وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ! সমগ্র ভাবে শুধু আল্লাহরই অধিকারভুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ইছলাম বিরোধীগণের সহিত সশস্ত্র সংগ্রাম করিতে থাক—৩১ আয়ত।

আরো আল্লাহর নির্দেশ এই যে, আল্লাহর শত্রুদিগকে যেখানেই পাও সেখানেই তাহাদিগকে নিহত কর এবং যে স্থান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বহিষ্কৃত واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم ! করিয়াছে তাহাদিগকেও সেই স্থান হইতে বহিষ্কৃত কর—আল্‌ বাকারা, ১৯১।

ছুরত আন্‌নিছায় মুছলমানদিগকে বলা হইয়াছে,

www.ahlehadeethbd.org

فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحيوة الدنيا بالاخرة -

যাহারা পারলৌকিক জীবনের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করিয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহর পথে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে—৭৪ আয়ত।

উক্ত ছুরতে আরো কথিত হইয়াছে, হে মুছলিম

وما لكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان -

সমাজ, তোমাদের একি অবস্থা? কেন তোমরা আল্লাহর পথে দুর্বল নরনারী এবং শিশুদের উদ্ধারকল্পে অস্ত্রধারণ করিতেছনা?

উক্ত ছুরতে ইহাও বলা হইয়াছে, যাহারা বিশ্বাসপরায়ণ, তাহারা আল্লাহর পথেই সংগ্রাম করিয়া

الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت، فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا -

থাকে আর যাহারা কুফ্‌র করিয়াছে— তাহারা তাগুতের জন্য যুদ্ধ করে। অতএব হে মুছলিম সমাজ, তোমরা শয়তানের মিত্রদের সহিত সংগ্রাম কর, বস্তুতঃ শয়তানের মারপ্যাচ দুর্বল হইয়া থাকে—৭৬ আয়ত।

ছুরত আত্তওবায় মুছলমানদিগকে এই বলিয়া কঠোর ভাবে আহ্বান করা হইয়াছে: সুখে দুঃখে, যে

انفروا خفافاوثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم فى سبيل الله !

অবস্থাতেই থাকনা কেন এবং সমরায়োজন যতই অকিঞ্চিৎকর হউক অথবা ভারী হউক তোমরা বাহির হইয়া পড় এবং আল্লাহর পথে তোমাদের ধন প্রাণ লইয়া জিহাদ কর – ৪১ আয়ত।

ঐ ছুরতে ইহাও আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে,

وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة -

মুশরিকদিগকে তোমরা ব্যাপকভাবে নিহত [illegible] তোমাদিগকে ব্যাপক ভাবে [illegible]

উক্ত ছুরতে এ কথাও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে,

وقاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ماحرم الله و رسوله -

যাহারা আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল নয় এবং কিয়ামতের দিবসকেও যাহারা বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ ও তদীয় রছুলের নিষিদ্ধকৃত বস্তু সমূহের নিষিদ্ধতা মান্য করিয়া চলেনা, হে মুছলিম সমাজ, তোমরা তাহাদের সহিত সশস্ত্র সংগ্রাম কর—২৯ আয়ত।

ছুরত আছ্‌ছফ্‌ফে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন, হে

يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم ؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله باموالكم وانفسكم، ذلكم خيرلكم ان كنتم تعلمون !

বিশ্বাস পরায়ণ সমাজ, আমি কি তোমাদিগকে এরূপ একটি বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যাহা তোমাদিগকে বেদনা-দায়ক শাস্তি হইতে উদ্ধার করিবে? (উক্ত বাণিজ্যের স্বরূপ এইযে,) তোমরা আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহর পথে তোমাদের ধন ও তোমাদের প্রাণ সহকারে জিহাদে অগ্রসর হও! যদি তোমরা বুঝিতে পার, তাহাহইলে এই নির্দেশ তোমাদের জন্য মংগলজনক—২ আয়ত।

জিহাদ কোন্ অবস্থায় 'ফর্‌যে আইন' অর্থাৎ নমায রোযার মত প্রত্যেক মুছলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়ে আর কোন্ অবস্থায় উহা জাতীয় কর্তব্য বা 'ফর্‌যে-কিফায়া' অর্থাৎ কতক লোক উহার জন্য অগ্রসর হইলে অবশিষ্ট জনগণের জন্য উহা ফর্‌য থাকেনা, এ বিষয়ে মুছলিম ফকীহগণ মতভেদ করিয়াছেন, কিন্তু নিম্নলিখিত ত্রিবিধ অবস্থা উপস্থিত হইলে জিহাদ যে 'ফর্‌যে-আইন' হইয়া দাঁড়ায় সে বিষয়ে কাহারো কোন মতভেদ নাই।

(১) মুছলিম সৈন্যবাহিনী আর কাফিরদের সৈন্যদল যুদ্ধের ময়দানে যখন নিয়মিত ভাবে সংগ্রাম শুরু করিয়া দেয় তখন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি কাল পর্যন্ত মুছলিম বাহিনীর প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া 'ফর্‌যে-আইন' এবং সেনাপতির অনুমতি ব্যতিরেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা হারাম। এ বিষয়ে কোরআনের নির্দেশ যে, হে মুছলিম

يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا -

সমাজ, বিপক্ষদলের কোন সৈন্যবাহিনীর সহিত তোমাদের সাক্ষাৎকার ঘটিলে দৃঢ় ও অচল ভাবে

www.ahlehadeethbd.org

যুদ্ধ চালাইয়া যাও—আল্ আন্‌ফাল, ৪৫।

আরো এ সম্পর্কে কোরআনের নির্দেশ যে, হে মুছলিম সমাজ, তোমরা যখন এরূপ কাফির-বাহিনীর সম্মুখীন হও,

يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار !

যাহারা ব্যূহ রচনা করিয়া সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়াছে, তখন সাবধান! কিছুতেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিওনা—আল্ আন-ফাল, ১৫।

(২) যখন মুছলমানগণের সর্বাধিনায়কের পক্ষ হইতে যুদ্ধ ঘোষণা প্রচারিত হয় অর্থাৎ যুদ্ধপোযোগী পুরুষদিগকে যুদ্ধ করার আহ্বান জানান হয়,—তখনও জিহাদ 'ফর্‌যে-আইন' হইয়া পড়ে। আল্লাহ আদেশ করিতেছেন, হে মুছলিম সমাজ, তোমাদের একি অবস্থা? তোমাদিগকে যখন

يا ايها الذين آمنوا مالكم ؟ اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثا قلتم الى الارض ؟

যুদ্ধের জন্য ব্যাপক আহ্বান জানান হয় অর্থাৎ যখন বলা হয় "বাহির হইয়া পড় আল্লাহর পথে," তখন তোমরা ভারী বোঝার মত মাটিতে ঢলিয়া পড়! আত্তওবা, ৩৮।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমাদিগকে জিহাদে বহির্গত হইতে

اذا استنفرتم فانفروا -

বলা হইবে, তখন তোমরা বাহির হইয়া পড়।

(৩) কাফির বাহিনী কোন মুছলিম রাজ্যে প্রবেশ করিলে সেই স্থানের সমুদয় অধিবাসীর পক্ষে জিহাদ 'ফর্‌যে-আইন' হইয়া পড়ে। কারণ কোরআনে কথিত হইয়াছে, ফিত্‌না পুরাপুরি ভাবে প্রশমিত না হওয়া

و قاتلوهم حتى لاتكون فتنة !

পর্যন্ত তোমরা তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে থাক, আর ইছলাম সাম্রাজ্যের কাফির দলের প্রভাবাধীন হওয়া অপেক্ষা বড় ফিত্‌না বা বিপর্যয় কি হইতে পারে?

মুছলিম ফকীহ্‌গণ লিখিয়াছেন যে, দারুল ইছলামের কোন অনাবাদী ও উষর স্থানকেও যদি কাফিররা অধিকার করে তথাপি তাহাদের সহিত জিহাদ ফর্‌য হইবে। কতিপয় বিদ্বানের অভিমত এইযে, কাফিররা মুছলমানের দেশে ঢুকিয়া পড়িলে বৃদ্ধ ও নারী, রুগ্নী ও অক্ষম সকলের জন্যই জিহাদ ফর্‌য হইয়া যায় অথচ সচরাচর নারীদিগকে জিহাদের কার্য হইতে বাদ রাখা হইয়াছে। হযরত আয়েশা রছুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে—হে আল্লাহর রছুল (দঃ), নারীদের জন্যও কি জিহাদ ফর্‌য? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন, নারীদের জন্য এরূপ জিহাদ ফর্‌য যাহাতে সশস্ত্র লড়াই নাই।

جهاد لاقتال فيه : الحج والعمرة -

যেমন হজ্ব ও উম্‌রা।

জিহাদের জন্য সর্বকালীন প্রস্তুতি

মুছলমানদের জন্য শুধু যুদ্ধের ডাকে সাড়া দেওয়া আর প্রয়োজন মুহূর্তে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করাই ফর্‌য করা হয় নাই বরং তাহাদিগকে জিহাদের জন্য সকল সময় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত অবস্থায় প্রস্তুত থাকা ফর্‌য করা হইয়াছে এবং ফওজী শক্তিকে এরূপ ভাবে বর্ধিত করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, শত্রুদল যেন সকল সময় সন্ত্রাসিত থাকে আর মুছলমানদিগকে আক্রমণ করার কল্পনাও যেন তাহাদের মনে উদিত না হয়। কোরআনের নির্দেশ এইযে, হে মুছলিম সমাজ—আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সকল সময় অবলম্বন কর। অতঃ-পর দলে দলে সকলে মিলিয়া দৃঢ়পদে সংগ্রামের জন্য বাহির হইয়া পড়—আননিছা ৫১।

يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا -

আরো আল্লাহর আদেশ যে, তোমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব, তোমরা যুদ্ধোপকরণ এবং যুদ্ধের অশ্বাগার প্রস্তুত করিয়া রাখ, যাহাতে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদলকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে পার এবং তাহারা ছাড়া আরো এক শ্রেণীর শত্রুদলকে, যাহাদিগকে তোমরা চিননা কিন্তু আল্লাহ তাহাদিগকে চিনেন—আলআনফাল, ৬০।

واعدوالهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم وآخرين من دونهم، لا تعلمونهم الله يعلمهم !

এই আয়তের সাহায্যে প্রমাণিত হইল যে, মুছলমানদের জন্য যাবতীয় সমরায়োজন ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা, যেগুলি আমাদের সমরশক্তির ও যুদ্ধকৌশলের সহায়ক হয়, তাহা অবলম্বন করা সকল সময়ে একান্তভাবে আবশ্যক, যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য ট্রেনিং, তীর, ধনুক, লাঠি, তরবারি এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, আর্মার্ডকার, ট্যাংক, হাওয়াই এবং সামুদ্রিক জাহায পরিচালনা করা সমস্তই এই নির্দেশের অন্তরভুক্ত। কুশ্‌তি, সাঁতার এবং অশ্বারোহণও এই আদেশের অধীন। এই আদেশ প্রতিপালনের জন্য যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করার কার্য স্বয়ং মুছলমানদেরই সম্পন্ন করা আবশ্যক।

রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন—অবহিত হও যে,

الا ان القوة الرمى، الا ان القوة الرمى ! المسلم القوى خير واحب الى الله من المسلم الضعيف ! ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة فى الجنة : صانعه يحتسب فى صنعه الخير والرامى به و منبله -

কোরআনে যে কুওওত অর্জন করার কথা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য হইতেছে তীর নিক্ষেপ ও লক্ষভেদের কৌশল আয়ত্ত করা। একজন বলীয়ান মুছলমান আল্লাহর কাছে একজন দুর্বল মুছলমান অপেক্ষা অধিকতর উত্তম ও শ্রেয়স। একটি মাত্র তীরের কল্যাণে আল্লাহ তিনজনকে বেহেশ্‌তের বাগীচায় প্রবেশ করাইবেন, তন্মধ্যে একজন হইতেছে উহার নির্মাতা, যে সৎউদ্দেশ্যে উহা নির্মাণ করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি উহার ব্যবহারকারী আর তৃতীয় ব্যক্তি হইতেছে যে উহা সংগ্রহ করিয়া তীরনিক্ষেপকারীর হস্তে সমর্পণ করে।

আরো রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

ارموا واركبوا، وان ترموا احب الى من ان تركبوا - من علم الرمى ثم تركه، فليس منا !

লক্ষভেদ এবং অশ্বারোহণ কার্যে বুৎপত্তি লাভ কর, আমার কাছে কিন্তু তোমাদের অশ্বারোহণ অপেক্ষা লক্ষভেদের কার্য অধিকতর প্রিয়। যে ব্যক্তি তীরান্দাযী শিক্ষা করিয়া উহা পরিত্যাগ করিল সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

আরো রছুলুল্লাহ (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন,—

ستفتح عليكم ارضون و يكفيكم الله، فلا يعجز احدكم ان يلهو بسهمه -

তোমরা বহুদেশ জয় করিবে আর আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইবেন। অতএব তোমরা কেহই তীরান্দাযীর খেলায় অক্ষম থাকিওনা।

রছুলুল্লাহর (দঃ)পবিত্র জীবনীতে ইহা প্রমাণিত রহিয়াছে যে, তিনি স্বয়ং পায়ের দৌড়ে এবং উষ্ট্র ও ঘোড়ার দৌড়ে যোগদান করিয়াছিলেন, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দৌড়ের প্রতিযোগিতা করাইয়াছিলেন এবং এই সকল কার্যের জন্য বিশেষরূপে উৎসাহ দিয়াছিলেন।

একদা তীরান্দাযীর এক প্রতিযোগিতায় রছুলুল্লাহ (দঃ) একপক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন, ফলে অপর পক্ষ তীর-নিক্ষেপ করিতে অস্বীকার করিয়া নিবেদন করিয়াছিল যে, হে আল্লাহর রছুল (দঃ), আপনি যে দলে রহিয়াছেন সে দলের উপর আমরা কেমন করিয়া তীর ছুঁড়িব? রছুলুল্লাহ (দঃ) তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'তীর ছোড়ো' আমি তোমাদের সকলের সংগেই রহিয়াছি। ارموا ! وانا معكم كلكم ! রছুলুল্লাহ (দঃ) কার্যতঃ স্বয়ং কুশ্‌তি লড়িয়াছেন এবং তীর ছুঁড়িয়াছেন!

জিহাদের পুরস্কার

ইছলামে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার বিনিময়ে মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) জিহাদকে 'ইছলামের চূড়া' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জিহাদের পুরস্কার সম্পর্কে কোরআনের অজস্র আয়তসমূহের মধ্য হইতে নিম্নে কয়েকটি মাত্র আয়ত উল্লেখ করা হইল:

(ক) বস্তুতঃ যে সকল ব্যক্তি ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং যাহারা আল্লাহর পথে হিজরত ও জিহাদ

ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله، اولائك يرجون رحمة الله -

করিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর করুণা প্রত্যাশা করিয়া থাকে—আল বাকারা, ২১৮ আয়ত।

(খ) যে সকল ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছে এবং

الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فى سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله، واولائك هم الفائزون !

আল্লাহর পথে তাহাদের ধন ও প্রাণ সহকারে হিজরত ও জিহাদ করিয়াছে,—আল্লাহর কাছে তাহারা সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী এবং তাহারাই সার্থকতা লাভ করিয়াছে—আত্‌তওবা, ২০ আয়ত।

(অসমাপ্ত)

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

(৩)

অনুবাদ—আহ্‌মদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা।

শিয়াসম্প্রদায়ের মতে পয়গম্বরের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী দ্বাদশ এমামের প্রতি আস্থা স্থাপন আবশ্যক। সেই দ্বাদশ এমামের মধ্যে শেষ এমাম এখনও আবির্ভূত হন নাই, পাপাচারী মানবগোষ্ঠীর দৃষ্টির বহির্ভূত স্থানে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন এবং যতদিন তিনি প্রকাশিত না হইতেছেন ততদিন পৃথিবীকে অনাচার, অশান্তি ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে অবস্থিতি করিতে হইবে এবং শিয়াগণকে সুন্নি ও অন্যান্য ধর্মহীনদের দ্বারা নানাভাবে নির্য্যাতিত হইতে হইবে। কিন্তু এমাম মহোদয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতের সংস্কার সাধিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার দুঃখদৈন্য হইতে জগত মুক্ত হইবে আর সেই সঙ্গে মানবকুল একই সত্যধর্ম্মের পতাকামূলে সমবেত হইয়া এই পাপতাপ দগ্ধ জগৎকে স্বর্গরাজ্যে রূপান্তরিত করিয়া তুলিবে।

এই জন্য শিয়াসম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রচারিত উক্ত পুস্তিকায় জেহাদের প্রশ্ন লইয়া আলোচনা পূর্ব্বক শেষ নির্ঘণ্টে গিয়া বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মহান এমাম আবির্ভূত না হইতেছেন ততক্ষণ কোন মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে মানুষের সকল প্রকার চেষ্টা চরিত্র, সাধ্যসাধনা ও যুদ্ধবিগ্রহ ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এই পুস্তিকার মতে এই সকল বিষয়ে যে ব্যক্তি আস্থাশীল নহে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট। অতঃপর বলা হইতেছে যে, "আজ কাল কোন কোন হাঙ্গামা প্রিয় নির্ব্বোধ ব্যক্তি ও দল—যাহারা পয়গম্বরের প্রকৃত শিক্ষার কোন খোঁজখবর রাখেনা তাহারা প্রবৃত্তি পরায়ণতা দ্বারা চালিত হইয়া নির্ব্বুদ্ধিতা পূর্ব্বক জেহাদ এবং উহার উদ্দেশ্যাবলী লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত দল আছে তাহাদের মধ্যে শিয়া ও সুন্নি এই দুইটি সম্প্রদায়কে বাদ দিলে, ওহাবী, রাফজি ইত্যাদি নামে পরিচিত সকলেই সত্যচ্যুত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং তাহাদের মতামতের কোন মূল্য দেওয়া যাইতে পারেনা। উক্ত পুস্তিকায় জেহাদের তিনটি অর্থ করা হইয়াছে। যথা, (ক) খোদাকে স্মরণ পূর্ব্বক কল্যাণ অর্জ্জন, (খ) অন্তরের কুপ্রেরণার বিরুদ্ধে বিবেকের অস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক প্রবৃত্তিকে জ্ঞানের আজ্ঞাবাহী ভৃত্যে পরিণত করা, (গ) ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার্থে কাফেরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধকরা। কিন্তু শেষোক্ত ব্যাপারের সহিত সাতটি শর্ত্ত যুক্ত করিয়া বলা হইয়াছে যে, সেই সাতটি শর্ত্ত পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ বৈধ হইবেনা। সেই সাতটি শর্ত্ত এই, (১) ধর্ম্মযুদ্ধে নেতৃত্ব করিবার পক্ষে উপযুক্ত এমামের উপস্থিতি, (২) সামরিক শিক্ষায় নিপুণ চরিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ত্যাগপরায়ণ সাহসী সৈনিক-বাহিনী, (৩) প্রতিপক্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে সত্যের ও খোদার বিদ্রোহী কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক, (৪) আমীর বা নেতাকে চরিত্রবান ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে হইবে এবং তাহাকে পরিপূর্ণ বুদ্ধিজ্ঞান বিশিষ্ট হইতে হইবে। তিনি পাগল, পঙ্গু, অন্ধ এবং স্বাস্থ্যহীন ও পীড়িত হইলে চলিবে না, (৫) পিতা মাতার অনুমতি প্রয়োজন, (৬) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি ঋণমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জেহাদে যোগদানের অধিকারী নহে এবং (৭) জেহাদে যোগদানকারীর নিজের যাবতীয় প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে তাহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের সঙ্গতি থাকা আবশ্যক।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধের গুরুত্বের এবং সেই যুদ্ধে জয় পরাজয়ের প্রশ্ন মুলতুবি রাখিয়া বলা যাইতে পারে যে, শিয়াসম্প্রদায়ের

www.ahlehadeethbd.org

মতে ধর্ম্মযুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য যে খোদা নির্দ্দিষ্ট মহান এমামের উপস্থিতি প্রয়োজন তিনি যখন আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়া মুজাহেদীন-দিগকে পরিচালনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, তখন তিনি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত জেহাদের জন্য চেষ্টা চরিত্র করা মহাপাপের কাজ। পুস্তিকায় পরিস্কার ভাষায় বলা হইয়াছে যে, সেই মহান এমামের প্রকাশের জ্ঞান খোদা ভিন্ন অপর কেহ অবগত নহেন, সুতরাং তিনি আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত ধর্ম্মযুদ্ধের চিন্তা করাও মহাপাতকের কাজ। যাহারা এমামের আবির্ভাব ও আদেশের অপেক্ষা না করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহারা বিদ্রোহী পাপাচারী।"

এই শেষোক্ত উক্তির দ্বারা যে প্রকারান্তরে সুন্নিদিগের অন্তরে আঘাত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ তাঁহারা সেই অপেক্ষিত এমামের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বহুবার জেহাদে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং উহাকে শরিয়ত সম্মত জানিয়াই তাঁহারা তাহা করিয়াছেন। অবশ্য শিয়াগণ যে মহান এমামের অপেক্ষায় রহিয়াছেন, তিনি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের পরিচালনার ভার গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে যে শিয়াগণের পরমশত্রু সুন্নি-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন সে বিষয়ে শিয়া সম্প্রদায় স্থির নিশ্চিত হইয়া রহিয়াছেন। তারপর তিনি আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানব জাতি শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত ইসলাম ধর্মগ্রহণ পূর্ব্বক সবাই শিয়া বনিয়া যাইবেন এই ধারণা বাহ্যতঃ নির্দ্দোষ হইলেও উহা যে দ্বিতীয় সম্প্রদায় অর্থাৎ সুন্নিদের পক্ষে একান্তই মর্ম্মপীড়ার কারণ হইয়া রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ শিয়াদের মতে সুন্নিরাও কাফের এবং সেই প্রকৃত এমাম আবির্ভূত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কাফেরই থাকিয়া যাইবে। তারপর এমাম সাহেব প্রকাশিত হইয়া অন্যান্য কাফেরদের সঙ্গে সুন্নি কাফেরদিগকেও ইসলাম অর্থাৎ শিয়ামতে আনয়ন পূর্ব্বক পরিশুদ্ধ করিয়া লইবেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এইযে, ভারতের শিয়া সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ই শেষকালে জগতে ইসলামের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী হইলেও উভয়ের মতের মধ্যে একটি স্থানে পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। সুন্নিদের মতে সেই ভাবী মহান এমাম আবির্ভূত হইয়া পূর্ণমাত্রায় রসুলুল্লাহর (দঃ) শরিয়তের অনুসরণ পূর্ব্বক মানবজাতিকে ইসলামের স্নিগ্ধশীতল ছায়ায় সমবেত করিবেন। কিন্তু শিয়াদের ধারণা উহার বিপরীত। তাহাদের মতে যখন মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ এক মত ও পথে সম্মিলিত হইবেন তখনই সেই সর্ব্ব কল্যাণকর সময় উপস্থিত হইবে। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা শেষ যুগে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখিতে অভ্যস্ত রহিয়াছে। এতৎ সংশ্লিষ্ট হিন্দুদিগের মধ্যে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে যে, প্রলয়কালের পূর্ব্বে মানবজাতি বিষ্ণুর পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক এক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যাইবে। এই বিষ্ণু পুরাণখানি বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণগণের অভ্যুত্থানের সমসাময়িক কালে রচিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, আমাদের ভারতীয় মুসলমান প্রজাদের মধ্যে অন্যান্যরা যেরূপ আচরণের পরিচয় দিউননা কেন, শিয়াসম্প্রদায় যে তাঁহাদের ধর্মীয় অনুশাসনানুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে বাধ্য নহেন এইটুকু জানিয়া আমরা খুসী। যে নগণ্য সংখ্যক শিয়াসম্প্রদায় নিজেদের শক্তি বলে আমাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিয়া আমাদিগকে পরাজিত ও বশীভূত করিতে সমর্থ নহেন, ইহা তাঁহাদেরই ঘোষণা হইলেও আমরা উহা লইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারি বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও শিয়াগণ বিপাকে পড়িলে "তাকীইয়ার" (এক প্রকার কপটতা) আশ্রয় গ্রহণ যেভাবে তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, সে কথা স্মরণে আনিলে সেই ক্ষীণ আশাটুকুও নিরাশার অনন্ত সমুদ্রে বিলীন হইয়া হইতে চাহে। শিয়াগণের ধর্ম্মবিশ্বাস মতে কাফেরদিগকে প্রতারিত করিবার অথবা তাহাদের সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘন করিবার জন্য "তাকীইয়া" অবলম্বন ধর্ম্মসম্মত হইয়া রহিয়াছে। কেবল শিয়া বলিয়া কথা নহে, দুনিয়ার প্রত্যেকটি নিপীড়িত জাতি আত্মরক্ষার জন্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই প্রকার কপটতার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়া থাকে। ইরাণ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের শিয়াগণ চির-দিনই অল্প বিস্তর নিপীড়ন ভোগ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং জগতের অপরাপর নিপীড়িত সম্প্রদায় সমূহের ন্যায় সম্মান ও জীবন রক্ষার জন্য তাহারাও ধর্মীয় সিদ্ধান্তের রূপদিয়া এই প্রকার "তাকীঈয়া"র আশ্রয় গ্রহণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে এবং সেজন্য তাহারা ক্ষেত্র বিশেষে স্বীয় অন্তরের প্রিয়ধর্ম বিশ্বাসকেও গোপন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। যখনই তাহাদিগকে শক্তিমান সুন্নি শাসকের অত্যা-চারের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তখনই তাহারা আপনাদের ধর্ম্মীয় বিশ্বাসের বৈশিষ্ট সমূহকে বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। অতীতে তাহাদিগকে সিরিয়া ও ভারতে যখনই ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তখনই তাহারা "তাকীঈয়ার" আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জান বাঁচাইতে চেষ্টা পাইয়াছে। এমন কি যে দ্বাদশ নিষ্পাপ এমামের প্রতি আস্থার উপর শিয়া মতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, প্রাণরক্ষার জন্য তাহারা সেই এমামদিগের উদ্দেশ্যে গালিবর্ষণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। কিন্তু ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিয়াগণ সেই সকল বিপদ হইতে রেহাই পাইয়া গিয়াছে। [কিন্তু শিয়ামতাবলম্বী অযোধ্যার বাদশাহ ওয়াজেদ আলীর প্রতি ইংরেজ বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক অত্যাচার চালাইয়াছিলেন এবং ১৮৫৭ সালের বিপ্লবকালে অযোধ্যার বেগম এবং আরও অসংখ্য সম্মান ভাজন শিয়ার ধনসম্পদ লুণ্ঠন ও নিপীড়ন চালাইয়াছিলেন সেই সকল বেদনাত্মক কাহিনী স্মরণে রাখিয়া এক্ষেত্রে শিয়াগণ কি স্যার উইলিয়ম হান্টারের কথায় সায় দিতে পারিবেন? অনুবাদক] সুতরাং যে ইংরেজ শিয়াসম্প্রদায়কে সমূহ বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ দিয়াছেন এবং তাঁহারা যখন ঐ প্রকার ব্যবস্থার জন্য শিয়াদের উপর কোন প্রকার চাপ দেন নাই তখন উক্ত পুস্তিকায় ধর্ম্মীয় অনুশাসন মোতাবেক শিয়াগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে বাধ্য নহেন বলিয়া যে ব্যবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে, সরলভাবে উহা করা হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তির কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। এই কথা ছাড়াও উহাকে সরলভাবে গ্রহণের আরও একটি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই কারণটি হইতেছে এইযে, শিয়াগণ ইহা নিশ্চিত ভাবে অবগত আছেন যে, ভারতে যদি পুনরায় সুন্নি মুসলমান অথবা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে, শিয়াসম্প্রদায়কে পুনরায় নির্মম নি-পীড়নের সম্মুখীন হইতে হইবেই। বিশেষতঃ ভারতে শিয়াসম্প্রদায়ের উন্নতির যুগে অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব শাহের প্রাসাদ হইতে যে ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে, "মুসলমানের সঙ্গে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মিলন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই ইসলামের পুনরুত্থান সম্ভবপর হইবে, জয়যুক্ত অবস্থায় সুন্নিগণ যে সেই কথা স্মরণ করিয়া শিয়াসম্প্রদায়ের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চাহিবে না সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কোথায়? কারণ উক্ত ঘোষণায় মুসলমানের সহিত খ্রীষ্টানের মিলনের যে কথা আছে উহার লক্ষ্যস্থল যে শিয়ামুসলমান, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ শিয়াগণ অপর সকল শ্রেণীর মুসলমানকে মুসলমান বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

অতঃপর আমি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাধিক সুন্নি সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সম্প্রতি যে ফতোয়া প্রচারিত হইয়াছে উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। উক্ত ফতোয়ার পরিষ্কার ভাষায় বলা হইয়াছে যে, "ধর্ম্মীয় ব্যবস্থা মোতাবিক মুসলমান-গণ ইংরেজ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে বাধ্য নহে। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা দুই প্রকার ফতো-য়ার আশ্রয় লইয়াছেন। কলিকাতা মহামেডান লিটারারী সোসাইটি সমগ্র সুন্নি সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে জোরদার ভাষায় ফতোয়া লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তিকাকারে প্রচার করিয়াছেন। এই ফতোয়ায় তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা ও শরিয়ত সম্বন্ধীয় যথেষ্ট আইন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যে সমস্ত লোক বাঙ্গালী মুসলমানের মস্তিষ্ক শক্তি ও শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া রহিয়াছেন তাঁহা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিগকে আমি অবস্থ করিয়া এই ক্ষুদ্র ফতোয়া পুস্তিকাখানির উপর একবার দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। বাস্তবিকই এই ফতোয়া পুস্তিকাখানির মধ্য দিয়া তাঁহাদের আইনকানুন জ্ঞানের বিজয় সূচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ফতোয়াখানি প্রচারিত হইয়াছে উত্তর ভারতের উলামা সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে। তাঁহারা বৃটিশ শাসিত ভারতকে "দারুল হরব" নামে অভিহিত করিয়াও জেহাদের আবশ্যকতা অস্বীকার করিয়াছেন। কলিকাতার উলামাবৃন্দ বৃটিশ ভারতকে "দারুল ইসলাম" আখ্যা দিয়া জেহাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ একই নীতির ফতোয়ায় ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উভয় পক্ষই জেহাদের আবশ্যকতা অস্বীকার পূর্বক মূল প্রশ্নে গিয়া যে ভাবে একমত হইয়াছেন উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেকেই উহাকে কল্যাণকর সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইবেন। কারণ এই উভয় ফতোয়ার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক ভারতীয় মুসলমান জন সাধারণ সীমান্তস্থিত বিদ্রোহী ক্যাম্পে লোক ও অর্থ প্রেরণের দায়িত্ব মুক্ত হইতে পারিয়াছে ভাবিয়া হাঁফ ছাড়িবার সুযোগ পাইবে। উক্ত ফতোয়াদ্বয় যে কেবল মুসলমানদের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ হইয়াছে তাহা নহে, উহা আমাদের সম্মুখেও আশার আলোক বর্তিকা স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছে। কারণ যে শরিয়ত ভিত্তিক ফতোয়া দ্বারা মুসলমান সাধারণকে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য মাতাইয়া তোলা হইয়াছিল সেই শরিয়তের দোহাই দিয়া এই ফতোয়ায় তাহাদিগকে জেহাদ বা বিদ্রোহ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলা হইয়াছে, সেই সঙ্গে উলামাবৃন্দ মুসলমান সাধারণকে রাজভক্ত হইয়া থাইতে উপদেশ দিয়াছেন।

[হজরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ১৮২৬ সালে যে সময় স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ করেন, সেই সময় তাঁহার সঙ্গে শিয়া, সুন্নি, হানাফি ও ওহাবী ইত্যাদি প্রশ্নের কোন স্থান পাইল না। তিনি স্বয়ং ছিলেন আহলে সুন্নতের স্তম্ভ স্বরূপ। তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের মধ্যে মওলানা আবদুল হাই, মওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল শহীদ, মওলানা বেলায়েত আলী ও মওলানা এনায়েত আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং মওলানা কারামত আলী প্রভৃতি সকলেই সুন্নত জামাআতের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে মওলানা কারামত আলী হজরত সৈয়দ আহমদের আদেশ মোতাবেক বঙ্গ দেশে প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ পূর্বক দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল একান্ত নিষ্ঠার সহিত সেই দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন অবশেষে তাঁহাকেও বৃটিশ কূটনীতির খপ্পরে পড়িয়া নিজের আন্তরিক ফতোয়ার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। বিষম পরিতাপের বিষয় এই যে, বৃটিশ কূটনীতি ভারতীয় মুসলমান সমাজের সুদৃঢ় একতা ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে নানা দলে বিভক্ত করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিবার ভীষণ অভিসন্ধি চালিত হইয়া তাহাদের সম্মুখে শিয়া, সুন্নি, হানাফী, ওহাবী ইত্যাদি অনিষ্টকর প্রস্তাবনা উপস্থিত করিয়াছেন এবং ভারতীয় মুসলমান সমাজের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই শয়তানী লীলা সার্থক হইয়াছিল— অনুবাদক]

এই ফতোয়ার উৎপত্তি স্থান হইতেছে কলিকাতা মহামেডান লিটারারী সোসাইটীর অফিস গৃহ। এতদুদ্দেশ্যে ১৮৭০ সালের ২৩শে নভেম্বর বুধবারে উহার যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় সেই অধিবেশনে জৌনপুর নিবাসী মওলবী কারামত আলী বৃটিশ শাসিত ভারতীয় মুসলমানদের কর্তব্য সম্বন্ধে ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গীতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রকার ফতোয়া কেবল সংসারাসক্ত, ভোগ লিপ্সু, আত্মসর্বস্ব স্বার্থপর লোকদিগের নিকট কার্য্যকরী হইতে পারে, কিন্তু ধর্মভীরু দ্বীনদার মুসলমানগণ উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে নাই। সংসারাসক্ত ধনী বিলাসী মুসলমানগণ এই ফতোয়ার বলে ধর্ম বজায় রাখিয়া জেহাদের দায়িত্ব মুক্ত হইতে পারিয়াছেন ভাবিয়া স্বস্তিবোধ করিতেছেন। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর সংসারাসক্ত ধনবানদিগের ফতোয়ার যোগ্যতা অযোগ্যতা অথবা উহার মধ্যে কোন্‌টি শরিয়ত সম্মত এবং কোন্‌টি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহা নহে সে সব বিষয়ে বিশেষ কোন মাথা ব্যথা নাই। কোন না কোন প্রকারে জেহাদে সাহায্য না যোগাইলে তাহারা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ নহে এবং সেজন্য তাহাদিগকে সমাজে হেয় হইয়া থাকিতে হয় বলিয়া এ যাবৎকাল তাহারা জেহাদ ফাণ্ডে অর্থ যোগাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান ফতোয়া যখন মুসলমান স্বরূপ তাহাদের স্কন্ধ দেশ হইতে বিদ্রোহ ও জেহাদের দায়িত্ব নামাইয়া দিয়াছে তখন তাহারা আগ্রহ সহকারে এই ফতোয়াকে বরণ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মভীরু দ্বীনদার মুসলমানদের প্রশ্ন সম্প্রতি স্বতন্ত্র। সুতরাং তাহাদিগের বিদ্রোহ ও জেহাদী তৎপরতার প্রতিরোধ কল্পে গবর্ণমেন্টকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেসনোক্ত ব্যাপক ক্ষমতার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এই বিশেষ ক্ষমতা মূলক আইন মোতাবেক বিদ্রোহ দমনার্থ যে সমস্ত লোক গোপনে বা প্রকাশ্যে বিদ্রোহাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত হইবে এবং সীমান্তের যে বিদ্রোহী ঘাঁটি দীর্ঘকাল ধরিয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া আসিতেছে তাহাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য যাহারা লোক ও অর্থ যোগাইয়া প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য যোগাইবে তাহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া মোকদ্দমায় সোপর্দ্দ পূর্ব্বক গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করার ব্যাপক ক্ষমতা গবর্ণমেন্টের হাতে আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু তত্রাচ কলিকাতা মহামেডান লিটারারী—সোসাইটি এবং উহার পরিচালকবর্গ নিশ্চয়ই আমাদের নিকট ধন্যবাদের পাত্র! কারণ তাঁহারা মুসলমান সমাজের সম্মুখে যে সুযোগ উপস্থিত করিয়াছেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও দায়ে পড়িয়া যে সমস্ত প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ধনী মুসলমান-বিগত বিংশতি বৎসরকাল যাবত বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য যোগাইয়া আসিতেছেন—তাঁহারা উক্ত ফতোয়াকে আত্ম রক্ষার উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিয়া বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করার দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। এজন্য মহামেডান লিটারারী সোসাইটির সেক্রেটারী খানবাহাদুর মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেবের নিকট আমরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। চেষ্টা চরিত করিয়া তিনি যে উপায় বাহির করিয়াছেন, ভারতীয় মুসলমানদের যাহারই যেরূপ ধর্ম্মীয় আদর্শ ও বিশ্বাস থাকিয়া থাকুক না কেন, বিপদ এড়াইতে ইচ্ছুকগণ উক্ত ফতোয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে সুন্নি মুসলমান ধারণা পূর্ব্বক বিদ্রোহ ও জেহাদের দায়িত্ব মুক্তির অবকাশ পাইবেন।

ইতিপূর্ব্বে আমার যে সমস্ত প্রবন্ধ "ইংলিশ ম্যান" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল বর্ত্তমান পরিচ্ছেদ রচনা ব্যাপারে সেই সমস্ত প্রবন্ধ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবে "ইংলিশ ম্যান" এবং আরও যে সমস্ত বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে বিশেষ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের অবিচারমূলক ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, আমি সে সমস্ত দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি। সেই সমস্ত প্রবন্ধ তাঁহারা আপনাপন পত্রিকায় ছাপিয়া প্রকাশিত করায় আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ—হাণ্টার।

উপরের কয়েকটি ছত্রের বক্তব্য হইতে কাহারো যেন এরূপ ধারণা না হয় যে, আমি খানবাহাদুর মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেবের চেষ্টা চরিত্রের মূল্য দিতে চাহিতেছি না। উক্ত ফতোয়া পুস্তিকা প্রচারের দ্বারা তিনি যে স্বীয় সমাজের এবং সেই সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই এবং সে জন্য তিনি সকলেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু আমার কথা হইতেছে এইযে, আমরা যদি ব্যাপক বিদ্রোহ তৎপরতার তলদেশে প্রবেশের চেষ্টা না করিয়া কলিকাতা মহামেডান লিটারারী সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রচারিত উক্ত ফতোয়া পুস্তিকার বক্তব্যকে সমগ্র মুসলমান সমাজের বক্তব্য ধারণা করিয়া লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকি তবে উহা আমাদের পক্ষে গুরুতর রাজনৈতিক ভ্রমের কারণ হইবে। কারণ ধর্ম্মবুদ্ধি চালিত ভাবপ্রবণ এবং দৃঢ়চরিত্র ওহাবী বিপ্লবীগণ উক্ত ফতোয়া পুস্তিকার উপর তিল মাত্র গুরুত্ব আরোপিত না করিয়া আপন গণ্ডিতে বিদ্রোহ তৎপরতা চালাইয়া যাইবেই। তবে সরলচিত্ত দ্বীনদার মুসল-

www.ahlehadeethbd.org

মানদের মধ্যে এমন লোক পাওয়া যাইতে পারে, যাহারা এই ফতোয়াকে সম্মুখে রাখিয়া বিদ্রোহ ও জেহাদের দায়িত্ব এড়াইয়াও ধর্ম্মরক্ষা করা যাইতে পারে কিনা সে বিষয়ে চিন্তা ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। খুব সম্ভব এই ভাবে সরলচিত্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানদের এক বিপুল সংখ্যক লোক উহার আশ্রয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের পথ পাইয়া উপকৃত হইতে পারিবে।

মানুষের বিশ্বাস ও কার্য্যাবলীতে তখনই স্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, যখন ধর্ম্মীয় আদর্শ ও নীতির তাগিদ তাহাদিগকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার ন্যায় মারাত্মক পথের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। তবে একথা সত্য যে, সাধু স্বভাব বিশিষ্ট সরলচিত্ত ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিবর্গ ধর্ম্মীয় অনুশাসনানুযায়ী মারাত্মক পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেও যে ধর্ম্মের প্রেরণায় তাহারা সেই পথ অবলম্বন করিয়াছে সেই ধর্ম্ম হইতে যদি দলিল প্রমাণ সহকারে উহার বিপরীত নির্দ্দেশ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে তাহারা যেমন সরল বিশ্বাসে সেই মারাত্মক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তেমনি সরলভাবে তাহারা উহা পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত হইতে পারেন। কিন্তু এই শ্রেণীর সরল বুদ্ধি চালিত মুসলমান সাধারণের নিকট উক্ত ফতোয়া পুস্তিকাখানি ফলপ্রসূ হইলেও বিদ্বেষ বুদ্ধি চালিত কঠোর স্বভাব ওহাবী বিপ্লবীগণের নিকট উহা সহজে কার্য্যকরী হওয়ার আশা করা যাইতে পারে না। তবে তাহাদের প্রচারণার জালে আটকাইয়া বাংলার যে অগণিত সরলচিত্ত সাধারণ মুসলমান দীর্ঘকাল যাবত আমাদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য সীমান্তের বিদ্রোহী দলকে লোক ও অর্থ যোগাইয়া আসিতেছে তাহাদের সেই কার্য্য যে শরিয়ত সম্মত নহে উহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে তাহারা সরল ভাবে শান্তি ও রাজানুগত্যের পথে ফিরিয়া আসিতে পারে। সুতরাং যে সমস্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান তাহাদের জীবনের ভিত্তি ধর্ম্মীয় বিধিব্যবস্থা পালনের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে মনে করিয়া ধর্ম্মীয় বিশ্বাসের প্রেরণা চালিত হইয়া নিষ্ঠা সহকারে উহার ক্রিয়াকাণ্ড সমূহ পালনের জন্য তৎপর রহিয়াছে এবং কোন প্রকার বিপদ আপদ ও আরাম প্রিয়তা তাহাদের সেই ধর্ম্মসাধনার পথে প্রতিবন্ধক হইতে সমর্থ হয় নাই, তাহাদিগের সম্মুখে ফতোয়া পুস্তিকাখানির বিচার বিশ্লেষণ উপস্থিত করিতে চাহিতেছি। কারণ আমাদের মুসলমান প্রজাদের এক বিপুল সংখ্যক লোক ওহাবীদিগের সহিত মিলিত হইয়া এক শতাব্দীর তৃতীয়ভাগের এক ভাগ কাল যাবত সীমান্তের মুজাহিদ দলকে যে লোক ও অর্থ যোগাইয়া আসিতেছে এই জলন্ত সত্য হইতে চক্ষুমুদ্রিত করিয়া থাকা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে না।

বাংলা হইতে বিভিন্ন সময়ে দলে দলে যে সমস্ত রংরুট প্রেরিত হইয়াছে তাহাদের যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয়ভারও বাংলার মুসলমান সমাজ বহন করিয়াছে। প্রথমে তাহারা মহারাজ রঞ্জিত সিংহের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে এবং আমরা পাঞ্জাব অধিকার করার পর হইতে তাহারা ধারাবাহিক ভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া আসিতেছে এবং দীর্ঘকালের মধ্যে কখনই সেই যুদ্ধ স্থগিত হয় নাই। প্রায় দুই হাজার মাইল দূরস্থিত মুজাহিদ বাহিনীকে বাংলা হইতে লোক ও অর্থ যোগাইয়া তিন যুগ ধরিয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার মূলে যে গভীর কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে উহার মূল অনুসন্ধান পূর্ব্বক সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কয়েকখানি গ্রাম অথবা দুই একটি জেলার সহিত এই ষড়যন্ত্র জড়িত নহে বরং বাংলায় প্রত্যেকটি জেলার প্রত্যেকটি গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি মুসলমান পরিবার লোক ও অর্থ দিয়া বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য যোগাইয়া আসিতেছে এবং সেই সকল প্রতারিত দুর্ভাগ্যবৃন্দকে আমরা দলে দলে গ্রেফতার করিয়া জেলখানা সমূহ পূর্ণ করিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত করিতেছি এবং বিচার শেষে তাহারা বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কতক দেশের জেলখানা সমূহে আবদ্ধ থাকিয়া দণ্ডভোগ করিতেছে আর তাহাদের অধিকাংশকে যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া আন্দামান দ্বীপে প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই ভাবে দলে দলে বিদ্রোহীদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে দেখিয়াও ইসলামকে অসহায়াবস্থা হইতে মুক্ত করিবার দুরাকাঙ্খায় মাতিয়া ভারত হইতে খ্রীষ্টান রাজত্বের মূলোৎপাটনের জন্য আজও সীমান্তের মুজাহিদ

www.ahlehadeethbd.org

দল যুদ্ধের তৎপরতা চালাইয়া যাইতেছে এবং বাংলার মুসলমানগণও তাহাদিগকে লোক ও অর্থ যোগাইতেছে।

দুঃখের সহিত আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কলিকাতা মহামেডান লিটারারী সোসাইটির পক্ষ হইতে যে ফতোয়া প্রচারিত হইয়াছে, যে বিপুল সংখ্যক মুসলমান রাষ্ট্রদ্রোহীতার অনিষ্টকর পন্থা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে উহা সামান্য মাত্রও প্রভাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে এযাবত যে জেহাদের প্রশ্নের প্রতি সন্দেহ বা দ্বিমতের কোন কারণ দেখা দেয় নাই, এই ফতোয়া উহাতে দ্বিবিধ উপায়ে বিতর্ক উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইতেছে সোসাইটির নিজস্ব মতামত, অপরটি হইতেছে উত্তর ভারতের উলামাদের শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা। কিন্তু এই দ্বিতীয় উপায়টিকে শেষ নির্ঘণ্ট স্বরূপে প্রচারিত না করিয়া উহার প্রতিবাদের দ্বারোদ্ঘাটন রাখিয়া বিতর্ক মূলক প্রশ্ন স্বরূপ উপস্থিত করা হইয়াছে। এই জন্য জেহাদ প্রশ্নের বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে আর যে একখানি ফতোয়া প্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে রাজদ্রোহীতার বিরুদ্ধে শাস্ত্রসম্মত যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া যে সিদ্ধান্ত মূলক ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছিল নিম্নে ইহা লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ফতোয়া পুস্তিকাখানির বিজ্ঞ রচনাকারীর পক্ষে কোন্ বস্তুকে ভিত্তি করিয়া তিনি প্রমাণ উপস্থিত করিতেছেন, কোন্ খানে গিয়া উহা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই সকল বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্পষ্ট ভাষায় ভারতবর্ষকে "দারুল ইসলাম" বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। কারণ শরিয়তের মতে যে দেশ দারুল ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য সেই দেশের মুসলমান অধিবাসীবৃন্দের সম্মুখে বিদ্রোহ বা জেহাদের প্রশ্ন উপস্থিত হওয়ার কোন কারণ উপস্থিত হয় না। এ স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এইযে, পুস্তিকার প্রথম পৃষ্ঠায় যে স্থলে নীতিগত প্রশ্ন উপস্থিত করা হইয়াছে, উহার সূচনাতে "এই জন্য" শব্দটির কোন অস্তিত্ব নাই। এস্থলে বলা উচিত ছিল যে, "এই জন্য জেহাদের প্রশ্ন দেখা দিতেছে না।" গভীর ভাবে চিন্তা করিবার বিষয় এই যে, লক্ষ্ণৌ নিবাসী মওলবী আবদুল হাই এবং মক্কার উলামাদের ফতোয়াতেও ভারতবর্ষকে মাত্র "দারুল ইসলাম" বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের উপর বিদ্রোহ ও জেহাদের ধর্ম্মীয় কোন দায়িত্ব আছে কিনা সেই আসল প্রশ্নকে সতর্কতা সহকারে এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামী শরিয়তের ব্যবস্থা উহাদের বিপরীত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ মক্কার উলামাবৃন্দও এতৎসংশ্লিষ্ট ফতোয়া দিবার বেলায় ভারতবর্ষকে মাত্র "দারুল ইসলাম" আখ্যা দিয়া সেই দারুল ইসলামের মুসলমান অধিবাসীবৃন্দের পক্ষে যে কাফের জাতি তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছে এবং পূর্ব্বতন মুসলমান বাদশাহদিগের প্রদত্ত অনেক অধিকার হরণ করিয়াছে, মুসলমান হিসাবে তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জেহাদ ঘোষণা পূর্ব্বক তাহাদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত করা কর্ত্তব্য কিনা উহার মীমাংসা মুসলমানদিগের বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। [মক্কার উলামাবৃন্দের ফতোয়ার মর্ম্ম পুস্তকের পরিশিষ্টে উল্লিখিত হইবে।]

উক্ত পুস্তকের বিতর্কের বিষয়বস্তু হইতেছে এইযে, যেহেতু ভারতবর্ষ ইতিপূর্ব্বে মুসলমান শাসনাধীনে থাকার দরুণ দারুল ইসলামে পরিণত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে উহা ইংরেজ কাফেরের অধীন হইয়া পড়িলেও ভারত এখনও দারুল ইসলামের যোগ্যতাহারা হয়নাই। কারণ যে তিনটি শর্ত্তের উপর কোন দেশের পক্ষে দারুল হরব হওয়া নির্ভর করিতেছে, সেই তিনটি শর্ত্ত এখানে এখনও দেখা দেয় নাই। ইসলামিক শরিয়তের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা মহান এমাম আবুহানিফা পরিস্কার ভাষায় সেই তিনটি শর্ত্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহা হানাফী মজহাবের প্রামাণ্য ব্যবহারিক পুস্তক সমূহে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু এই ফতোয়া পুস্তকে যদিও এমাম আবুহানিফার সেই সকল মতামত দেখানো হইয়াছে, তবুও উহা মূল পুস্তক হইতে উদ্ধৃত না করিয়া সম্রাট আওরঙ্গজেবের তত্ত্বাবধানে সংকলিত এবং তাঁহারই নামে পরিচিত "ফতোয়ায় আলমগীর" হইতে উহা পুনরুধৃত করা হইয়াছে। তারপর হানাফী মতের প্রাচীন পুস্তকাদিতে এমাম আবুহানিফার মতামত যে ভাষা, শব্দ ও অর্থে লিখিত রহিয়াছে এই পুস্তিকায় তাহাতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতেছে এবং এমাম আবুহানিফা এতৎ সংশ্লিষ্টে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং অতীতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক পুস্তকাদিতে সেই ব্যবস্থা যেভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে তদৃষ্টে আমিও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ভারতের

www.ahlehadeethbd.org

বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি সেই ব্যবস্থা প্রযুক্ত হওয়ার যোগ্য। অর্থাৎ সেই সকল ব্যবস্থানুযায়ী ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ "দারুল ইসলাম" গুণহারা হইয়া দারুল হরবে পরিণত হইয়াছে। ফেকাহ (ব্যবহারিক) শাস্ত্রের সেই দ্বিবিধ ব্যাখ্যাকে এস্থলে আমি পাশাপাশিভাবে উপস্থিত করিয়া উহার বিচারের ভার পাঠকবৃন্দের উপর ন্যস্ত করিতেছি।

যে তিনটি সর্ত্ত উপস্থিত হইলে কোন দেশ "দারুল হরবে" পরিণত হয় ফেকাহ শাস্ত্রের সেই ত্রিবিধ ব্যবস্থাকে এস্থলে আমি পাশাপাশি ভাবে উপস্থিত করিয়া উহার বিচারের ভার পাঠকবৃন্দের উপর ন্যস্ত করিতেছি: যে তিনটি সর্ত্ত উপস্থিত হইলে কোন দেশ দারুল হরবে পরিণত হয়:

১। যখন স্পষ্টতঃ কাফেরের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামের বিধিব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে।

(ক) ফতোয়ায় আলমগীরির পূর্ব্বকার ফেকাহ হইতে সিরাজুল ইমাদিয়া ও অন্যান্য পুস্তকে বলা হইতেছে, যখন প্রকাশ্যতঃ কাফেরের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। এমন দেশ যে দেশ দারুল হরবের সহিত মিলিত রহিয়াছে এবং সেই দেশ ও দারুল হরবের মধ্যস্থলে কোন দারুল ইসলাম বিদ্যমান নাই।

(ক) এমন দেশ যে দেশ দারুল হরবের সহিত এরূপ ভাবে মিলিত হয় যে, সেই দেশ ও দারুল হরবের মধ্যস্থলে অবস্থিত এমন কোন দারুল ইসলাম নাই, যাহার নিকট হইতে সে সাহায্যের আশা রাখিতে পারে।

৩। যে স্থলে প্রত্যেক মুসলমানের ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে এবং জিম্মি প্রজাবর্গকে ইসলামী শরিয়ত সম্মত যে সমস্ত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা মুসলমান শাসকগণ দিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। আনুগত্য পূর্ব্ব মুসলমান শাসনাধীনে বসবাসকারী অমুসলমান প্রজাদিগকে জিম্মি নামে অর্থাৎ আল্লাহ ও রসুল কর্ত্তৃক সংরক্ষিত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

(ক) যে স্থান মুসলমান ও জিম্মিগণকে শান্তি ও নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন; পরে ইহার ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হইবে।

সুন্নি রেসালায় উল্লিখিত ফতোয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থা যাহা আমি উল্লেখ করিয়াছি, সে জন্য আমি কলিকাতা মেহমেডান কলেজের (মাদ্রাসা আলীয়া) অধ্যাপক মিঃ ব্লক ম্যানের নিকট কৃতজ্ঞ। কারণ উক্ত ফতোয়া পুস্তকের তিনি যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহা হইতে আমি ঐ সমস্ত বস্তু গ্রহণ করিয়াছি। মিঃ ব্লকম্যান যেমন আরবী ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত তেমনি ইসলামী শরীয়ত সম্বন্ধেও তিনি গভীর জ্ঞানী।

[মিঃ হেনরী ফার্ডিনাণ্ড ব্লকম্যান প্রসিদ্ধ মুদ্রাতত্ত্ববিদ এবং আরবী ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ড্রেমডেন নগরের জনৈক মুদ্রাকরের পুত্র। সৈন্য বিভাগে চাকুরী লইয়া ইনি ভারতে আগমন করেন পরে তাঁহাকে কলিকাতা মাদ্রাসা আলীয়ার অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। এই পুস্তকের চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখা যাইবে কলিকাতা মাদ্রাসা আলীয়ার শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বৃটিশ বিদ্বেষ প্রচার দ্বারা এ দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে যে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন উহার প্রতিকারার্থ মিঃ ব্লকম্যানকে সামরিক বিভাগ হইতে আনিয়া মাদ্রাসা আলীয়ার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি ১৮৬১ সালে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হইতে এম, এ ডিগ্রীলাভ করেন। মিঃ ব্লকম্যান এশিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার লিখিত "দী প্রোসিড অব দি পার্সীয়ান" প্রভৃতি অনেক গুলি পুস্তক আছে। আইন-ই আকবরীয়াও তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ প্রকাশ করেন। অনুবাদক]

দারুল হরব সম্বন্ধে পুরাতন ব্যবহারিক (ফেকাহ) পুস্তকাদিতে যে তিনটি সর্ত্তের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে। প্রথম শর্ত্তটি সম্বন্ধে আপনারা দেখিয়া থাকিবেন যে, এমাম আবুহানিফা যাহা বলিয়াছেন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং প্রাচীন প্রামাণ্য হানাফী ব্যবহারিকশাস্ত্র পুস্তকে উহা যে ভাবে উল্লিখিত রহিয়াছে ফতোয়া আলমগীরিতে তাহার উপর কয়েকটি শব্দ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পাঠকবৃন্দের বুঝিবার সুবিধার্থে আমি তাহা উপরে পাশাপাশি ভাবে উল্লেখ করিয়াছি। এমাম আবুহানিফার মতে যদি কোন দারুল ইসলামে উপরোক্ত তিনটি শর্ত্ত উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই স্থানে 'দারুল হরবে' পরিণত হইবে। তাঁহার প্রধান শিষ্যদ্বয় সাহেবায়েন অর্থাৎ এমাম মোহাম্মদ এমাম আবু ইউছফের মতে উক্ত তিনটি শর্ত্তের মধ্যে মাত্র একটি শর্ত্ত কোন ক্ষেত্রে আরোপিত হইলে সেই স্থান 'দারুল হরবে' পরিণত হইবে। কলিকাতার সুন্নি মুসলমানগণ শেখায়েনের মতামত অপেক্ষা এমাম আবুহানিফার মতামতকে গুরুত্ব দিয়াছেন, ইহা তাহাদের পক্ষে সঙ্গত কাজ হইয়াছে। (পুস্তকের ৪র্থ প্যারা)

['শাইখায়েন' বলিতে ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) কে বুঝায়না। ইঁহারা দুইজন হানাফী ফিক্‌হে ছাহেবায়েন বলিয়া কথিত হইয়াছেন আর শাইখায়েনের তাৎপর্য হইতেছে, ইমামে আযম ও কাযী আবু ইউছুফ। হান্টার সাহেবের ও ব্লকম্যানের ইছলামী ব্যবহারিক শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ইহা একটি ক্ষুদ্রতম নিদর্শন— তর্জুমানুল সম্পাদক]

কিন্তু এমাম আবুহানিফা কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত উক্ত তিনটি শর্ত্তই যে বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতে প্রযোজ্য হইতে পারে তাহা আমি প্রমাণ করিতে সমর্থ। সুতরাং এমাম আবুহানিফা এবং তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতানুযায়ী বর্ত্তমানে ভারত দারুল হরবে পরিণত হইয়াছে। প্রথম শব্দটিতে বলা হইয়াছে। "যে দেশের উপর কাফেরের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে"— এই উক্তি যে ভারতের প্রতি প্রযোজ্য হইয়াছে বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন কি? তারপর উক্ত ফতোয়া পুস্তিকার দ্বিতীয়-শব্দটির কথা উল্লেখ করিতে যেমন, তেমনি প্রথম শব্দটির উল্লেখের বেলায়ও দায়িত্বহীন ভাবে সনদ শূন্য শব্দ যোজনা করা— হইয়াছে, ঠিক সেই ভাবে পুরাতন মূলপুস্তকে যেরূপ আছে উহার কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই সকল ব্যাপারের উপর লক্ষ্য রাখিয়া বলা যাইতে পারে যে, শরিয়তের ব্যবস্থা মোতাবেক বর্ত্তমান ভারত দারুল হরবে পরিণত হইয়াছে। কারণ ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এমন কোন দারুল ইসলাম দেশ নাই যে দেশ ঐ শর্ত্ত হইতে তাহাকে বাঁচাইতে অথবা দারুল ইসলামে পরিণত করিতে সাহায্য করিতে পারে। যে সময় ইংলণ্ড ভারতের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল সেই সময় ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে সমুদ্র ছাড়া কোন রাস্তা ছিল না। পক্ষান্তরে হামুবি ও তাহতাবিতে সমুদ্রকে স্পষ্টভাষায় দারুল হরব আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ইংরেজ যে সময় ভারত অধিকার করিয়াছিল সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত ভারত ও ইংলণ্ডের পথিমধ্যে এমন কোন ইসলামি মুলুক নাই যে মুলুক সাহায্য করিয়া ভারতকে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত করিতে পারে। সত্য বটে, আফগানিস্থান দারুল ইসলাম গুণ সম্পন্ন এবং উহা ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন দেশও বটে, কিন্তু এই মীমাংসার পক্ষে উহার কোনই যোগ্যতা দেখা যাইতেছে না। কেননা এমাম আবুহানিফার শর্ত্তানুযায়ী সেই দেশটিকে অবশ্য করিয়া দারুল হরব এবং জোর পূর্ব্বক দারুল হরবে পরিণত কৃত দেশদ্বয়ের পথিমধ্যে এবং মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতে হইবে। যেখানে থাকিয়া সেই দেশ সাহায্য যোগাইয়া দারুল হরবকে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত করিতে সাহায্য করিতে পারে। সত্য বটে, আফগানিস্থান ভারতের সংলগ্ন রাজ্য এবং উহা দারুল ইসলাম গুণসম্পন্ন কিন্তু আফগানিস্থান নিশ্চয়ই ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত নহে। ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে লড়িয়া ভারতকে দারুল ইসলামে পরিণত করিবার মতন শক্তিসামর্থ তাহার নাই।

কিন্তু উক্ত ফতোয়া পুস্তিকায় তৃতীয় শর্ত্তটি উল্লেখ করিতে গিয়া সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল বর্ণনা উপস্থিত করা হইয়াছে। ঐ শর্ত্তটির সমস্ত কিছু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নির্ভর করিতেছে "আমানে আউওল" শব্দের উপর। উক্ত ফতোয়া পুস্তিকায় উহার অর্থ করা হইয়াছে" "মাজহাবী আজাদী" অর্থাৎ ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা। কিন্তু ঐ অর্থের দ্বারা আমানে আউওল শব্দের প্রকৃত অর্থও বুঝায় না এবং উহা দ্বারা উহার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না। আমান শব্দের অর্থ হইতেছে শান্তি ও নিরাপত্তা। "জামেউর রমুজে" পরিস্কার ভাষায় আমানে আউওলের অর্থ করা হইয়াছে, মুসলমান শাসকদিগের নিকট মুসলমান এবং জিম্মি প্রজাবৃন্দ যেরূপ পরিপূর্ণ ধর্ম্মীয় ও সামাজিক অধিকার সমূহ ও নিরাপত্তা উপভোগ করিতেছিল সেইরূপ নিরাপত্তা ভোগের অধিকারী হওয়া। কলিকাতার সুন্নি আলেমগণ এই সনদ-সম্মত ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই। একটি দারুল ইসলামকে দারুল হরবে পরিণত করিয়া উহার মুসলমান এবং মুসলমান শাসকগণের অধীনে কতিপয় বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা উপভোগের অধিকারী জিম্মি প্রজাবর্গকে এমন কতিপয় ধর্ম্মীয় ও সামাজিক অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, যাহাদের অস্তিত্ব কাফের শাসকের ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল, এরূপ অবস্থায় কোন দেশ দারুল ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য হইতে পারে না। মুসলমান শাসকগণ ভারতীয় জিম্মি (অমুসলমান প্রজা) প্রজাদিগের শরিয়তের ব্যবস্থানুযায়ী তাহাদের ধর্ম্মীয় আচার আচরণের যে স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকার দান করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে মুসলমান সাধারণ ধর্ম্মীয় বিধি ব্যবস্থা পালনে যেরূপ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছিলেন, ভারতবর্ষ ইংরেজ কাফের কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর হইতে সেই অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখন এখানে মুসলমান এবং তাহাদের পূর্ব্বতন জিম্মি প্রজাবৃন্দের ধর্ম্মীয় ও সামাজিক এবং নাগরিক অধিকার সমস্ত কিছুরই অস্তিত্ব খ্রীষ্টান শাসকগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং এই অবস্থা যে "আমানে আউওল অথবা মুকাম্মল আমান অর্থের অনেক নিম্নের তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তারপর শরিয়তে যে ধরণের কর ও ট্যাক্স ধার্য্যের অনুমতি নাই তেমন নানাপ্রকার শরিয়ত বিরুদ্ধ কর ও ট্যাক্স মুসলমান এবং তাহাদের পূর্ব্বতন রক্ষিত প্রজা জিম্মিদিগের উপর ধার্য্য হইতেছে। আবার মুসলমানগণের নিকট হইতে ট্যাক্স দ্বারা ইংরেজ সরকার খ্রীষ্টানদিগের গীর্জ্জা প্রস্তুত, মেরামত এবং পাদ্রীদিগের বেতন ভাতার ব্যয় নির্ব্বাহিত করিতেছে। যে ক্ষেত্রে মুসলমান এবং জিম্মিদিগের নিকট হইতে আদায়কৃত কর খ্রীষ্টানের ধর্ম্মীয় ব্যাপারে ব্যয়িত হয়, সেই ক্ষেত্রে সেই দেশ আর দারুল ইসলাম নাম ধারণের পক্ষে যোগ্যতা সম্পন্ন থাকে না। তারপর ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে যে ক্ষেত্রে জেলা ও মহকুমা সমূহ মুসলমান এবং তাহাদের অধীনস্থ জিম্মি প্রজাদিগের মধ্যকার যোগ্য কর্ম্মচারীবৃন্দের দ্বারা শাসিত হইতেছিল সে ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে সেই সকল স্থানে ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছে।

কেবল ইহাই নহে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৪ সালের কাজি এক্টের দ্বারা কাজির পদ সমূহ লোপ করায় শাসনতন্ত্রে যেটুকু ধর্ম্মীয় প্রভাব বিদ্যমান ছিল উহার মূলোৎপাটিত হইয়া গিয়াছে। তারপর ইংরেজ দিল্লী সম্রাটের সহিত সম্পাদিত সন্ধিশর্ত্ত ভঙ্গ পূর্ব্বক সরকারী দফতর সমূহে ফারসীর স্থলে ইংরাজি ভাষা চালু করিয়াছেন। এই ভাবে আরও অনেকানেক ব্যাপারে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া যেরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাতে শরিয়তের ব্যাখ্যা দ্বারা ভারতকে আর দারুল ইসলাম আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। যেমন ধরুন, শরিয়ত মুসলমান বাদশাহকে যেভাবে বাধ্য করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে মুসলমানগণ পাঁচওয়াক্ত নামাজ জামাআতের সহিত আদায় করিতেছে কিনা, উহার তত্তাবধানের দায়িত্ব বাদশাহের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে এবং সেই দায়িত্ব পালনের জন্য বাদশাহ উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে বাধ্য রহিয়াছেন। পাওনা দাবী আদায়ের জন্য আমাদের আদালতে নালিশ উপস্থিত করিতে যেরূপ কোর্টফি দিতে হয়, ইসলামী আমলে উহার নজির নাই এবং নেজামে শরিয়ত উহা সমর্থনও করে না। আমাদের আদালত হইতে বাকী কর এবং কর্জ্জ টাকার উপর সুদ যোগ করিয়া ডিক্রী প্রদত্ত হয় এবং ডিক্রীর টাকা আদায় না হওয়া কাল পর্য্যন্ত উহার উপর সুদ চলিতে থাকে, এই সমস্তও শরিয়তের ব্যবস্থা বিরুদ্ধ। (অসমাপ্ত)।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আইন ও শান্তি বজায় রাখা
এবং
ফৌজি খেজানা।

তরজমাকার—মোহাম্মদ আবদুল মজীদ
বি, এস্ সি-এম বি,
সিভিল সার্জেন—নোয়াখালী।

(অনুবাদ)

(ভাষা ও তরজমার সাধ্যপক্ষে সংশোধনের চেষ্টা করা সত্বেও' লেখক ও অনুবাদকের ভাষা, বানান, প্রকাশভংগী ও মতামতের সহিত সকল ক্ষেত্রে সম্পাদকের পক্ষে একমত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই—তর্জুমান।)

রাষ্ট্রের ক্ষমতা কি? পলিটিক্স বা রাজনীতি কি? দেশ শাসন, সমাজ শাসন দ্বারা কি বুঝায়? এই তিনটিকে বলে :—

প্রথম, ল *Law* শরিয়ত, হুকুম حكم আইন বিধান তৈয়ার করিবার অধিকার ও ক্ষমতা।

দ্বিতীয় ল-শরিয়ত, হুকুম আইন, বিধান *The Statute* الدين 'আদদীন'।

তৃতীয়, (ক) শাসন করা অর্থাৎ শরিয়ত, *Law* ল' আইন বিধান সমাজে ও দেশে চালু রাখা, ভঙ্গ হইতে না দেওয়া। (খ) (১) আইন, ল ভঙ্গ করিলে, ভঙ্গকারীর বিচার। (২) অপরাধকারীর অপরাধ প্রমাণ হইলে কি দণ্ড তাহা বলিয়া দেওয়া ও অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া। বিচার ইনসাফ বা *Judging* শাসন কাজেরই একটা অংশ। (যাহারা শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ আলাদা করিতে চান, তাহারা কি করিতে চান বুঝা দুস্কর। তবে ল' আইন বিধানের ব্যাখ্যা লইয়া সমস্যা দাঁড়াইলে একদল পণ্ডিত বা সুপ্রীম কোর্ট অব জজেজ' দরকার পড়িবে।)

[বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করার তাৎপর্য হইতেছে, বিচারের কার্যকে শাসকবর্গের ইচ্ছা ও অভিরুচির প্রভাব হইতে মুক্ত করা। যদি বিচারপতিদিগকে সকল অবস্থায় শাসকবর্গের সদিচ্ছার অধীনে বিচার কার্য পরিচালনা করিতে হয়, তাহা হইলে ন্যায় বিচারের পবিত্রতা ও মর্যাদা কোনক্রমেই রক্ষিত হইতে পারেনা। খুলাফায়ে রাশেদীনদিগকেও বিচারালয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হযরত উমর ফারুককে একাধিকবার বিচারপতিগণের সম্মুখীন হইয়া তাহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের কৈফিয়ত প্রদান করিতে হইয়াছিল। শাসন সৌকর্যের দোষ ত্রুটি এবং অন্যায়ের প্রতিকারার্থে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা অপরিহার্য—তর্জুমান সম্পাদক।]

(গ) যে কোন স্টেটিউট-আদ্দীন, ল *Law* আইন বিধান এবং শরিয়তকে রক্ষা ও চালু রাখিতে হইলে শক্তির প্রয়োজন। এই জন্য ফৌজী শক্তি থাকে শাসন কার্যের জন্য।

The Statute الدين আদ্দীন
The law ল—আইন

সমস্ত শাসনের অস্তিত্ব বা জীবন নির্ভর করে *Statute* স্টেটিউট الدين আদ্দীন, *The Law* ল বা শরিয়তের উপর। এই জন্যই আইনকানুন, *Statute* স্টেটিউট, ল কে কে রচনা করিবে তাহা লইয়া লোকে ছুটাছুটি করে, ঝগড়া করে, মারামারি কাটাকাটি পর্যন্ত হয়। রাজনীতির উপরি উক্ত প্রথমটা দখল করিবার জন্য নানান রকম প্রচেষ্ট চলে—যে রকম ইলেকশন ডেমোক্রেসিতে।

শাসন কার্য দুই ভাবে চালনা করা যায়। প্রথম, *The Statute* স্টেটিউট الدين আদ্দীন সকল আইন কানুন তৈয়ার করিয়া দেশের লোককে জানাইয়া দেওয়া—প্রচার। প্রচার কার্য একটা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শাসনের অপরিহার্য অংশ। (*Propaganda Dept.* প্রোপাগাণ্ডা বিভাগ) নতুন শরিয়ত বা *statute*, ল রচনা করিবার প্রয়োজন নাই; কেবল *Law* ল আইন বিধান কাজে খাটাইবার জন্য *Rules and Regulations and Bye-Law* নিয়ম কানুন ও বাই-ল (মূল আইনের অধীন উপবিধান) রচনা করা দরকার হইবে। এইরূপ শাসন কার্যের জন্য দরকার কতক গুলি লোক ঐ আইন, ল বিধিবিধান, নিয়মকানুন কাজে ফলাইবার জন্য। মুমিনুন অর্থাৎ যারা শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে, তাহাদের জন্য আল্লাহ তাঁহার রসুল দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন *Statute Book* আল-কুরআনুল করীম।

দ্বিতীয় কিসিম শাসন কার্য দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর আইন বিধান ল রচনা করা। এর জন্য সামান্য কতকগুলি লোক মাথা ঘামায়, ধ্বস্তাধ্বস্তি করে, যুদ্ধ করে। সাধারণ লোক আন্নাস জানিতে পারে না কি কি আইন, ল রচিতে হইতেছে—ও কখন। যে কোন মুহূর্তে যে কোন আইন, ল রচিত হইয়া জারী হইতে পারে। আবার যে কোন চালু বিধান বা ল কে বাতিল করা হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে ল মেকার, শরিয়ত প্রণয়ন করা *Legislator* লেজিস্লেটার বলিয়া এক দল লোক ঠিক করিতে হয়। মুসলমানদের *The Statute* হইল আল-কুরআন। আইন ও শান্তি রক্ষা করিবার জন্য ও অত্যাচার জুলুম অরাজকতা বিপর্যয় ফেতনা—ফসাদ বন্ধ করিবার জন্য ফৌজী শক্তি আবশ্যক। উহার খরচ পত্র কি করিয়া চলিবে তাহা নিম্নে বয়ান করা গেল।

ফৌজী শক্তি

সৈন্য সামন্ত ও তাহাদের আওজার ও খাদ্য ও যানবাহনের খরচ ও উহার জন্য তহবিল, খেজানা, ট্যাক্স, কর চাঁদা ও দান গ্রহণ দ্বারা করিতে হইবে। ফৌজী বাজেট আলাদা হইবে ও হিসাবও আলাদা হইবে। আজকালকার যমানায় সরকারের বাজেটেরই উহা অন্তরভুক্ত থাকে। বিরাট দণ্ডায়মান ফৌজগুলির কোন রোজানা কাজ না থাকায় দেশের—সাধারণ লোক করে ভারাক্রান্ত হইতেছে এবং জাতি গঠনের জন্য সামর্থ কম থাকে। অসামঞ্জস্য অন্যায় ব্যবস্থা বিদূরিত হইবে যদি ফৌজী খেজানা তহবিল একেবারে আলাদা হয়।

ফৌজ কে গঠন করিবে? মু'মিনরাই আসল-শান্তি রক্ষাকারী ফৌজ গঠন করিবে ও ফৌজী খরচ দিবে। তওবা ১৪।১১১ পড়ুন।

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ـ يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون و يقتلون وعداً عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ـ (التوبة ـ ١١١-١٣ع)

আল্লাহ্ তো মু'মিনদের নিকট হইতে তাহাদের দেহমন ও মালসম্পদগুলিকে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। ইহার বিনিময়ে রহিয়াছে তাহাদের জন্য 'আলজন্না' কারণ তাহারা আল্লার পথে যুদ্ধ করিয়া থাকে। ফলে তাহারা নিহত করে ও নিহত হইয়া থাকে। ইহার জন্য তওরাৎ, ইন্‌জিল ও কোরআনে যে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে তাহা ধ্রুব সত্য।

যুদ্ধের জন্য বিশেষ আলাদা খরচ করিবার আদেশ সুরা আলবকরের ১৯৫ শ্লোকে আছে। আর সুরা হুজুরাতে মু'মিনুনের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই মাল খরচের কথাও আছে।

انفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين ـ (البقر ١٩٥ ع)

বকর ১৯৫: "আল্লার পথে খরচ কর এবং নিশ্চেষ্ট রহিয়া তোমাদিগকে ধ্বংসের কবলে নিক্ষেপ করিওনা এবং সদাচারণশীল হও। কারণ আল্লাহ সদাচারণ-শীলদের ভালভাসেন।" তফ্‌বিহ:—

ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ـ

এই শব্দাবলির উপরে লিখিত অনুবাদের সহিত সুরা মুমতাহানার প্রথম শ্লোকের অর্থের তুলনা করুন।

কোরআনের তাৎপর্যের বিপরীত অসম্পূর্ণ আয়ত উল্লেখ করা একান্ত অবিধেয়। কারণ আয়তের পরবর্তী অংশেই প্রকৃত উদ্দেশ প্রকটিত হইয়াছে।

—তর্জুমান সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

تلقون اليهم بالمودة - (الممتحنة)

"তোমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব সূচক ব্যবহার করিয়া থাকো।"

উপরে দেখা যাইতেছে যে, আল্লার পথের জন্য যুদ্ধ করিতে সব রকম খরচ ও মাল ব্যবহার করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, ফরজ—অবশ্য কর্তব্য।

আজকাল দেখা যায় সৈন্যসামন্তগুলিকে বহু খরচা দিয়া বসাইয়া রাখা হয়; উহাদিগকে দেশের ও দশের দৈনন্দিন কাজে লাগান হয় না, তাহারা কেবল বসিয়া বসিয়া খাইতেছে। যুদ্ধ যদি বা কখন বাধে তখন ঐ সৈন্যসামন্ত যুদ্ধের কাজে লাগান হয়। কিন্তু রোজানা বা বৎসর বৎসর তো যুদ্ধ বাধে নাই বা বাধিতেছে না। আল্লাহ স্পষ্ট বলিতেছেন,

ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا -

তোমাদের শক্তিসামর্থ অনর্থক (বেকার) ফেলিয়া রাখিবে না; কাজে লাগাইবে পরের উপকারে واحسنوا 'ওয়া আহ্‌সেনু'।

[উল্লিখিত আয়তের সহিত তরজমার কোন সুসংগতি নাই—তর্জুমান সম্পাদক।]

সুতরাং মুসলমানের দেশে সৈন্যসামন্ত যুদ্ধ না থাকিলেও দেশের, দশের ও সমাজের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকিবে। যেমন পুলিশের বা পুলিশ বিভাগের যা কাজ তা সৈন্যরা করিবে। কাজেই আলাদা পুলিশ বিভাগ সরকারের থাকিবে না এবং লাগিবে না বলিয়া বহু অর্থ বাঁচিয়া যাইবে।

যুদ্ধের খরচার জন্য আরও তাগীদ আছে। সুরা আস্‌সাফ্ ২।১০, ১১ ও আলহাদীদ ১০, ১১,

ومالكم الا تنفقوا فى سبيل الله و لله ميراث السموات والارض - (الحديد)

"তোমাদের কি ব্যাপার যে তোমরা আল্লার পথে খরচ করিবেনা? আর আল্লারই তো আকাশ-মণ্ডলীর ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকার।"

মু'মিনরা যুদ্ধও করিবে এবং খরচাও দিবে। আল্লার আয়ত।

لا يستوى منكم من انفق قبل الفتح وقاتل - اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا - وكلا وعدالله الحسنى والله بما تعملون خبير -

"তোমাদের সকলে সমান নয়—যাহারা বিজয়ের আগে খরচা দিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে তাহারা মর্যদায় শ্রেয়, উহাদের চাইতে যাহারা পরে খরচা দিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে ও প্রত্যেককেই আল্লাহ সুন্দর পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছেন। তোমরা যাহা কর বা নির্মাণ করিতেছ আল্লাহ তাহার খবর রাখিতেছেন।"

আল্লার তহবিল ফণ্ড ও ফি-সবিল্লাহ্ মখ্‌জন।

ফৌজী খরচা অনবরত বজায় রাখিবার জন্য আল্লার তহবিল ও সম্পত্তি থাকিবে। এর জন্য আল্লার হুকুম নিয়ে দেওয়া গেল। আল্লার ফণ্ড ও ফিসবিলিল্লাহ ফণ্ডই ফৌজী বাজেট জোগাইবে। যাহার যত ক্ষমতা ও সামর্থ তাহার তত দায়িত্ব ঐ ফণ্ডদ্বয় বজায় রাখিবার জন্য, সে ততটা ট্যাক্স দিতে বাধ্য থাকিবে। ফৌজী ট্যাক্সের কোন বাঁধা-ধরা রেট (Rate) নাই। যার যত অর্থ তার তত দায়িত্ব। কাহারো কিছু না থাকিলে গতর খাটাইয়া সাহায্য চাঁদা দিতে পারে। বেগার খাটা রীতি আমাদের দেশে চালু আছে গ্রামে। সুরা তওবা ১০।৭৯ পড়ুন।

আল্লার ফণ্ড ও ফিসবিলিল্লাহ ফণ্ড দুই ভাবে আমদানি হইবে। প্রথম সরাসরি ঐ ফণ্ডদ্বয়ে ট্যাক্স কর দেওয়া ও দান করা। দ্বিতীয় অন্যান্য ট্যাক্স বা খাজানার বা দানের এক একটা ভাগ ঐ ফণ্ডদ্বয়ে যাইবে। আবার ফিসবিলিল্লাহর জন্য ফৌজী বা যুদ্ধের মালপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, পোষাক, জুতা ইত্যাদি কোন মুমিন বা মুমিন দল দিবে, বানাইয়াই হউক, আবিষ্কার করিয়াই হউক, কারখানা করিয়াই হউক বা কিনিয়াই হউক। গ্রেট ব্রিটেনে গত ১৯৩৯—৪৫ পৃথিবী যুদ্ধে ইহুদী খ্রীস্টানরা ঐরূপ স্বইচ্ছায় দান করিয়াছে। ডাক্তার চাইম ওয়াইজম্যান ইহুদী লণ্ডন ইউনিভারসিটির

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিমিয়ার প্রফেসার ১৯১৪—১৮ সালের যুদ্ধের ভিতর বায়বীয় নাইট্রোজেন যৌগিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়া ব্রিটিশ জাতিকে দান করেন। এর ফলে ইসরাইল রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে ইংলণ্ডের খ্রীস্টান সরকারের সাহায্যে। ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডাক্তার প্রফেসার চাইম ওয়াইজম্যান, এখন ইনি পরলোকে গিয়াছেন। মুসলমানদের শিখবার আছে অনেক ইহুদী ও খ্রীস্টানদের কাছ হইতে, বিশেষতঃ এই যুদ্ধ সাজসরঞ্জাম যন্ত্রপাতি যানবাহন সম্বন্ধে।

আল্লার ফণ্ডে সরাসরি আমদানি। কর্জ হসন :

ان تقرضوا الله قرضاً حسناً يضعفه لكم ويغفرلكم - (التغابون - ٢-١٧)

তগাবুন ১।১৭: "যদি তোমরা আল্লাহকে ভাল উৎপাদনকারী মাল দেও তবে তিনি তোমাদের উহা দ্বিগুণ ও বহুগুণ বাড়াইয়া দিবেন।" সুস্পষ্ট হুকুম। মুজ্জাম্মিল ২।২০

واقرضوا الله قرضا حسنا - (المزمل - ٢-٢٠)

"ও আল্লাহকে ভাল লাভ উৎপাদনকারী মাল দান কর তোমরা।"

من ذالذى يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وله اجر كريم - (الحديد)

কে আল্লাহকে ভাল লাভ উৎপাদনকারী মাল দিবে যেন তিনি তাহাকে উহা বহুগুণ বাড়াইয়া দিবেন ও তাহার বিরাট অজুরা হইবে?

করুজ হসন অবশ্য দেয়

সুরা মুজ্জাম্মিলের আদেশ অনুসারে মু'মিনরা 'যাকাত' الزكوة বাদেও 'করুজ হসন নতুন নতুন লাভ উৎপাদনকারী উপকারী মাল দিতে বাধ্য থাকিবে ঈমান الايمان রক্ষা করিবার জন্য। যে লাভ জনক মাল আল্লাহকে দেওয়া হইবে তাহা আল্লাহ বহুগুণ বাড়াইয়া দাতাকে দিবেন, কি ভাবে তাহা আল্লাহই জানেন। অদৃশ্য আল্লার উপর নির্ভর করিতে হইবে। করুজ قرض অর্থ অন্যকে দেওয়া এমন নতুন মাল যাহা হইতে মুনাফা বা লাভ হইবার আশা করা যায়। করুজ দেওয়া অর্থ মুনাফা জনক মাল বলিয়া পরকে দেওয়া এই আশা করিয়া যে লাভের মুনাফার ভাগ পাওয়া যাইবে। حسن হসন অর্থ উপকারী; কাজের ভাল দ্রব্য।

যুদ্ধের সঙ্গে সম্বন্ধ

ঐ করুজ হসন যুদ্ধের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। প্রমাণ—আলবকর ৩২, ২৪৪, ২৪৫।

وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم - من ذالذى يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبصط واليه ترجعون - (البقر - ٣٢-٢٤٥، ٢٤٤)

—"ও আল্লার পথের খাতিরে যুদ্ধ কর ও জানিয়া লও যে, আল্লাহ শ্রোতা ও জ্ঞানী। ও কে আছ যে আল্লাহকে লাভ জনক উপকারী মাল দিবে? ফলে তিনি উহাকে বহুগুণ বাড়াইয়া তাহাকে দিবেন। ও আল্লাহ সঙ্কুচিত করেন (বা ধরেন) ও সম্প্রসারণ করেন ও তাহার নিকটেই তোমরা ফেরত হইবে।"

আল্লার তহবিল 'আনফাল' হইতে।

يسئلونك عن الانفال - قل الانفال لله والرسول - (انفال - ١-١)

সুরা আনফাল [১১ তাহারা আনফাল সম্বন্ধে তোমাকে সওয়াল করিতেছে। বল, আলআনফাল আল্লার জন্য ও অবুরসুলের জন্য। انفال আনফাল نفل নফল এর বহুবচন। অর্থ স্বতঃপ্রসূত দান, দক্ষিণা, ট্রিবিউট Tribute, protective tax যুদ্ধ হইতে বাঁচিবার জন্য বা অন্যদেশ দেশরক্ষা করিবে বলিয়া সেই রক্ষাকারী দেশকে দেওয়া মাল-পত্তর। লড়াই না করিয়া যা উপঢৌকন আসে, উপহার, না চাহিতে আয়। (সম্ভবত, আনফালের ভিতর জিযইয়া جزية অন্তরভুক্ত।)

অন্য কর, খাজানা হইতে আল্লার ফণ্ডে অংশ আসিবে। যেমন বিনা পরিশ্রমে বা বিনা বদলায় (exchange) যে মাল পাওয়া যাইবে, বা পালিত ক্ষুরযুক্ত পশু হইতে বিনা পরিশ্রমে লব্ধ মাল বা আয় হইতে অংশ। এর জন্য সুরা আনফাল ৪১ শ্লোকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আল্লার আদেশ আছে।

واعلموا انما غنمتم من شئى فان لله خمسه
وللرسول ولذى القربى واليتمى والمسكين وابن
السبيل - ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على
عبدنايوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على
كل شئى قدير - (انفال)

আনফাল [৫৪১—যে কোন কিছু হইতে তোমরা যাহা বিনা পরিশ্রমে (বা কাজ না করিয়া) অর্জন কর তাহা ভাগ কর, যাতে করে আল্লার জন্য থাকিবে তাহার এক পঞ্চমাংশ ও (خمس) আর রসুলের জন্য নৈকট্য রাখে, যারা তাদের জন্য ও পিতৃহীনের জন্য ও 'মসাকীনের, জন্য ও পথের বানান বা পথের লোকের জন্য, যদি তোমরা বিশ্বাস রক্ষা করিয়া থাক আল্লার সঙ্গে ও উহার প্রতি যাহা আমরা অবতীর্ণ করিয়াছিলাম আমাদের দাসের উপর পৃথকীকরণের দিনে যেদিন দুইটি সৈন্যদল একে অন্যের সম্মুখীন হইয়াছিল ও আল্লাহ তো প্রত্যেক কিছুর উপর শক্তিশালী।* المسكين ইহার বহু অর্থ পরে জানিবেন,—যে রকম ড্যাম dam (বাঁধ, Bund) কর্ত্তন করিবার যন্ত্র, মুসাফিরখানা, সরাইখানা, থামাই-বার যন্ত্র, প্রপেলার Propellor, স্টিমারের প্যাডল অচল, নিশ্চল লোক ইত্যাদি।

انما غنمتم من شئى 'আন্নামা গনেমতুন মেন শইএন' এর অর্থ সঙ্কীর্ণ না হইয়া ব্যাপক হইবে। যুদ্ধ করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাকেই 'মা গনেম-তুম ما غنمتم এর ভিতর ধরা হইয়াছে। 'মা গনেমতুম' গনিমত অর্থে ধরা হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থ ধরা অন্যায় হইবে। غنمتم ক্রিয়া হিসাবে বলা হইয়াছে। ما غنمتم من شئى অর্থ কাজ না করিয়া, পরিশ্রম না করিয়া কোন কিছু হইতে তোমরা যাহা উপায় করিয়াছ। غنم মানে কাজ বা পরিশ্রম না করিয়া কিছু পাওয়া। আবার غنم অর্থ ছাগল, মেষ ইত্যাদি ক্ষুরযুক্ত পশু claw nail, hoof যুক্ত পশ্বাদি তাই উহাকে ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার করিলে একটা অর্থ দাঁড়াইবে ও ক্ষুরযুক্ত পশুগুলি হইতে কোন কিছু বিনা পরিশ্রমে তোমরা যাহা উপায় করিয়াছ।

আজ কালের যমানার উদাহরণ—বিনা পরিশ্রমে আয়। Joint stock company—যৌথ মূলধনে কারবারে লাভ বন্টন হয় ভাগীদারদের ভিতর যাহারা ঐ কারবারে কোন কাজ করেনা পরিশ্রম করে না, অথচ তাহারা মুনাফার ভাগ পায়। ঐ আয়ত অনুসারে সেই ভাগীদাররা প্রাপ্ত মুনাফার এক পঞ্চমাংশ ট্যাক্স বা কর হিসাবে দিবে। ইনসিওরেন্স কোম্পানির ভাগীদাররা বিনা খাটুনিতে লভ্যাংশ পাইতেছে, কাজেই ঐ মুনাফার উপর এক পঞ্চমাংশ ট্যাক্স দিবে। আবার লটারিতে, ক্রসওয়ার্ড পাজল, ফুটবল পুল, ঘোরবাইচ ও অন্যান্য বাইচে বিনা খাটুনিতে বহুলোক অনেক অর্থ বা মাল পাইতেছে। ঐ অর্থের এক পঞ্চমাংশ ট্যাক্স হিসাবে দিতে হইবে। ঘোরবাইচ করিয়া ঘোড়ার মালিকরা ও ঘোড়দৌড় বাজীদাররা বহু টাকা পায়, কাজেই এক পঞ্চমাংশ কর দিবে। আল্লাহতায়ালা ট্যাক্সেশন Taxation Policy পলিসি করের নীতি ও রেট (হার) বলিয়াছেন—উপরের আয়ত।

فئى ফয়্য়

আল্লার ফণ্ডে ফয়্য় হইতে অংশ আসিবে। فئى ফয়্য় অর্থ যুদ্ধ না করিয়া যখন শত্রু পরাজয় স্বীকার করিয়া নিজের মালপত্তর সম্পত্তি বাড়ীঘর জায়গাজমিন ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া যায় সেই মাল ও সম্পত্তিগুলিই ফয়্য় فئى যেমন পাকিস্তান হইবার পর বহু হিন্দু মশরিকী পাকিস্তান হইতে বাড়ীঘর সম্পত্তি ফেলিয়া ভারতে চলিয়া গিয়াছিল, সেই সব হিন্দুর সম্পত্তি বাড়ীঘর ফয়্য় বলিয়া গণ্য হইবে। শত্রুকে Siege অবরোধ করিয়া অথচ কোন পক্ষ হইতে যুদ্ধ হইল না এমন যে মাল পাওয়া; সৈন্যদল দিয়া ঘেরাও করিয়াই যুদ্ধ না করিয়া যে দেশ বিজিত হয় সেই দেশ ফয়্য়ের অন্তরভুক্ত।

وما افاءالله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه
من خيل ولا ركاب ولاكن الله يسبط رسله على من
يشاء والله على كل شئى قدير - ما افاءالله على

www.ahlehadeethbd.org

Contents

رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى
واليتمى والمسكين وابن السبيل كى لايكون
دولة بين الاغنياء منكم وما اتكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوالله ان الله شديد
العقاب وللفقراء المهجرين الذين اخرجوا من
ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا
وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ـ

সুরা—আলহশর [৬, ৭, ১১ এবং আল্লাহ তাহাদের কাছ হইতে যাহা বিনাযুদ্ধে তাঁহার পয়গম্বরের উপর জোগাইয়া দিলেন—তাহার উপর তোমরা ঘোরসৈন্য চালাওনাই ও আরোহী বা পদাদিক সৈন্যও না; "তবুও আল্লাহ যাহার উপর তাঁহার ইচ্ছা হয় তাহার উপর নিজের দূতগণকে শাসন ক্ষমতা দেন ও আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিশালী। ও আল্লাহ গ্রামগুলির বাশিন্দাদিগের হইতে যাহা তাঁহার পয়গম্বরকে জোগাইয়া দিলেন তাহা আল্লার ও আররসুলেরও নৈকট্য রাখে যাহারা তাহাদের ও পিতৃহীনদের ও অচল-দের (মসাকীন المساكين) ও পথ বানানর জন্য (বা পথের লোকের), যেন উহা তোমাদের মধ্যে যাহারা ধনী তাহাদের ভিতর হাতবদল না হয় (বা ক্ষমতার মধ্যম না হয়) ও আররছুল (দূত) যাহা তোমাদের দেন তাহা তোমরা গ্রহণ কর ও যাহা হইতে তিনি তোমাদের বারণ করেন তাহা হইতে সরিয়া থাক ও আল্লার ভয় কর। আল্লাহ তো পরিণাম দিতে কঠিন. ও মুহাজির 'ফুকারা' কৃষক. কুমার, চামার, মাটিকাটা মজুর, খনিকাটকদের জন্য যাহারা তাহাদের ঘরবাড়ী ও মাল সম্পদ হইতে বহিস্কৃত হইয়াছে, আল্লার কাছ হইতে ঐশর্য্য ও সন্তুষ্টি চাহিয়া ও যাহারা আল্লাহকে ও তাঁহার রসুলকে যুদ্ধ করিয়া সাহায্য করিয়াছে ও উহারাই সত্যপ্রমাণকারী—'সাদেকুন'।

'লা মু'মিন'—যে যে দল আল্লার সত্য আইন বিধান 'দীন' চালাইবে না তাহাদের যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত করিতে হইবে ও ফলে তাহারা জিয্ইয়া—খরচা দিবে ও রাজনৈতিক ভাবে নগণ্য দল হইয়া থাকিবে—'সাগেরুন'।

قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم
الاخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون
دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطى
الجزية عن يد وهم صاغرن ـ (التوبة ـ ٢٩-٣)

তওবা [৪:২৯—যুদ্ধ করিয়া বধ কর, তাহাদের যাহারা বিশ্বাস রক্ষা করে না আল্লার সঙ্গে ও পরকালেও না যাহারা নিষিদ্ধ করে না ঐ সব যাহা আল্লাহ ও তাঁহার রসুল নিষিদ্ধ করিয়াছেন ও সত্য শাসননীতি the statute খাটায়না গ্রন্থপ্রাপ্তদের মাঝে, যার ফলে তাহারা 'জিয্ইয়া' দেবে শক্তির পরিবর্তে ও তাহারা নগণ্য অধীন হইয়া থাকবে।"

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"নিজামুল-মুল্ক"

সগির (এম-এ,)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কর্ণালের যুদ্ধ

দিল্লী হইতে লাহোরের পথে ৭৫ মাইল দূরে কর্ণালনগরী অবস্থিত। পাণিপথ হইতে উত্তরে ২০ মাইল দূরে ইহার অবস্থান। ইহার পূর্ব্বদিক ঘেঁষিয়া আলী মর্দ্দান খাঁর নহর প্রবাহিত। এই নহরের পূর্ব্বদিকে যমুনাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৭ মাইল চওড়া একটা বিরাট প্রান্তর রহিয়াছে।

বাদশাহী সৈন্যরা এই নহরের তীরে পরিখা খনিত দুর্ভেদ্য স্থানে অবস্থান করিতেছিল। নাদির শাহ আসিয়া বাদশাহী সৈন্যের সম্মুখে বা বিপরীত-দিকে সোজাসুজি ভাবে শিবির সন্নিবেশ না করিয়া আরও পূর্ব্বদিকে যমুনাতীরে তাঁহার সৈন্যদের আবাস স্থান নির্ব্বাচন করিলেন। দক্ষিণদিকে অবস্থিত পাণি-পথ দখল করিয়া তিনি বাদশাহকে দিল্লীর যোগাযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। এই strategy এর ফলে বাদশাহ ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। হয় তাঁহাকে সুরক্ষিত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া নাদির শাহের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইবে অন্যথায় বাদশাহকে পিছনে রাখিয়া নাদিরশাহ বিনাবাধায় দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে পারিবেন।

কর্ণালে প্রকৃত যুদ্ধকারী ইরাণী সৈন্যের সংখ্যা ৫৫০০০ অশ্বারোহী বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অবশ্য ইরাণী শিবিরের লোক সংখ্যা ১৬০০০০। উহাদের ⅔ অংশ ভৃত্য। কিন্তু তাহারাও অশ্বারোহী ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। প্রয়োজন হইলে তাহারা লুণ্ঠন চালাইতে বা নিজেদের রসদ সামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ। বাদশাহের পক্ষে প্রকৃত যোদ্ধার সংখ্যা ৭৫০০০ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। অবশ্য অসামরিক ভৃত্য প্রভৃতির সংখ্যা ইহাপেক্ষা অনেক বেশী ছিল।

নাদিরশাহের চতুরতাপূর্ণ strategy এর ফল অতি শীঘ্রই ফলিল। চতুর্দ্দিক হইতে রসদসামগ্রী বাদশাহী শিবিরে লইয়া আসা বন্ধ হইল। শিবিরে যে সংগৃহীত রসদসামগ্রী মওজুদ ছিল, তাহা চতুর্থ দিনে নিঃশেষিত হইয়া বাদশাহী সৈন্যেরা অনাহারের সম্মুখীন হইল।

১২ই ফেব্রুয়ারী নাদিরশাহ সংবাদ পাইলেন যে, আউধের সুবাদার সাদত খান ৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্য বৃহৎ কামানসমূহ ও প্রভূত রসদসামগ্রী সহ পাণিপথে পৌছিয়াছেন। তাঁহার গতিরোধ করার জন্য অবিলম্বে একটা বড় ইরাণী সৈন্যদল পাঠান হইল। সাদত খাঁ কর্ণালে আসিয়া পৌছাইলেন। কিন্তু তথায় পৌছাইয়াই সংবাদ পাইলেন যে, পশ্চাতে আক্রমণকারী সমগ্র রসদসামগ্রী ইরাণীরা লুণ্ঠন করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া সাদত খাঁ তখনই ইরাণীদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য বহির্গত হইলেন। নিজামুল-মুল্ক উপদেশ দিলেন যে, দীর্ঘপথ অতিক্রমে সৈন্যদল দারুণ পরিশ্রান্ত, তাহাদের বিশ্রামের প্রয়োজন, এ' অবস্থায় যুদ্ধযাত্রা মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি কাড়া নাকাড়া বাজা-ইয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধের জন্য স্বীয় সৈন্যদলকে জমায়েত করিলেন।

আক্রান্ত হইয়া পরাজয়ের ভাণ করিয়া ইরাণী সৈন্যরা পশ্চাতে হটিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা সাদত খাঁর সৈন্যদলকে মূল বাদশাহী সৈন্যদল হইতে বহু দূরে লইয়া চলিল। তারপর ভারতীয় সৈন্যদলের উপর আপতিত হইয়া তাহাদের রফারফা করিতে লাগিল। সাদত খাঁর সাহার্য্যার্থে খান দওরাণ আগাইয়া আসিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মধ্যপথেই তাহার সৈন্যদল পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িল। স্বয়ং খান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দওরান সাংঘাতিক ভাবে আহত হইলেন। প্রকৃষ্ট যুদ্ধকৌশল ও সৈন্যচালনার দক্ষতার কল্যাণে ইরাণীরা মাত্র ৩ ঘণ্টার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদলকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল জোহরের নামাজের সময় এবং উহার পরিসমাপ্তি হইল আছরের সময়। ভারতীয় পক্ষে নিহতের সংখ্যা ৮০০০, কিন্তু ইরাণী পক্ষে নিহতের সংখ্যা মাত্র ২৫০০। পরাজিত পক্ষের অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, কামান, ধনরত্ন ও রসদ সামগ্রী বিজয়ীপক্ষের কুক্ষিগত হইল। সাদত খানও ইরাণীদের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন।

নাদির শাহ কর্তৃক বাদশাহ ও সভাষদবৃন্দ বন্দী

রাত্রে এশার নামাজ অন্তে সাদত খানকে নাদির শার সমীপে লইয়া আসা হইল। অন্যান্য কথোপকথনের পর নাদির শাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কিরূপে মোহাম্মদ শার নিকট হইতে অধিক মাত্রায় যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায় করা যায়। "ভারত সাম্রাজ্যের চাবিকাঠি যাঁহার হস্তে রহিয়াছে সেই "নিজামুল-মুল্ককে" আহ্বান করার জন্য সাদত খাঁ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। তদনুযায়ী নাদির শাহ দূত মারফত মোহাম্মদ শাহকে অনুরোধ জানাইলেন যেন তিনি নিজামুল-মুল্ককে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। সাদত খাঁও অনুরূপ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া বাদশাহের নিকট পত্র পাঠাইলেন।

বড় সৈন্যাধ্যক্ষ বা ওমরার মধ্যে মাত্র নিজামই তৎকালে সম্রাটের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং স্বভাবতঃই তিনি নিজামকে শত্রুশিবিরে প্রেরণ করিতে ভীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। "যদি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, তাহা হইলে উহার প্রতিকার কি?" উত্তরে নিজাম বলিয়াছিলেন, "নাদির শাহ প্রেরিত কোরাণই ইহার মীমাংসা করিবে।" সন্ধিশর্ত্ত নিষ্পত্তি করার পূর্ণ অধিকার দিয়া নিজামকে নাদির শার শিবিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। নাদির শাহ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

আলাপ আলোচনার পর স্থির হইলে যে, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ নাদির শাহ ৫০ লক্ষ টাকা পাইবেন, তন্মধ্যে ২০ লক্ষ টাকা ঐ স্থানেই প্রদান করা হইবে; তিনি লাহোর পৌঁছাইলে ১০ লক্ষ টাকা, আটকে পৌঁছাইলে ১০ লক্ষ টাকা এবং কাবুলে পৌঁছাইলে বক্রী ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইবে। কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া নিজাম বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলেন। পরবর্ত্তী দিবসে তাঁহার সহিত মধ্যাহ্নভোজন করার নিমন্ত্রণ জানাইয়া নাদির শাহ মোহাম্মদ শাহের নিকট আমন্ত্রণ পাঠাইলেন।

পরবর্ত্তী দিন যথানিয়মে ভোজ হইয়া গেল। সম্রাট নিজাম সহ ইরাণী শিবিরে ভোজগ্রহণ করিয়া স্বীয় শিবিরে ফিরিয়া গেলেন খান দওরান যে আহত হইয়াছিলেন, উহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঐদিন তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

কিন্তু এর পর নাদির শাহ যখন পুনরায় সাদত খাঁকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করিলেন, তখন সাদত খাঁ বলিলেন যে, নাদির শাহ মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ লইতে স্বীকৃত হইয়া মহাভুল করিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন যে, নাদির শাহ যদি দিল্লী যান, তাহা হইলে নগদ ২০ কোটী টাকা এবং হীরা জওহরাত প্রভৃতি অপরিমিত পরিমাণে পাইবেন। নিযাম যে নাদির শার সহিত প্রতারণা করিয়াছেন এবং নিজামকে জালে আবদ্ধ করিতে পারিলে যে প্রভূত ধন রত্ন পাওয়া যাইবে তাহাও তিনি জোরে শোরে প্রকাশ করিলেন।

তদনুযায়ী নিজামকে আবদ্ধ করার ষড়যন্ত্র রচিত হইল। ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নাদির শার পত্র পাইয়া কোন দ্বিধা বা সন্দেহ পোষণ না করিয়া নিজাম ইরানী শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তথায় আবদ্ধ করা হইল এবং ২০ কোটী দাবী করা হইল। নিজামের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া মোহাম্মদ শাহ খুব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। শীঘ্রই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

www.ahlehadeethbd.org

কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বয়ং মোহাম্মদ শাহ গুটিকয়েক সভাষদ সঙ্গে লইয়া ২৪শে ফেব্রুয়ারী ইরানী শিবিরে আসিলেন। তথায় তাঁহাদিগকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। তৎপরদিবস সম্রাটের বেগম, পুত্র ও কন্যা প্রভৃতিকেও লইয়া আসিয়া ইরানী শিবিরে হাজির করা হইল।

২৫শে তারিখ মোহাম্মদ শাহের প্রতিনিধি স্বরূপ সাদত খানকে এবং নাদির শাহের প্রতিনিধি স্বরূপ তাহমাস্ক খান জালায়েরকে দিল্লীতে প্রেরণ করা হইল। তাঁহারা ২৭শে তারিখ দিল্লী পৌছাইলেন। তাঁহারা সম্রাটের লিখিত যে বার্ত্তা লইয়া গিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মানুযায়ী দিল্লীর গভর্ণর লুৎফুল্লাহ খান দিল্লী নগরী ইরানী দূতের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই ভাবে দিল্লী অধিকৃত হইবার সংবাদ পাওয়ার পর ১লা মার্চ তারিখে নাদির শাহ, মোহাম্মদ শাহ প্রভৃতিকে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন।

নাদির শাহ্র দিল্লী আগমন

৯ই মার্চ্চ তারিখে নাদির বিরাট ধুমধামের সহিত দিল্লী প্রবেশ করিলেন। ১০ই মার্চ্চ ঈদুজ্জোহার উৎসব। ঐ তারিখে দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ জুমা মসজিদ ও অন্যান্য মসজিদে খোতবায় নাদির শার নাম ঘোষণা করা হইল।

হঠাৎ একটা গুজব রটিয়া যায় যে, নাদির শাহ নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদে দিল্লীবাসীরা অস্ত্রধারণ করিয়া ইরানীদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের বহু লোককে বধ করেন। নাদির শার আদেশে নগরে হত্যাকাণ্ড চলে। ফলে প্রায় ২০০০০ নগরবাসী নিহত হয়।

নাদির শাহ ২ মাস দিল্লীতে অবস্থান করিয়া জোরজুলুম ও অন্যবিধ উপায় অবলম্বনে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। ফ্রেজার সাহেবের মতে এই সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ৭০্ কোটী টাকা, উহা নিম্নরূপ—

১। নগদ মুদ্রা এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নিম্মিত বাসন পত্র ইত্যাদি—	৩০ কোটী
২। মণিমুক্তা—	২৫ "
৩। ময়ূর সিংহাসন—	৯ কোটী
৪। কামান, আসবাব পত্র, রসদ সামগ্রী প্রভৃতি—	৪ "
৫। কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি—	২ "
মোট—	৭০ কোটী

ইহা ছাড়া তিনি—৩০০ হস্তী, ১০০০০ অশ্ব ও ১০০০০ উষ্ট্র লইয়া যান।

নাদির শার দিল্লী পরিত্যাগ

১লা মে তারিখে তিনি দরবার বসান। তিনি নিজ হস্তে মোহাম্মদ শাহের মস্তকে হিন্দুস্থানের শাহী তাজ পরাইয়া দেন। এই ভাবে ২য় বার ভারত সম্রাট হওয়ায় প্রতিদানে মোহাম্মদ শাহ উত্তরে কাশ্মীর হইতে সিন্ধু দেশের প্রান্তসীমা পর্যন্ত সিন্ধু নদের পশ্চিম পারস্থ সমস্ত ভূভাগ নাদির শাহকে অর্পণ করেন। ৫ই মে তারিখ তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করেন।

নাদির শার প্রত্যাবর্ত্তনের পর ভারতের অবস্থা

নাদির শাহের প্রত্যাবর্ত্তনের পর ভারতের রাজনৈতিক বিপর্য্যয় অতি তীব্রভাবে দেখা দিল। সিন্ধুনদের পশ্চিমপারের অঞ্চলগুলি মোগলসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ফলে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের দ্বারস্বরূপ খাইবারপাশও হাতছাড়া হইয়া গেল। সুতরাং পশ্চিম দিক হইতে ভারতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা সহজ সাধ্য হইয়া গেল।

অন্তর্দ্বন্দ্ব, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, ঈর্ষা ও রেষারেষি এবং মারাঠা ও অন্যান্যদের ক্রমাগত বিদ্রোহের ফলে মোগলসাম্রাজ্য এমনিতেই টলটলায়মান অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, নাদির শার আক্রমণ ও শোষণের ফলে উহার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল।

অবশ্য ১লা মে তারিখে অনুষ্ঠিত দরবারে নাদির শাহ ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পর মোহাম্মদ শাহের দ্বারায় শাহী ফরমান জারী হইবে এবং খোতবাতে তাঁহার নামের

www.ahlehadeethbd.org

পরিবর্ত্তে মোহাম্মদ শার নাম পঠিত হইবে এবং তখন হইতে যে সব মুদ্রা প্রস্তুত হইবে তাহাতে মোহাম্মদ শার নামই লিখিত থাকিবে। তাহা ছাড়া ঐ তারিখে তিনি নাসীরজঙ্গ, নাসীরউদ্দৌলাহ, রাজা শাহু ও বাজীরাও এর নামে ৪ খানা ফরমান জারী করিয়া নির্দ্দেশ দিয়া যান যেন তাঁহারা তখন হইতে মোহাম্মদ শাহের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তাঁহার আদেশ নিষেধ মান্য করিয়া চলেন।

কিন্তু শুধু উপদেশে কোন কাজ হয় না। উহার পশ্চাতে শক্তি থাকা চাই আর শুধু শক্তি থাকিলেই চলিবে না, উহাকে সুসংহত করা চাই এবং প্রয়োজন মত উহার সুব্যবহার করা চাই। কিন্তু কে তাহা করে? এই ঘটনার পর মোহাম্মদ শাহ্ আরও ১০ বৎসর জীবিত ছিলেন। হৃত শক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। শাসন ব্যবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

উজিরের পদ কে হস্তগত করিবেন এর জন্য আমীর ওমরাদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম লাগিয়াই রহিল। সভাষদদের মধ্যে দলাদলি ও রেষারেষি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ভীষণভাবে উলঙ্গ ও বীভৎসতার সহিত প্রকাশ পাইল এবং অবশেষে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ শার মৃত্যুর পর তাঁহারা দিল্লীর রাজপথ ও রাজধানীর বহির্ভাগে প্রকাশ্য যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

মারাঠারা এই সুযোগে পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত সুবাগুলিতে নিজেদিগকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার মত সৈন্য, লোকবল, সৈন্যাধ্যক্ষ কিছুই দিল্লী সম্রাটের ছিল না। বিনা বাধায় তাহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে বিহার, উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা পর্য্যন্ত লুঠপাট করিতে লাগিল।

এত বড় আঘাতেও সম্রাট বা তাঁহার সভাষদদের শিক্ষা হয় নাই। তাঁহাদের নীতিভ্রষ্টতা, ব্যভিচার ও বিলাসজীবন সমান ভাবেই চলিয়াছিল। এহেন মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পতনের পর কোন জাতি যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে পারেনা, তাহা বলাই বাহুল্য এবং পরিণামে তাহাই ঘটিয়া গেল।

নিজামুল মুল্কের কার্য্যকলাপ

এই ঘোর দুর্দ্দিনে একমাত্র ভরসা ছিল নিজামুল-মুল্ক। কিন্তু সম্রাটের দুর্ভাগ্য, ভারতের দুর্ভাগ্য, তাঁহার সাধুতা, তাঁহার যোগ্যতা তাঁহার কর্ম্মনৈপুণ্য অকার্যকরী হইয়া রহিল।

তাহা ছাড়া তৎকালে তিনি ৮২ বৎসরের বৃদ্ধ। অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিতেছে এই ধারণায় তাঁহার পুত্রেরাও প্রভূত্ব ও ক্ষমতালাভের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রধানতঃ তাহাদের ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব বিরোধের জন্যই তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে গমন করিতে হইল এবং উহা নিরসনের পূর্বেই মৃত্যু আসিয়া তাঁহার কর্ম্মময় জীবনীর পরিসমাপ্তি ঘটাইল। *

* William Irvine প্রণীত "Later Mughals" নামক পুস্তক হইতে প্রধানত: সঙ্কলিত —লেখক।

সমাপ্ত

www.ahlehadeethbd.org

আর্দালী

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার

প্রথম যেদিন সিনিয়র মুনছেফ কোর্টের এজলাসে আসন গ্রহণ করিয়া জাঁকিয়া বসিলাম,—সেদিন অনেকগুলি নানা বয়সের, নানা আকারের ও নানা পোষাকের লোক আসিয়া ছালাম জানাইয়া গেল। অনেক বেলায় একটি মূর্ত্তি আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত তাড়াতাড়ির সাথে বলিয়া ফেলিল,—"আদাব, পেশকার সাহেব।"

এজলাসের কাজ গুছানোর মধ্যে অতিশয় ব্যস্ত থাকিলেও তারদিকে চোখ না তুলিয়া পারিলাম না। মূর্ত্তিটীর শরীর বে-মানানভাবে লম্বা, আরও বে-মানানভাবে হাল্‌কা, বর্ণ মিশমিশে কালো, মুখখানি লম্বা, দাঁতগুলি বড় বড়, চুলগুলি রুক্ষ ও খাড়া খাড়া, চোখ কোটরাগত, চাহনী নিষ্প্রভ। দেখিলে মনে হয়, অযত্নে বর্ধিত এই অবহেলিত দেহখানার তত্ত্ব লইবার জন্য এই বিশাল পৃথিবীতে কেহই নাই।

একটু রুষ্টভাবেই তারদিকে তাকাইলাম। সে থতমত খাইয়া বলিয়া ফেলিল, "ছালাম হুজুর।" সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? নাম কি? সে যেন এতক্ষণের মুখ বন্ধ ভরা-কলসী ঢালিয়া দিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমি এই কোর্টের আরদালী, নাম আবদুর রায্‌যাক, লোকে ডাকে রাজেক আলী বলিয়া। আগে বাবুরা ডাকিত "রজক" বলিয়া। নিজের নামটা সে এমন বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিল যে তার গুণগ্রাম সম্বন্ধে আমার রীতিমত সন্দেহ হইল। যদিও কোর্টের এজলাস কাহারও সহিত সখ্যতা করিবার স্থান নয় এবং যদিও পেশকার বাবুগণ সাধারণতঃ সমাগত মানুষগণের পকেটের খবর যতটা জানিতে ইচ্ছুক, অন্য খবর জানাইতে চাহিলেও ততটা জানিতে ইচ্ছুক নহেন, তথাপি সব নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবেই প্রসন্নকণ্ঠে তাহাকে বলিলাম,—"তোমার নামটা লিখে দেখাওত।" বলিয়াই ফাইলের প্রতি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলাম।

"হুজুর দেখুন" বলিয়া সে একখানা কাগজ আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। দেখিলাম,—সুন্দর পরিষ্কার অক্ষরে আরবী বাংলা ও ইংরাজী তিনটী ভাষায় সে নিজের নাম সঠিক ভাবে লিখিয়াছে। বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—কতদুর লেখাপড়া করেছ?

"জুনিয়র পাশ করেছিলাম ফাষ্ট ডিভিশনে। আশা ছিল—টাইটেল কোর্স পাস করে এম, এ পাশ কর'বো। কিন্তু রক্তে হারামের বীজ থাকলে কোন ভাল আশাই ত পুরণ হয়না হুজুর।

কী রকম?

সে বলিল, "এই আদালতের পেয়াদাগিরী ক'রে দাদাজী অনেক জমিজমা ও ঘরবাড়ী ক'রেছিলেন। শেষে মক্কাশরীফ গিয়ে হজ্বও ক'রেছিলেন। আমার ওয়ালেদ ছাহেবও সেই পথ ধরে আদালতে ঢুকেছিলেন। আগে নাকি অফিস আদালতের নাম শুনলেই লোকে ভয়ে কাঁপত। সদরেও পয়সা ছিল, মফঃস্বলে গেলে ত কথাই নাই। তাছাড়া বড় বড় সাহেবসুবোর ফাইফরমাস খাটলে মোটাবখ্‌শীশ মিলত। এখন সেদিনও নাই, সে মানও নাই। রুই কাত্‌লা বড় একটা আসেনা, চুনোপুঁটি যা পাই,—শিয়াল শকুনির মত সকলে টানাটানি করে খাই। অনেক সময় এক আধটু জুলুমবাজীও হয়। এই জন্যই পেয়াদার বংশে আজিও ভাল লোক পয়দা হয় নাই।

কিছুক্ষণ কাঁচুমাচু করিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া আর্দালী বলিল,—"আজকের হাজিরাগুলি আমাকে দিন হুজুর। ডেকে দেখি, সব পক্ষ এসেছে কিনা।" আমি কোন প্রকার সন্দেহ না করে হাজিরার কাগজগুলি তার হাতে দিয়া বলিলাম, "হা দেখ, সব মামলার পক্ষগণ এসেছে কিনা। সক-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লকে ঠিক থাক্‌তে বল। সাড়ে এগারটার সময় থেকে মামলা আরম্ভ হবে।" সে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে বড় বড় দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, ঠিক সময়ে সব কাজ করার মত ভাল মানুষ আমরা এখনও হই নাই, হুজুর। সেটা আরো দেরীতে হবে। সবেত পাকিস্তানের এই পাঁচ বছর।"

আর্দালীর তীক্ষ্ণখোঁচা মারা কথাগুলি আমার ভাবপ্রবণ মনের আনাচ-কানাচগুলি যেন প্রবল ঝন্‌ঝাবায়ুর মত ওলট-পালট করিয়া দিয়া গেল। আজ প্রত্যেক পাকিস্তান-হিতৈষীর ন্যায় অতি ক্ষুদ্র আমিও যখন ভাবিতে শুরু করিয়াছি—তাইত, কি আশা করিয়াছিলাম, কি পাইতেছি, কি ভাবিয়াছিলাম, কি দেখিতেছি, যখন কল্পনা ও বাস্তবের, চাওয়া ও পাওয়ার সবিপুল সংঘাতের মধ্যে কবির ভাষায় আমাদের মনের অবস্থা "জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে, জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই বাজেনারে"—তখন সারা পাক-বাংলার মুক জনগণের সুগভীর আত্ম-প্রত্যয়ের প্রতি-ধ্বনি করিয়া এই আর্দালী বলিতেছে, "ভয় নাই। সময় আসিলে সবই বাধ্য হইয়া ঠিক হইবে। পুরাতন দিঘীর উপরের শ্যাওলার নীচে পরিষ্কার পানির মত ক্ষমতামত্ত উপরতলার সমাজের শত প্রকার অনাচার সহিয়াও নীচতলার সুবিপল গণজীবনের শুভ্র-নির্মল প্রাণশক্তির বলে এদেশ দাঁড়াইয়া আছে। দামী শিশির মধ্যে পচা আতরের মত আমাদের পদস্থ ব্যক্তির অধিকাংশই পদের মহিমায় বাজার মাত করিতে চান, ব্যক্তিত্বের মহিমায় নিজের দাম বাড়াইতে অভ্যস্ত হন নাই। তার জন্য আফছোছ করিয়া ভাঙিয়া পড়িবার কারণ নাই। সময়ে এই সব পঙ্কিল ফেনারাশি অপসারিত হইতে বাধ্য, জাতীয় জীবন গঠনে সময়ের আবশ্যক—ইত্যাদি ইংগিতগুলি তার কথায় ফুটিয়া উঠিয়া হৃদয়ের গ্লানি যেন ভবিষ্যত মঙ্গল-মাধুরীতে ধুইয়া গেল।

বাহিরে আর্দালীর গলা সপ্তমে চড়িয়াছে। বাদী—গোকুল পরামাণিক হাজির—প্রতিবাদী রজিমদ্দী সর্দার হাজির—সাক্ষী আঁধারী মণ্ডল, করিম সরকার হাজির—ইত্যাদি। আল্লাহ তাহাকে গলারসুরের মহাসম্পদ দান করিয়াছেন। সুদীর্ঘ আদালত ভবনের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত তারসুরের রেশ ঢেউখেলিয়া বেড়ায়। মামলার পক্ষগণ যে যেখানে থাকে, ছুটিয়া হাজির হয়। হাজিরা কাগজগুলির দিকে তাকাইয়া ফিসফিস করিয়া আর্দালী বলে, "এইযে পরামাণিক ছাহেব, এদিকে আসুন। আপনার মামলা বড়, অনেক সাক্ষীসাবুদ এনেছেন—বহুত টাকা পয়সা খরচ ক'রে, আজ মামলা শেষ না হলে আপনার ত খুবই ক্ষতি হবে। জানেন ত আমি হাকিমের খাস আরদালী,—হুজুর আমাকে খুব ভালবাসেন। আমাকে বখ্‌শীষ দিয়ে খুশী করুন, মামলা জিতিয়ে দেব। শীগগীর বের করুন, দেরী হ'লে সব মাটি হবে ইত্যাদি—বিশ বৎসর চাকুরীজীবনে তার এসব কথা এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, চক্ষুলজ্জার ধারটুকুও যে এখন আর ধারেনা। আমাকে যেটুকু সমীহ করিয়া সে ফিসফিস করিয়া কথা কহিতেছিল, গুরুত্বটুকু এখনই নষ্ট করিতে ইচ্ছা হইলনা, অগত্যা চুপ করিয়া রহিলাম।

বিকালের দিকে সেই সকল পক্ষগণ যখন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"কই আমাদের মামলাত হ'লনা। আপনি কেমন ধারা লোক? তখন সে মুখ নীচু করিয়া বলে, "হাকিম সারাটা দুপুর খাসকামরায় ঘুমান আর শেষ বেলা এজলাসে উঠেন, তার আমি কী করব? হুঁ এরাই বিচারক খোদার গজব হবে বান্দার হক নষ্ট করলে।" একজন গরীব লোক শিশু সন্তানসহ মেয়েমানুষ আনিয়াছিল কোন্ একটা মামলায়। সামান্য পাঁচ মিনিটেই তার কাজ শেষ হইত। কাজ না হওয়াতে বেচারা চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল। একজন বৃদ্ধগোছের লোককে বলিতে শুনিলাম, "আল্লাহ পাকিস্তানের হাকিমদের সুমতি দাও। অন্য একজন মাতব্বর গোছের লোক বলিলেন, "সব হাকিমত এক সমান নয়। এখানকার জজ সাহের ফেরেশতার মত মানুষ। দুই একজন লোক খারাপ।" মামলাগুলির দিন ফেলিতে ফেলিতে অস্বস্তিতে আমি ঘামিয়া উঠিলাম।

পয়সা আদায়ের ব্যাপারে সে অনেক সময়ই বাড়াবাড়ি করে। কখনও বহু দূর পর্য্যন্ত মক্কেল-গণের অথবা তাদের উকিলগণের পিছনে ছুটিয়া যায়। অনেক ছোট বড় কথা কানে আসিতে থাকে। দুই একজন পশারহীন উকিলের মুহুরী জনান্তিকে খোঁচা মারা কথা শুনাইয়া যায়। এমন সব ব্যাপারে সাধারণতঃ পেশকার বাবুরা নীরব থাকেন।

www.ahlehadeethbd.org

আমার পক্ষে এ সব নোংরামী সহ্য করিয়া কাজ করিয়া যাওয়া ক্রমেই অসহ্য মনে হইতেছিল। যে ভয় এত দিন মনে মনে করিয়াছিলাম, তা যেন নেপথ্য হইতে মুখ ভেঙচি দিতে লাগিল। এদেশে জান বাঁচানো খুব কঠিন নয়, কিন্তু মান বাঁচানো অতিশয় কঠিন। সুতরাং যাহোক একটা কিছু করিবার জন্য দেহমনে কাঁটার খোঁচা অনুভব করিতে লাগিলাম। কয়েক দিন মনে মনে মশ্‌ক করিবার পর সুযোগ বুঝিয়া এক দিন তাহাকে খুব ধম্‌কাইয়া দিলাম এবং তাহাকে আরও ভড়কাইয়া দিবার জন্য বলিলাম, "শয়তান, তুমি আমার নাম করিয়া লোকের কাছ থেকে পয়সা আদায় করিয়া খাও। এতদূর তোমার আস্পর্ধা? দাঁড়াও, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।"

আর্দালীর মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল। অনেকক্ষণ আবেগ-উদ্বেল ভাবে আত্মসংযম করিতে চেষ্টা করিল। অবশেষে ব্যর্থ হইয়া সে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল এবং নিতান্ত শিশুর মত দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "এমন মিছে কথা যারা বলেছে, খোদার লা'নত পড়ুক তাদের উপর। কতখানি মজবুর হয়ে যে আমি বিবেকের বিরুদ্ধে এই কাজ করি, তা আল্লাহ—জানেন।" অবিরল ধারায় অশ্রু তাহার দুই গণ্ড দিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইলাম। নিজের নৈতিক-চরিত্রের বাহাদুরী ফলাইতে গিয়া তার মনে রূঢ় আঘাত দিয়াছি—এই লজ্জায় একেবারে মুষড়িয়া পড়িলাম। তার অশ্রুসজল করুণ আকুতির সমুজ্জ্বল আলোকে আমার এত দিনকার প্রচ্ছন্ন অহমিকা যেন বিকট চেহারায় আত্মপ্রকাশ করিল, এতকাল নিজের শ্রেয় মন্যতার আঁধারে যার অস্তিত্ব টের পাই নাই।

আহত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সত্যই কি তোমার এ সব বাজে পয়সা না নিলে চলেনা?"

সে ধীরে ধীরে বলিল, "কথা নয়, কাজ দিয়ে দেখাব।"

পর দিন বাজারের পথে তার সাথে দেখা। হাতে একটা সুন্দর গেন্‌জী। জিজ্ঞাসা করিলাম, এমন সুন্দর গেন্‌জী কোথায় পেলে? দাম কত?

আর্দালী এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, অনেক কষ্টে বড় মিলের ম্যানেজারের সাথে দেখা ক'রে এটা জোগাড় করেছি। দাম আড়াই টাকা।"

একটু রুষ্ট হইয়া বলিলাম, তোমার কি আড়াই টাকা দামের গেন্‌জী গায়ে না দিলে চলেনা?

সে বলিল, আমি কেন এত দামের গেন্‌জী গায়ে দেব হুজুর? কাল সাহেব গায়ের গেন্‌জী দেখাইয়া বলিলেন, "এই রকম একটা গেন্‌জী নিয়ে এস, অথচ দাম দিলেন দেড় টাকা। কী করব?

সে যে কী করিবে, আমারও তা জানা ছিলনা, কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম।

দিন দুই পরে হঠাৎ দুপুর বেলা সে আমার সামনে একটা কাপড়ের পোটলায় কী যেন আনিয়া ফেলিল এবং আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এজলাসে তখন লোক ছিলনা। একটু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ সব কি?

সে পোটলা খুলিয়া দেখাইল, কয়েকটা ডিম, কিছু মাছ এবং একটা ছোবড়া ছাড়ানো নারিকেল। ব্যাপারটা অনুমান করিয়া বুঝিবার আগেই সে বলিল, "আচ্ছা আপনিই বলুন বাজারের অবস্থা সব দিন কি সমান যায়? তাছাড়া আষাঢ় মাসে বাজারে মাছ আসে খুবই কম। অথচ বিবি সাহেবার হুকুম, আট আনার মাছ আনতে হবে। সাত আটজন লোকের বাজার করতে হয়—আমার নিজের পয়সায়। ওঁরা পরের দিন দাম দেন। কখনও দুই তিন দিন অন্তরও দেন। নগদ পয়সা চাইলে সাহেব মেম দুজনেই দাঁত খেঁচিয়ে উঠেন। আজ এই মাছ একটু নরম হ'য়েছে, ডিম কয়টা নাকি কাঁজি হ'য়ে গেছে, নারকেলটা নাকি শুকনা। বাজার করতে করতে চুল পাকিয়ে ফেললুম। এমন আর কোন দিন দেখি নাই। আপনি ত জানেন, বাজারে এসব জিনিষ কোন দিনও ফেরত নেয়না। অথচ ও সব জিনিষের বদলে ভাল জিনিষ না দিলেও রক্ষা নেই। আমার

www.ahlehadeethbd.org

মত গরীব মানুষ কেমন করে পারবে এসব ?

আমি স্তম্ভিত ভাবে তার কথা শুনিতে ছিলাম। শিক্ষিত নামধারী মানুষের অবিবেচনা, ইতরামী নোংরামীর দরুণ অনেক নিরীহ মানুষের অনেক প্রকার দুর্ভোগ স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু একি? এযে বিচারাসনের প্রশ্ন! বিচারকের মনোবৃত্তি ও বিচারবোধ যদি ঐ নীচুস্তরের হয়, সেটা যে দেশের অকল্যাণ! আল্লাহর গজবে যে দেশের শান্তি শ্রী থাকেনা। আমার সমস্ত শরীর ঘামিয়া মাথা ঘুরিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া সে আবার বলিল, "বেটা নাকি শরীফ খান্দানের লোক, অথচ বাসায় ভুলেও একবার আল্লাহর নাম শোনা যায়না। নামাজ রোজা ত কোন দিনও নাই। এদিকে শরাফতীর দেমাকে মাটি ফেটে যায়? কিন্তু এত মোটা টাকা মাইনে পেয়েও একটা চাকর রাখেনা। পাঁচ ছয়টী ছেলে মেয়ে, এক একটা যেন একেবারে বুনো গাধা। মুখে বড় মানুষীর দেমাক ছাড়া একটু আদব-লেহাজ নাই। জ্বালাতন ক'রে মারে, প্রতিবেশীরা এদের দেখ্তে পারেনা। এগুলোর গোছল করানো, খাওয়ানো, স্কুলে নেওয়া-আনা সবই করতে হয়। তার উপর পয়সা কড়ির এই জুলুম। আমি কী করব?"

অসাড়ের মত ক্লান্তকণ্ঠে বলিলাম, এসবই ত বে-আইনী হুকুম। তুমি না করলেই পার।

ক্ষুব্ধস্বরে সে বলিল, আইনের কেতাবে কি অন্যায় কথা লেখা থাকে? কোরআন হাদীছেত এর চেয়েও কড়াশাসন আছে। অন্যায় জুলুম ক'রলে যে গোনাহ, স্বয়ং আল্লাহ মাফ ক'রবেননা। আসল কথা হচ্ছে, যারা খচ্চর স্বভাবের লোক, তারা কোন শাসনই মানেনা এক প্রবৃত্তির শাসন ছাড়া। আপনি যে তাদের হুকুমে 'না' করতে বলেন, তা আমাদের মত গরীবের পক্ষে কি সম্ভব? সেদিন সেকেণ্ড কোর্টের পিয়ন মহীউদ্দীন বাসায় এঁটো বাসন ধু'তে 'না' করেছিল, তাতে সে বাসার বিবি সাহেবা তাকে গালিগালাজ করেন। সেও দুই চার কথার জওয়াব দিয়েছিল। ফলে অফিসের কাজে দোষ বের ক'রে হাকিম তাকে ছয় মাস সাসপেণ্ড করেছেন। বলুন, আমরা কি তাদের শত্রু হ'তে পারি? তবে আমি বল্‌ছি—জুলুমের প্রতিশোধ একদিন পাবেই। আখেরাতে ত পাবেই, দুনিয়াতেও পাবে। নইলে আল্লাহর হুকুমের খেলাফ হয়।"

মজলুমের ফরিয়াদ বিনা-বাধায় আল্লাহর দরবারে পৌঁছিয়া বিশ্ব-প্রকৃতিতে কাঁপন জাগায় ইহা হাদিছের কথা। আর্দালীর বিক্ষুব্ধ মনের করুণ অভিযোগ কী অকল্যাণরূপে ইহাদের মাথায় নামিয়া আসিবে, তাই ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

কয়েক দিন পরের কথা। আর্দালী বলিল, "আমার গরীবখানায় একবার কদম রাখ্‌তে হবে হুজুর।" ভাবটা বুঝিয়াই বলিলাম, "তুমিত জান আমি পেটের ব্যারামের রোগী। কারও বাড়ীতেই খাইনা।" সে হাতজোড় করিয়া বলিল, "দোহাই আপনার। যা কিছু সামান্য জোগাড়, তা আমার মাইনের পয়সা থেকে করেছি। আমার স্ত্রী খুব পরহেজগার, নামাজ রোজার পা-বন্দ। এ সব বিষয়ে তার খুব নজর কড়া। আপনার কথা তাকে বলেছি। সে আপনাকে খুব ভক্তি করে। এ তারই অনুরোধ। আপনি যদি অস্বীকার করেন, তার কাছে আমার মুখ থাকবেনা।" দীনদার পরহেজগার মেয়েদের সম্মান রক্ষাকরা ওয়াজেব। অগত্যা রাজী হইলাম।

আর্দালীর বাড়ীতে পা দিয়াই বুঝিলাম, সে ভাগ্যবান। তার ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে যেন একটা জীবন্ত পুণ্য শ্রী বিরাজ করিতেছে। পরিষ্কার ঘর-দোর, সুপরিচ্ছন্ন উঠান, এক পাশে কয়েকটা ফুলের গাছ। ঘরের পিছনে সামান্য জায়গা টুকুতে লাউ, কুমড়া, মরিচ, বেগুন গাছ। মোরগ মুরগীর আবাদও আছে। বুঝিলাম, আর্দালী এমন অমানুষী পরিশ্রম করিবার শক্তি কোথায় পায়। তার এই দুঃসহ জীবনের বোঝা বহন করিবার শক্তি-কেন্দ্র অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে গরীয়ান। ফল্গুধারার মত তার জীবনের উপরকার উস্‌কো-খুস্‌কো চেহারার নীচে যে অতুলনীয় প্রাণপ্রবাহ বিদ্যমান, তার উৎস-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুখ হইতেছেন তার পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী। সত্যিকার গৃহলক্ষ্মীর পুণ্যপ্রভা ব্যক্তিত্বের একটি মৌনমুখর ভাষা আছে, যার অনুরনন সেই গৃহ অতিবাহন ক'লে পথিকের অন্তর স্পর্শ করিয়া মুগ্ধ করিয়া দেয়।

আর্দালী বাড়ী ছিলনা। তার স্ত্রীই ছেলের মারফত আদর অভ্যর্থনা, খাওয়া পেওয়া সব ব্যবস্থাই সম্পন্ন করিয়া দিলেন।

দরজার আড়াল হইতে তিনি বলিলেন—বাবা, আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমি কী করব বলুন ?

বলিলাম,—কিসের সম্বন্ধে বলছ ?

"আমার স্বামীর সম্বন্ধে। এমন আত্মভোলা মানুষ ত আর হয়না। মাসের প্রথম দিনেই মাইনের পঞ্চাশটি টাকা আমার হাতে এনে দিয়ে তিনি খালাস। চারটী ছেলে মেয়ে নিয়ে কী অবস্থায় আমার দিন কাটে, তা আল্লাহপাক জানেন। বড় মেয়েটি বিয়ের যোগ্য হ'ল, দুইটি ছেলে স্কুলে যায়। কী ভাবে যে আমাদের দিন কাটে, তা বাইরের অন্য কেউ না বুঝলেও আপনি বুঝবেন। তাতেও আমার দুঃখ নেই। আল্লাহর উপর নির্ভর করে শান্তিতেই আছি। আমার দুঃখ হচ্ছে, স্বামী এমন হ'লেত তার আখেরাত নেই। ভোর রাত্রি উঠে যায়, রাত দশটা এগারটায় অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরে। কোনদিন দুপুরে এসে একমুঠো খেয়ে যায়, কোন দিন তাও হয়না। ওজু-নামাজ ত দূরের কথা, অনেক দিন পা দুখানা যে ধুয়ে দেব, সে সুযোগ না দিয়ে শুয়ে পড়ে। বলে, তিন চার জন হাকিমের বাড়ীর ফরমাস খেটে অন্য চিন্তা করবার সময় কোথায় ? এত বলি, ওরা হৃদয়হীন, তোমাকে তারা মিষ্ট কথা বলে শুধু কাজ আদায়ের জন্য, লাভের জন্য। তুমি ওদের সব কথায় কান দিওনা। কিন্তু কিছুতেই সে কথা গ্রাহ্য করেনা।

জিজ্ঞাসা করিলাম, জীবনভর কি তোমাদের এই অবস্থা চলছে ?

সে বলিল,—"না, মাঝে মাঝে দু একজন ভাল মানুষ হাকিম আসেন, তখন অনেকটা আরামে থাকি। এর আগে সাবজজ চৌধুরী সাহেব একদিন বাড়ীর উপর এসে ঘরদোরের অবস্থা দেখে কিছু টাকা কর্জ দিয়ে বল্লেন, ঘরের মেঝেটা পাকা ক'রে নাও। মেঝেও পাকা হ'য়েছে, অল্প অল্প ক'রে তার টাকাও শোধ দিয়েছি। আল্লাহ্ পাক তাঁর জানবাচ্চার খায়ের করুন।" কৃতজ্ঞতায় তার গলার স্বর ভারী হ'য়ে উঠলো।

কী সান্ত্বনার বাণী শোনাব এই পাক-ললনাকে ? অনেকক্ষণ অভিভূতের মত থাকিয়া বলিলাম—"তুমি ছবর কর মা! তোমার মত মেয়ের স্বামীর আখেরাত মন্দ হ'তে পারেনা। তার আকীদা ঠিক আছে, দুরবস্থার চাপে ছন্নছাড়া হ'লেও এমন ভাব সব সময় থাকবেনা।"

পরদিন আর্দালীকে বলিলাম, "তুমি কেন এই ভাবে পরের জন্য খেটে খেটে ভূত হচ্ছ ? নিজের স্ত্রী ও পরিবারের প্রতি কর্তব্য করছনা। মনে বল সঞ্চয় কর। তোমাকে বে-আইনী ভাবে খাটানোর অধিকার কারও নাই।"

সে বলিল, "কথাটা কি জানেন ? এই সব মানুষ হঠাৎ আঙুল ফুলে বটগাছ হ'য়েছে, নিজের খেই ধরতে পারেনা তাই ব্যক্তিগত কাজের ত্রুটির জন্য অফিসের পিওন-আর্দালীকে সাসপেণ্ড করতে এদের বিবেকে বাধেনা। আজ বিশ বছর চাকুরী করছি, কোন দিন কারও কড়া কথা শুনি নাই। কাজেই ভয় হয়, এখন বুড়ো বয়সে বে-ইজ্জতি না হই।"

পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনিলাম, "নাজির সাহেব, কী ভাবতে ভাবতে পথ চলছেন ?" চাহিয়া দেখি, পাশের বড় অফিসের নাজির শফিক সাহেব। মন অত্যন্ত তিক্ত ছিল। তিক্ত ভাবেই বলিয়া ফেলিলাম, "আচ্ছা দেখুন, শ্মশান বলতে যেমন বুঝা যায়, সেখানে মরালাশ আর শিয়াল শকুন আছে, নাজিরখানার নাম শুনলেও তেমনি মনে হয়, সেখানে ঘুষ, তোষামুদী আর জুলুমবাজী আছে। কারণ বলতে পারেন।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ভাই আমাকে গাল দিয়ে লাভ কী ? আমরা নিমিত্তের ভাগী মাত্র। চাকুরী রক্ষার খাতিরে উপরওয়ালার অনেক ফরমাশ মানতে হয়—যা আইনে নাই। পারলে গোড়ার গলদ দূর করুন।"

অস্তমান অংশুমালীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তার দিন শেষ কত সুন্দর ? এই বৃদ্ধের ব্যথাভরা মুখছবির মধ্যে দেখিলাম—লক্ষ মানবের নিপীড়িত জীবনছবি। উহা সুন্দর নয়, অসুন্দর, তার অন্তরের সীমাহীন রোষতাপ যেন ওই সান্ধ্য-গগনের গায়ে উঠছে হাবীয়ার জ্বালাময়ী রক্তিম-রেখায়। সভয়ে শুনিলাম, পাক-মাটির অন্তরতল কাঁপাইয়া রোষ গর্জন উঠিতেছে—"নফছানীয়াৎ এর শয়তান তুমি দূর হও, পাক-মানবের পাক-মানস হইতে দূর হও।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মহাভুল

আতাউল হক

দেহের সৌন্দর্য্য রক্ষা অবাঞ্ছিত নহে ;
প্রাণের সৌন্দর্য্য যাহা দেহে-প্রাণে রহে
তা'র রক্ষা শ্রেষ্ঠতম। প্রাণ বিশ্রী হ'লে
সুন্দর দেহের চক্ষু ভ'রে উঠে জলে !
গোলাপের রূপ আছে, তাহার পরাণ
রূপেরও লীলাক্ষেত্র ; দেহ এবং প্রাণ
উভয়ে করেছে তা'রে স্বার্থক সুন্দর !
রূপসী শিমুল-প্রাণে রয়েছে আতর ?
শরীরে সৌন্দর্য্য চাই, রূপ চাই প্রাণে ;
কথাতে হয়না গান, সুর চাই গানে !

মানুষের ভুলে আজ অশ্রু মোর চোখে।
দৈহিক সৌন্দর্য্য নিয়ে তা'রা এ-ভূলোকে
আত্মহারা, রিক্ত আত্মা করিতে সুন্দর
উদাসীন দেখি সবে ! তাই অতঃপর
সুন্দর নয়নে দেখি অশ্রুর প্রবাহ ;
বিশ্বতলে বহ্নি জ্বলে তাই অহরহ !

দেহের সৌন্দর্য্য লাগি, শিল্প অগণন
প্রতিষ্ঠিত হ'ল। নিত্য বহু প্রসাধন-
দ্রব্যে এবং চিত্তহারী বসন-ভূষণে
প্রসাধন-কক্ষ পূর্ণ দৈহিক কারণে।
বুভুক্ষু পরাণে ঢাকি' মোরা আজি হায়
দেহেরে যোগাই অন্ন ! অজস্র টাকায়,
প্রাণান্ত সাধনা বলে সভ্যতা-পূজারী
নিজেরে সুন্দর করে দিবা-বিভাবরী !
স্থাপিত হয়েছে দেশে স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান
সাধিতে সুচারুরূপে দেহের কল্যাণ।
গুণী-জ্ঞানী নিয়োজিত, করে তা'রা কাজ ;
দৈহিক সৌন্দর্য্যে নর আজি মহারাজ !

সৃষ্টির মুকুট-মণি মানুষের দেশে
লাঞ্ছিত হইল প্রাণ ; আত্মা-ভূমি চ'ষে
ফুলের ফসলে সৃষ্টি হ'ল না নন্দন !
সুন্দর পোষাক পরি' করিছে ক্রন্দন ;
সুন্দরের আবরণে ফিরি বনে বনে ;
চূর্ণ করি' অবহেলে রত্ন সিংহাসনে ;
বসি ঘৃণ্য আঁস্তাকুড়ে

চিত্ত-রূপাগার
সমৃদ্ধ হ'ল না বিশ্বে তাচ্ছিল্যে সবার !
নগ্ন চিত্ত রূপাগারে অধিষ্ঠিত নাই
চিত্ত-রূপ-অধিপতি ; যাঁ'র সাধনাই
এনেছে সৌন্দর্য্য প্রাণে, সেই নূর-নবী
নির্ব্বাসিত রূপ-গৃহ হ'তে !

আজ সবি
অসুন্দর তাই। চিত্ত-রূপ গেছে ভেসে,
মনুষ্যে দেখি না তাই সুন্দরের বেশে !
সুন্দর দেহের যত অসুন্দর প্রাণ
বিশ্বতলে আনে নিত্য লক্ষ অকল্যাণ—
আনে বহ্নি গুলিস্তানে ! সভ্যতাভিমানী
মানুষ সৃজিতে নারে শুভ্র-কিরীটীনী
স্বর্গ-সৌধ অশ্রু-স্নাত এই বিশ্বতলে ;
লোল-জিহ্বা অগ্নি-শিখা জ্বলি' পলে পলে
শ্মশান আনিল কুঞ্জে !

সৌন্দর্য্য দেহের
ম্লান হ'য়ে পড়ে খসি' ! বিধাতা বিশ্বের
স্তব্ধ হয় নিরখিয়া ছলনার হাসি !
রিক্ততায় ক্ষুব্ধ প্রাণ অশ্রুনীরে ভাসি'
মুক্তি মাগে—বিশ্বে এসে হৈম সিংহাসন
জুটিল না তার !

উঠে করুণ কাঁদন
ঊর্দ্ধ নভে ! তবু গাহি মোরা গান ;
কে কাঁদে, ক্ষণিক মোরা করি না সন্ধান !

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আহ্‌লেহাদীছ পরিচিতি

অনুবাদ : এম, এ, কুরায়শী **মূল :** ইমাম ইব্‌নে হয্‌ম, শয়খুল ইছ্‌লাম ইব্‌নে তয়মিয়াহ, হুজ্জাতুল ইছলাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ

[আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ ও পটভুমিকা সম্পর্কে কোনরূপ দ্বিধা ও সন্দেহের অবকাশ না থাকিলেও প্রধানতঃ অজ্ঞতা এবং আনুসংগিক ভাবে দলীয় স্বার্থপরতা বশবর্তী হইয়া ঘরে ও বাহিরে অর্থাৎ মুছলিম সমাজের মধ্যে ও মুছলিম-বিরোধী দল সমুহের পক্ষ হইতে নানারূপ বিভ্রান্তি ও প্রহেলিকা দীর্ঘকাল হইতে সৃষ্টি করার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ইহার পরিণতি স্বরূপ মুছলমানগণের বিভিন্ন দলীয় শাখা ও উপশাখাগুলি এই আন্দোলনকে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দী একটি স্বতন্ত্র ফির্কারূপে ধারণা করিতেছেন এবং এই কারণে স্বয়ং আহ্‌লেহাদীছগণও এই আন্দোলনকে তাহাদের সুবিধাবাদ নীতির অন্তরায় মনে করিয়া বিভিন্ন পথে ও মতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। আহ্‌লেহাদীছগণের চৈতন্য সম্পাদন এবং সর্বসাধারণ মুছলিম জনগণের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির অপনোদন কল্পে ইছলাম জগতের শ্রেষ্ঠতম মনীষীবৃন্দের মধ্য হইতে তিনজন শীর্ষস্থানীয় মহাবিদ্বানের আহ্‌লেহাদীছ আদর্শ ও মতবাদ সম্পর্কিত অভিমত নিম্নে উধৃত করা হইল—তর্জুমান সম্পাদক।]

ইমাম ইব্‌নে হয্‌ম

আহ্‌লে হাদীছগণের অন্যতম প্রথিতযশা অধিনায়ক স্পেনের ইমাম ইব্‌নে হয্‌ম স্বনামধন্য পুরুষ, তিনি ৪৫৬ হিজরীতে পরলোকগমন করেন। তিনি কোরআন, হাদীছ, ফিক্‌হ, অছুল, দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র, ইতিহাস, গণিত ও তৎকালীন বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে অতুলনীয় আসন অধিকার করিয়াছিলেন বিদ্বানগণের তাহা অবিদিত নাই। তিনি আহ্‌লেহাদীছ মতবাদের মূলনীতি সম্পর্কে 'আলইহ্‌কাম ফী অছুলিল আহ্‌কাম' নামক এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে এবং তাঁহার অমর ও অনবদ্য 'মুহাল্লা' নামক ফিক্‌হ্‌গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত ভাবে আহ্‌লেহাদীছগণের মূলনীতি আলোচিত হইয়াছে। আহ্‌লেহাদীছগণের মূলনীতি, আদর্শ ও কর্মসূচীসম্পর্কে উপরিউক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে তাঁহার উক্তি নিম্নে সংকলিত হইল। ইমাম ইব্‌নে হয্‌মের জীবনী সম্পর্কে তর্জুমানুলহাদীছের তৃতীয়খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ইমাম ইব্‌নে হয্‌ম বলিতেছেন :—

(১) دين الاسلام اللازم لكل احد لا يؤخذ الا من القرآن اومما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم —

১। ইছলাম প্রত্যেকের জন্য অবধারিত করিয়া দিয়াছে যে, কোরআনে অথবা যাহা রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ সঠিকভাবে প্রমাণিত, এতদুভয় ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রাহ্য হইবেনা।

(২) امابرواية جميع علماء الامة عنه عليه الصلوة والسلام' وهو الاجماع' واما بنقل جماعة عنه عليه الصلوة والسلام' وهو نقل الكافة - واما برواية الثقات واحدا عن واحد حتى يبلغ اليه عليه الصلوة والسلام' ولامزيد -

২। রছুলুল্লাহর (দঃ) যে সকল উক্তি ও আচরণ উম্মতের সমুদয় আলেম কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তাহার নাম 'ইজমা', উহা যেরূপ প্রণিধানযোগ্য, সেইরূপ একদল বিদ্বান রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট হইতে যাহা রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন, তাহাও অবশ্য গ্রহণীয় এবং উহাকে সকল বিদ্বানের সর্বসম্মত রেওয়ায়তের ন্যায় মান্য করিয়া লইতে হইবে। অধিকন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) যে সকল উক্তি বা আচরণ একজন করিয়া বিশ্বস্ত-রাবী—বর্ণনাদাতা আর একজন বিশ্বস্তের নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়া উহাকে রছুলুল্লাহ (দঃ) পর্যন্ত পৌছাইয়াছেন, তাহাও মান্য করিতে হইবে, ইহার অতিরিক্ত আবশ্যক নয়।

(প্রমাণ)

قال تعالى : وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى'.....النجم : ٣ -

আল্লাহ বলিয়াছেন : রছুল (দঃ) স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া কিছুই উচ্চারণ করেননা, তিনি যাহা কিছু বলেন, ওয়াহীর দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই বলিয়া থাকেন,—আন্ নজ্‌ম, ৩ আয়ৎ।

www.ahlehadeethbd.org

و قال تعالى : اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء - الاعراف : ٣ -

আরও আল্লাহ বলিয়াছেন, তোমাদের প্রভু তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তোমরা (কেবল) তাহারই অনুসরণ করিয়া চল, তাঁহাকে ছাড়া অপর অভিভাবকগণের অনুসরণ করিওনা,— আল্-আ'রাফ, ৩ আয়ৎ।

و قال تعالى : اليوم اكملت لكم دينكم ....المائدة : ٣ -

আরও আল্লাহ বলিয়াছেন : অদ্যকার দিবসে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণতা দান করিলাম,—আল্ মায়েদা, ৩ আয়ৎ।

(৩) فان تعارض فيما يرى المرء آيتان اوحديثان صحيحان او حديث صحيح وآية فالواجب استعمالهما جميعاً - لان طاعتهما سواء فى الوجوب فلا يحل ترك احدهما للاخر ما دمنا نقدر على ذلك - وليس هذا الا بان يستثنى الاول معانى من الاكثر فان لم نقدر على ذلك وجب الاخذ بالزائد حكما لانه تيقن وجوبه - ولا يحل ترك اليقين بالظنون ولا اشكال فى الدين -

৩। যদি কোন ব্যক্তি দুইটি ছহীহ্ হাদীছের মধ্যে কিংবা একটি ছহীহ্ হাদীছ ও একটি আয়তের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পায়, তাহাহইলে উভয় আদেশই প্রতিপালন করা ওয়াজিব হইবে, কারণ উভয়ের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া তুল্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে; সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় আদেশের উপর আমল করা সম্ভবপর, ততক্ষণ একটী আদেশের জন্য অপর আদেশ বর্জন করা সিদ্ধ হইবেনা। বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হাদীছের সমকক্ষতায় সংক্ষিপ্ত হাদীছ গ্রহণ না করা হাদীছ বর্জন করার পর্য্যায়ভুক্ত হইবেনা। বিস্তারিত হাদীছে যাহা অতিরিক্ত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে তাহাই গৃহীত হইবে, কারণ তাহার ওয়াজিব হওয়া নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে আর যাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত, তাহা কাল্পনিক কারণে— পরিত্যক্ত হইতে পারেনা এবং দ্বীনের মধ্যে কোনরূপ জটিলতা নাই।

(৪) المرقوف والمرسل لاتقوم بهما حجة وكذلك مالم يروه الا من لا يوثق بدينه وحفظه -

৪। মওকুফ ও মুর্ছাল হাদীছ দ্বারা কোন বিষয় সাব্যস্ত হইতে পারেনা * আবার যে সকল রাবীর ধর্ম্মপরায়ণতা ও স্মৃতিশক্তি নির্ভর যোগ্য, তাঁহাদের ছাড়া অন্যের হাদীছ গৃহীত হইবেনা।

(৫) ولا يحل ترك ما جاء فى القرآن وصح عن رسول الله صلے الله عليه وسلم لقول صاحب او غيره سواء كان هم راوى ذلك الحديث او لم يكن -

৫। কোন ছাহাবী বা অন্য কেহ, যদি তিনি সেই হাদীছের রাবীও হন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিমতের জন্য কোরআন ও ছহীহ্ হাদিছের নির্দেশ পরিহার করা সিদ্ধ হইবেনা।

(৬) ولم يختلف احد من الامم فى ان رسول الله صلے الله عليه وسلم بعث الى الملوك رسولا رسولا واحداً الى كل مملكة يدعوهم الى الاسلام واحدا واحدا الى كل مدينة والى كل قبيلة كصنعاء الجند وحضرموت وتيماء و نجران و البحرين و عمان و غيرها يعلمهم احكام الدين كلها - وافترض على اهل كل جهة قبول رواية اميرهم و معلمهم فصح قبول خبر الواحد الثقة عن مثله مبلغاً الى رسول الله صلے الله عليه وسلم -

৬। উম্মতের মধ্যে কাহারো এ বিষয়ে মতভেদ নাই যে, রছুলুল্লাহ্ (দঃ) রাজন্যবর্গের নিকট তাঁহার

* যে হাদীছের রেওয়ায়ত ছাহাবী পর্য্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে এবং তিনি উহা রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করেন নাই, তাহাকে মওকুফ এবং যে হাদীছকে উহার তাবেয়ী বর্ণনাদাতা ছাহাবীর নাম উল্লেখ না করিয়াই রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা মুর্ছাল নামে আখ্যাত হইয়া থাকে আর ছাহাবী ব্যতীত যে হাদীছের ছনদে কোন বর্ণনাদাতার নাম বাদ পড়িয়াগিয়াছে তাহা মুনকতা বলিয়া অভিহিত হয়—তর্জমান সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রত্যেক রাজ্যে ইছ্লামের পথে আহ্বান করিবার জন্য এক এক জন করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন। প্রত্যেক নগরে ও প্রত্যেক গোত্রে যথা: ছন্‌আ, হাযারেমওৎ, তিমিয়া, নজ্‌রান, বাহ্‌রায়েন ও আম্মান প্রভৃতি জনপদে শুধু এক একজন করিয়া দূত প্রেরিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের বিধি-নিষেধ সমস্তই উক্ত জনপদ সমূহের অধিবাসীবৃন্দকে তাঁহারা শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং কথিত অঞ্চল-সমূহের অধিবাসীবৃন্দের উপর তাহাদের শিক্ষক ও নেতার রেওয়ায়ৎ মান্যকরা ওয়াজিব বলিয়া রছুলুল্লাহ্ (দঃ) নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব প্রমাণিত হইল যে, এক জন বিশ্বস্ত রাবীর রেওয়ায়ৎ (খবরে-ওয়াহেদ) অনুরূপ এক এক জন বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনানুসারে রছুলুল্লাহ্ (দঃ) পর্যন্ত প্রমাণিত হইলে তাহা অবশ্য-গ্রহণীয় হইবে।

(৭) والقرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة والقرآن -

৭। কোরআনের এক আয়ৎ শুধু অপর আয়তকেই মন্‌ছুখ করিতে পারে, পক্ষান্তরে হাদীছ কোরআনের কোন আয়ৎ বা কোন হাদীছকেও মন্‌ছুখ করিতে পারে।

(৮) و ليس فضل الصاحب عند الله بموجب تقليد قوله وتاويله، لانه تعالى لم يامر بذلك و لكن موجب تعظيمه ومحبته وقبول روايته فقط، لان هذا هوالذى اوجب الله تعالى -

৮। আল্লাহর নিকট ছাহাবগণ মর্য্যাদাসম্পন্ন বলিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে ব্যক্তিবিশেষের তক্‌লীদ (অন্ধ-অনুসরণ) করা বা ব্যক্তিবিশেষের প্রদত্ত ব্যাখ্যা মান্য করা ওয়াজিব হইবেনা, কারণ আল্লাহ্ সেরূপ নির্দেশ প্রদান করেননাই, পক্ষান্তরে তাঁহাদের পদমর্য্যাদার দরুণ তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে, ভালবাসিতে, সম্মান করিতে এবং তাঁহাদের রেওয়ায়ৎ মান্য করিতে হইবে, ইহাই আল্লাহর আদেশ।

(৯) ولا يحل لاحد ان يقول فى آية او فى خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت هذا منسوخ وهذا مخصوص فى بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه، ولا ان هذا الحكم غير واجب، من حين وروده الا بنص آخر وارد، بان هذا النص كما ذكر او باجماع متيقن بانه كما ذكر بضرورة حسن موجبة انه ذكر والا فهو كاذب -

৯। কোন আয়ৎ বা প্রমাণিত হাদীছ সম্বন্ধে এ কথা বলা বৈধ নয় যে, উহা মন্‌ছুখ—প্রত্যাহৃত বা তাহার স্পষ্ট ব্যাপক অর্থ নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট অর্থের বিপরীত উহার পরোক্ষ ব্যাখ্যার প্রবৃত্ত হওয়া কিংবা উক্ত আদেশ ওয়াজিব নয়—এরূপ মন্তব্য করা অবৈধ, কারণ নির্দেশের সূচনা হইতে উহার অনুসরণ ওয়াজিব রহিয়াছে, অবশ্য যতক্ষণ না কোরআনের অপর কোন আয়ৎ বা ছহীহ্ হাদীছ দ্বারা ঐ সকল কথা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়। অনুরূপ স্পষ্ট নির্দেশ অথবা প্রামাণ্য ইজমা (যাহার বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে) বা প্রত্যক্ষ সন্দেহাতীত প্রমাণ ব্যতীত নছ্‌খের বা বর্ণিত অপরাপর দাবী উপস্থিত করা বিধিসঙ্গত হইবে না, করিলে সে মিথ্যাবাদী স্থিরীকৃত হইবে।

(১০) والاجماع هو ما تيقن ان جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا به و قالوا به - ولم يختلف منهم احد، كتيقنا انهم كلهم رضى الله عنهم صلوا معه عليه الصلوة والسلام الصلوات الخمس، كما هى فى عدد ركوعها و سجودها او علموا انه صلاها مع الناس كذلك - و انهم كلهم صاموا معه او علموا انه صام مع الناس رمضان فى الحضر، وكذلك سائرالشرائع التى تيقنت مثل هذا اليقين، والتى من لم يقربها لم يكن من المؤمنين -

১০। ইজ্‌মার জন্য এরূপ অকাট্য প্রমাণ আবশ্যক, যাহাতে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) সমস্ত ছাহাবা উক্ত বিষয় অবগত ছিলেন এবং সকলেই তাহা বলিয়াছেন, একজনও ভিন্নমত হন নাই। যেমন আমরা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে, তাঁহারা সকলেই রছুলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে ঠিক ঠিক নমাযের রুকূ ও ছিজদার সংখ্যা মত, যেরূপ আমরা অবগত আছি, ঐ ভাবেই পঞ্জগানা নমায আদা করিতেন। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে রছুলুল্লাহ (দঃ) সকলের সঙ্গে ঐ ভাবেই নমায আদা করিতেন এবং তাঁহারাও হযরতের সঙ্গে অনুরূপ নমায আদা করিয়াছিলেন। অথবা যেমন তাঁহারা অবগত ছিলেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) নিজগৃহে অবস্থান কালে সকলের সঙ্গে রোযা রাখিতেন এবং তাঁহারাও হযরত (দঃ) সমভিব্যহারে রোযা প্রতি-পালন করিতেন। এই রূপ শরীঅতের সমুদয় আদেশ নিষেধ, যেগুলি অবিসম্বাদিত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে,

www.ahlehadeethbd.org

এই শ্রেণীর সর্বসম্মত নির্দ্ধারণগুলি যাহারা স্বীকার করিবেনা, সে মু'মিন পর্য্যায়ভুক্ত নয়।

(১১) وما صح فيه خلاف من واحد عنهم رضى الله عنهم اولم يتيقن ان كل واحد منهم رضى الله عنهم عرفه و دان به، فليس اجماعاً لان من ادعى الا جماع ههنا فقد كذب وقفا مالا علم له به -

(১১) যে বিষয়ে একজন ছাহাবীরও মতানৈক্য সঠিক ভাবে প্রমাণিত হইবে অথবা নিশ্চিত ভাবে সাব্যস্ত হইবেনা যে, তাঁহারা সকলেই উক্ত বিষয় অবগত ছিলেন ও উক্ত ব্যবস্থা পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ইজ্‌মা নয়; এরূপ ক্ষেত্রে ইজমার দাবী মিথ্যা এবং অপরিজ্ঞাত ও অনিশ্চিত বিষয়ের দাবী মাত্র!

(১২) ولا يجوز البتة ان يجمع اهل عصر ولو طرفة عين على خطاء، ولابد من قائل بالحق فيهم -

(১২) এক যুগের সমুদয় মুছলমানের এক মুহূর্তের তরেও কোন ভ্রান্তিতে একমত হওয়া অর্থাৎ তাঁহাদের ইজ্‌মা করার ধারণা করা জায়েয নয়, উম্মতের মধ্যে কেহ না কেহ সত্যপথের পথিক অবশ্যই থাকিবেন।

(১৩) وليس الاجماع بعد عصرالصحابة رضى الله عنهم لان اهل كل عصر بعد عصرالصحابة ليس جميع المؤمنين، وانما هم بعض المؤمنين، والاجماع انماهو اجماع جميع المؤمنين، لااجماع بعضهم، ولاسبيل الى تيقن اجماع جميع اهل عصر بعدالصحابة رضى الله عنهم لكثرة اعدادالناس بعدهم ولانهم طبقوا مابين المغرب والمشرق -

(১৩) ছাহাবাগণের (রাযিঃ) যুগের পর কোন বিষয়ে কার্যতঃ ইজ্‌মা ঘটিতে পারেনা; কারণ ছাহাবাগণের পরবর্তীকালে পৃথিবীর কোন যুগ শুধু মুছ্‌লিম অধ্যুষিত ছিলনা এবং তাঁহাদের সর্বসম্মতি লাভ করাও সম্ভবপর ছিলনা। পরবর্তী যুগের সকলপ্রকার সিদ্ধান্ত কতক মুছলমানের সিদ্ধান্ত মাত্র আর সমুদয় মুছলমানের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের নাম ইজ্‌মা! ছাহাবাগণের পর একযুগের সমুদয় মুছলমানের ইজ্‌মা প্রমাণিত না হইবার কারণ এইযে, পরবর্তীকালে মুছলমানগণের সংখ্যা অতিশয় বর্ধিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা ভূমণ্ডলের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

(১৪) والواجب اذا اختلف الناس اونازع واحد في مسئلة ما، ان يرجع الى القرآن وسنة رسول الله صلے الله عليه وسلم، لا الى شئى غيرهما، ولا يجوز الرجوع الى عمل المدينة ولا غيرهم - ومن رجع الى قول انسان دون رسول الله صلے الله عليه وسلم فقد خالف امرالله تعالى بالرد اليه والى رسوله لاسيما مع تعليقه تعالى ذلك بقوله: ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر - ولم يأمرالله تعالى قط بالرجوع الى قول بعض المؤمنين دون جميعهم -

১৪। কোন বিষয়ে মতভেদ এবং কোন মছ্‌আলা লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হইলে কোরআন ও রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব, উক্ত দুই বস্তু ছাড়া অপর কোন কিছুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা বিধেয় নয়। মদিনাবাসী অথবা অন্য কোন নগরের অধিবাসীবৃন্দের আচরণ দলীল স্বরূপ গ্রাহ্য করা জায়েয হইবেনা। যে ব্যক্তি রছুলুল্লাহ (দঃ) ছাড়া অপর কোন মানুষের উক্তিকে দলীল স্বরূপ গ্রহণ করিবে সে আল্লাহর আদেশের অন্যথাচরণকারী হইবে; কারণ আল্লাহর আদেশ ছিল—শুধু তাঁহার ও তদীয় রছুলের (দঃ) উক্তিকে বিচারক মান্য করার। বিশেষতঃ আল্লাহ ও তদীয় রছুল (দঃ) কে বিচারক মান্য করার জন্য আল্লাহ শর্ত নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন: যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করিয়া থাক,—(আন্‌নিছাঃ ৫৯), [সুতরাং আল্লাহকে বিশ্বাস করিলে ও পরিণাম দিবসের উপর আস্থা থাকিলে মতভেদ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) মীমাংসাকেই অগ্রগণ্য করিতে হইবে, মীমাংসার এই পদ্ধতি যাহাদের মনঃপূত হইবেনা, আল্লাহ ও চরম দিবসের উপর ঈমানের দাবীও তাহাদের গ্রাহ্য হইবেনা।] আল্লাহ কখনই সমগ্র মুছ্‌লিমের পরিবর্তে কতিপয় মুছলিমের নির্ধারণ মান্য করিবার নির্দেশ দেন নাই।

(১৫) ولايحل القول بالقياس فى الدين ولا بالراى -

www.ahlehadeethbd.org

قال له : هذا رأى او هذا قياس او هذا قول فلان، وذكرله صاحبا او تابعاً او فقيهاً قديماً اوحديثا، او سكت او انتهره، او قال له : لادرى، فلا يحل له ان يأخذ بقوله ولكن يسأل غيره -

১৯। যে ব্যক্তি ধর্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয় অবগত হইতে চাহিবে, তাহাকে ইহাই জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে যে জ্ঞাতব্য বিষয়ে আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশ কি? যদি সে গণ্ডমূর্খ হয়, তাহাহইলে তাহার উপর ফর্‌য যে, সে ব্যক্তি দ্বীনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থানীয় আলিম, অর্থাৎ রছুল (দঃ) যে বিষয় সহ প্রেরিত হইয়াছেন, সেই বিষয়ের বিদ্যায় যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী, তাঁহাকে মছ্‌আলা জিজ্ঞাসা করিবে। মছ্‌আলার উত্তর প্রাপ্ত হইলে সেই আলিমকে জিজ্ঞাসা করিবে: আল্লাহ ও তদীয় রছুল (দঃ) কি ঐ কথা বলিয়াছেন? যদি সেই আলিম বলেন: 'হাঁ!' তাহাহইলে তাঁহার জওয়াব মান্য করিয়া নিঃসংশয়ে তদনুযায়ী কার্য করিবে। আর যদি সেই আলিম বলেন যে, উক্ত জওয়াব তাঁহার ব্যক্তিগত অনুমান—কিয়াছ অথবা অমুক ছাহাবী, তাবেয়ী বা ফকীহের উক্তি মাত্র, পূর্ববর্তী ফকীহ্ হউন অথবা আধুনিক, অথবা সেই আলিম প্রশ্নের উত্তর না দিয়া যদি চুপ করিয়া থাকেন বা প্রশ্ন শুনিয়া গর্জন করিয়া উঠেন অথবা যদি বলেন; 'আমি জানিনা' তাহাহইলে উক্ত মছ্‌আলা সম্পর্কে তাঁহার জওয়াব অনুযায়ী কার্য করা সংগত হইবেনা, অন্য আলিমকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

(٢٠) واذا قيل له اذا سأل عن اعلم اهل بلده بالدين : هذا صاحب حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم، وهذا صاحب رأى وقياس فليسئل صاحب الحديث، ولا يحل له ان يسأل صاحب الراى اصلا -

২০। যদি কোন স্থানে এরূপ দুই জন বিদ্বান বাস করেন যে, তন্মধ্যে একজন হাদীছ বিদ্যায় পারদর্শী এবং অপর ব্যক্তি রায় ও কিয়াছ বিদ্যায় সুপণ্ডিত, সেরূপক্ষেত্রে আহ্‌লেহাদীছ আলিমকে মছ্‌আলা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, রায়বাগীশকে কিছুতেই জিজ্ঞাসা করা চলিবেনা।

(٢١) والمجتهد المخطئى افضل عندالله تعالى من المقلد المصيب -

২১। যে মোকাল্লিদ (বিনা প্রমাণে ব্যক্তি বিশেষের উক্তির অনুসরণকারী) মছ্‌আলার জওয়াব সঠিক প্রদান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা যে মুজ্‌তাহিদ কোরআন ও হাদীছের গবেষণায় নিবিষ্ট হইয়াও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তিনিই আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠতর।

১৫। দ্বীনের ব্যাপারে অনুমান করিয়া অথবা অভিমত খাটাইয়া কথা বলা সিদ্ধ নয়! *

(١٦) وافعال النبى صلے الله عليه وسلم ليس فرضاً الا ما كان منها بيانا لامر، فهو حينئذامر، لكن الايتساء به عليه الصلوة والسلام فيها حسن -

১৬। রছুলুল্লাহর (দঃ) ব্যক্তিগত কার্য্যাবলী, যদি আদেশ নিষেধ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে না হয় তাহাহইলে উম্মতের জন্য অবশ্য প্রতিপালনীয় ফর্‌য হইবেনা; আদেশ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে হইলে সেই কার্য আদেশের পর্যায়ভুক্ত হইবে; কিন্তু হয্‌রতের (দঃ) সকল প্রকার আচরণকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করা উত্তম।

(١٧) ولا يحل لنا اتباع شريعة نبى قبل نبينا صلے الله عليه وسلم -

১৭। রছুলুল্লাহর (দঃ) পূর্ববর্তী নবীগণের শরীঅৎ অনুসরণ করিয়া চলা আমাদের জন্য হালাল হইবেনা।

(١٨) ولا يحل لاحد ان يقلد احداً لاحيا ولا ميتاً، وعلى كل احد من الاجتهاد حسب طاقته -

১৮। কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির তক্‌লীদ—অন্ধ অনুসরণ করা কাহারো জন্য জায়েয হইবেনা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাধ্যানুসারে ইজ্‌তিহাদ করার জন্য যত্নবান হইতে হইবে।

(١٩) فمن يسأل عن دينه، فانمايريد معرفة مالزمه الله عزوجل فى هذا الدين - ففرض عليه ان كان اجهل البرية ان يسأل عن اعلم اهل موضعه بالدين الذى جاء به رسول الله صلے الله عليه وسلم، فاذا دل عليه سأله - فاذا افتاه، قال له : هكذا قال الله عزوجل ورسوله ؟ فان قال : نعم، اخذ بذلك وعمل به ابداً - فان

* 'রায়'—শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে হাফিয ইবনেহয্‌ম বলিতেছেন: বিনা প্রমাণে হালাল, হারাম ও ওয়াজিব সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া আদেশ দেওয়া।

وهوالحكم فى الدين بغيرنص، بل بما يراه المفتى احوط واعدل فى التحليل والتحريم والايجاب -

حاشية المحلى للسيد محمد بن اسمعيل اليمانى -

এই শ্রেণীর 'রায়ে'র অসিদ্ধতা সম্পর্কে সমুদয় আহলে হাদীছ একমত। কিন্তু যে রায় বা কিয়াছ কোরআন ও ছুন্নতের সাধারণ নির্দেশকে ভিত্তি করিয়া তাহার ইঙ্গিত, প্রতিপাদ্য ও নযীরের উপর অবলম্বিত হয়, তাহার অসিদ্ধতা সম্পর্কে আহলেহাদীছগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে, অধিকাংশ আহলে হাদীছ উলামা এরূপ রায় বা কিয়াছকে বৈধ বলিয়াছেন,—দেখুন হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ১৫৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(২২) والحق من الاقوال فى واحد منها وسائرها خطأ - وبالله التوفيق -

২২। ভিন্ন ভিন্ন উক্তি সমূহের মধ্যে মাত্র একটি উক্তি সঠিক, অবশিষ্ট সমুদয় উক্তি ভ্রান্তিমূলক।

(২৩) الله، الله، عبادالله، اتقوا الله فى انفسكم، ولايغرنكم اهل الكفر والالحاد، و من موه كلامه بغير برهان، لكن تمويهات و وعظ على خلاف ما اتاكم به كتاب ربكم وكلام نبيكم صلے الله عليه وسلم، فلاخير فيما سواهما -

২৩। সাবধান! সাবধান! আল্লাহর দাসগণ, আল্লাহকে মনে প্রাণে সমীহ কর! কুফ্‌র ও নাস্তিকতা-বাদীদের কবলে পড়িওনা এবং যাহারা বেদলীল কথা বলে, তাহাদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইওনা। তাহাদের ধোকা ও প্রতারণা কেবল মৌখিক দাবী এবং তোমাদের প্রভুর গ্রন্থ ও তোমাদের নবীর (দঃ) উক্তির বিরুদ্ধ বক্তৃতা মাত্র! আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর মধ্যে মঙ্গল নিহিত নাই।

(২৪) واعلموا ان دين الله ظاهر لاباطن فيه، وجهر لاسرتحته، كله برهان ولا مسامحة فيه - واتهموا كل من يدعو ان يتبع بلابرهان، وكل من ادعى للديانة سرا وباطنا، فهى دعاوى ومخارق - واعلموا ان رسول الله صلے الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها، ولا اطلع اخص الناس به من زوجة او ابنة او عم او ابن عم او صاحب على شئى من الشريعة كتمه عن الاحمر والاسود و رعاة الغنم - ولا كان عنده عليه الصلوة والسلام سر ولارمز، ولا باطن غير مادعى الناس كلهم اليه - ولو كتمهم شيئاً لمابلغ كما امر، ومن قال هذا فهو كافر!

• ২৪। জানিয়া রাখ, আল্লাহর দ্বীন্ প্রকাশিত, উহার মধ্যে গুপ্ত রহস্যের স্থান নাই! দ্বীনের সমস্তই স্পষ্ট, তাহার ভিতর কোন নিভৃতি ও হেঁয়ালী নাই! দ্বীনের সমস্তই দলীল, উহাতে অস্পষ্টতার লেশ নাই। যাহারা বেদলীল কথা অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করিবে, তাহা-দিগকে ধার্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিওনা আর যে ব্যক্তি ধর্মের কোন অংশকে গোপনীয় বা রহস্যমূলক বলিয়া প্রচার করিবে, তাহাকে গলাবাজ ও ভোজবাজ বলিয়া জানিবে। জানিয়া রাখ, রছুলুল্লাহ্ (দঃ) শরীঅতের একটি কথাও গোপন করিয়া যান নাই, শরীঅতের যে সকল কথা তিনি তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র ও সহচর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার কোন অংশ তিনি কোন শ্বেতাংগ বা কৃষ্ণকায় এমন কি রাখালি-দের কাছেও গোপন করেন নাই। রছুলুল্লাহ্ (দঃ) সমগ্র মানবজাতিকে যে সকল বিষয়ের জন্য আহ্বান করিয়া-ছিলেন, সেই সকল বিষয় ছাড়া হয্‌রতের (দঃ) কোন গুপ্তকথা বা হেঁয়ালী ছিলনা, যদি হযরত (দঃ) দ্বীনের কণামাত্রও গোপন করিয়া থাকেন, তাহাহইলে তব্‌লীগের ফর্‌য তিনি প্রতিপালন করেন নাই, আর এ কথা যে বলিবে সে কাফির!

(২৫) فاياكم وكل قول لم يبن سبيله ولا وضح دليله، ولاتعوجا عن ما مضى عليه نبيكم صلے الله عليه وسلم واصحابه رضى الله عنهم - و جملة الخير كله ان تلزموا ماقص عليكم ربكم تعالى فى القرآن بلسان عربى مبين، لم يفرط فيه من شئى، تبيانا لكل شئى - وماصح عن نبيكم صلے الله عليه وسلم برواية الثقات من ائمة اهل الحديث رضى الله عنهم مسنداً اليه صلے الله عليه وسلم، فهما طريقتان يوصلانكم الى رضاء ربكم عزوجل - لا اله الا الله! محمد رسول الله!

২৫। অতএব মুছলমানগণ, সাবধান! এরূপ প্রত্যেক কথা, যাহা রছুলের (দঃ) পথের সন্ধান দেয়না ও যাহার স্পষ্ট দলীল নাই এবং যে পথে নবী (দঃ) এবং ছাহাবাগণ (রাযিঃ) চলিয়া গিয়াছেন, তাহার দিকে পরি-চালিত করেনা, সেই সকল কথা সম্বন্ধে হুশিয়ার! সকল কল্যাণের সারৎসার এই যে, তোমাদের মহিমান্বিত প্রতি-পালক স্পষ্ট আরাবী ভাষায় কোরআনে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন,—যে গ্রন্থে সমস্ত কথাই সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে এবং যাহার মধ্যে কোন বিষয় পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহা আঁকড়াইয়া ধর এবং আহ্‌লেহাদীছ ইমামগণের বিশ্বস্ত রেওয়ায়ৎ দ্বারা রছুলুল্লাহর (দঃ) যে সকল আদেশ নিষেধ প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া বল, তবেই তোমরা তোমাদের মহিমান্বিত প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করিতে সমর্থ হইবে। *

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্! মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ্!!

* المحلى للامام ابن حزم ১ম খণ্ড, ৫০—৭০ পৃষ্ঠা ও وكتاب المدخل للحافظ ابن بدر ان الدمشقى ১৭ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মহাপ্রলয় বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে

(৩)

সূর্যের অবদান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের তদন্ত ও গবেষণা বড়ই বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক। তাঁরা বলেন, ভূমণ্ডলের প্রতি বর্গ গজ মাটি প্রতিদিন গড়পড়তায় সূর্যের দান করা দেড় অশ্বশক্তির উত্তাপ ভোগ করছে। শুধু নিউইয়র্কের শহরটি সূর্যের যে উত্তাপ লাভ করছে, কৃত্রিম বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগে যদি সেই উত্তাপ ব্যবহৃত হ'ত, তা'হলে বর্তমান ইলেকট্রিসিটির খরচের অনুপাতে শুধু এই এক শহরের জন্যই ২০ কোটি ডলার ব্যয় করতে হত আর সমগ্র ভূভাগের জন্য দৈনিক এক লক্ষ কোটি ডলার ব্যয় করা আবশ্যক হত আর এই এনার্জি আহরণ করার জন্য যুক্ত-রাষ্ট্রের বার্ষিক বাজেটে ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি ডলার বরাদ্দ করা আবশ্যক হত। সূর্যের এই অবদানের উৎস সম্বন্ধে যদি কেউ ধারণা করতে চায়, তাহলে শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট হতে পারে যে, সূর্যের আলোক ও উত্তাপের দুশো কোটি ভাগের মধ্য থেকে শুধু একভাগ পৃথিবী উপভোগ করে চলেছে আর অবশিষ্ট সমস্তই সৌর মণ্ডলের মহাশূন্যে পরিবেশিত হচ্ছে। যে অন্তঃকরণে আল্লাহর প্রতি ঈমানের নূর বিদ্যমান রয়েছে তাঁর এই সীমাহীন অনুকম্পা ও দয়ার কথা কল্পনা করে তার অন্তর স্বতঃই বিশ্বপতির উদ্দেশ্যে প্রণত হবে।

সূর্য আর সৃষ্টিজগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা করতে বসলে আলোক ও উত্তাপের ভাণ্ডারের কথা অবগত হওয়া আবশ্যক। জ্বালানী কাঠ অথবা কয়লার মত সূর্য প্রজ্জ্বলিত রয়েছে, বৈজ্ঞানিকদের এ ধারণা অতিশয় পুরোনো আর বর্তমানে পরিত্যাজ্যও বটে। আধুনিক গবেষণা অনুসারে সূর্য একরূপ আণবিক প্রজ্জ্বলন ক্রিয়া অতিক্রম করে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের কল্পনা ও অনুমান একপ্রকার নয়। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, সূর্যের চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতার রহস্য জড়বস্তুর এনার্জিতে পরিবর্তিত হওয়ার ব্যাপারে নিহিত রয়েছে। জড়পদার্থের এনার্জিতে আর এনার্জির জড়পদার্থে পরিবর্তিত হওয়া সম্পর্কে সর্ব-প্রথম স্যর আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২—১৭২৭) অভিমত প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে এই অনুমানের যথার্থতা প্রতিপন্ন হওয়ায় একে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, জড়বস্তুর এনার্জিতে পরিবর্তিত হওয়ার ফর্মূলা অনুসারে সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে যে আলোক ও উত্তাপ উদ্গীরণ করে থাকে তার জন্যে ৪২ লক্ষ টন জড়পদার্থের প্রয়োজন। এই ভাবে আলোক ও উত্তাপ নিঃসরণ হওয়া সত্বেও পনের শ' কোটি বৎসরে সূর্যের আলোক ও উত্তাপের ভাণ্ডারের সর্বশুদ্ধ দু'শ ভাগের এক ভাগ মাত্র ক্ষয় হতে থাকে। এই জড় উপাদান হাইড্রোজেনের আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে। জর্জ গ্যামোর (George Gamow) দাবী হচ্ছে যে, হাইড্রোজেনের ইন্ধনের এই সূর্যরূপী চুলো ক্রমশঃ ঠাণ্ডা পড়ে যাওয়ার পরিবর্তে প্রতি মুহূর্তে অধিকতর সতেজ হয়ে চলেছে। সূর্যের গতির বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন যে, সূর্যের আলোক ও উত্তাপের মাত্রা ক্রমে ক্রমে শতগুণ বেড়ে যাবে আর ওর আকৃতিও বৃহত্তর হয়ে পড়বে, তার পর ধীরে ধীরে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকবে। সাবেক পরিকল্পনা মত সূর্যের শীতলতা প্রাপ্ত হওয়ার কারণে পৃথিবীতে তুষার যুগের অভ্যুদয় ঘটে জীবনের খেলা নিঃশেষিত হবে কিন্তু আধুনিক পরিকল্পনা মত পৃথিবী উত্তাপের তুফানে পরি-বেষ্টিত হয়ে জীবনের খেলা সাংগ করবে।

দুনিয়ার যখন এই অবস্থা ঘটবে, তখন জীবনকে রক্ষা করার মাত্র ত্রিবিধ সম্ভাবনা বৈজ্ঞানিকরা কল্পনা করেছেন।

একটি হচ্ছে এইযে, মানুষ ইঁদুরের মত মাটিতে গর্ত তৈরী করবে আর দুনিয়ার পৃষ্ঠদেশের পরিবর্তে ওর পেটের ভেতর নগর-নগরী নির্মিত হবে। একটি নূতন ভূগর্ভ (Under ground) সভ্যতা গড়ে উঠবে, সে দুনিয়ায় আকাশের অস্তিত্ব থাকবেনা, নক্ষত্রমালাও পরিদৃষ্ট হবেনা, প্রাকৃতিক বিভিন্ন দৃশ্য দেখে চিত্তবিনো-দনেরও কোন উপায় থাকবেনা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা এইযে, ধরিত্রীর বসবাস চিরদিনের মত ছেড়ে দিয়ে মানুষ স্বতন্ত্র আবাসস্থানে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করবে। বিশেষতঃ সূর্যবংশের Neptune গ্রহের অব-

www.ahlehadeethbd.org

স্থান সূর্য থেকে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী হওয়ায় সূর্য উত্তপ্ততর হওয়া সত্বেও জীব-জগতের জন্যে বেহেশ্তের বাগীচা বলে অনুমিত হবে'।

তৃতীয় অভিমত এইযে, সূর্যের উত্তাপ যেহেতু ক্রামশিক গতিতেই বাড়তে থাকবে, তাই জীব-জগতেও বিবর্তনবাদের নিয়ম অনুসারে আস্তে আস্তে আত্মরক্ষার দৈহিক পরিবর্তনও সাধিত হবে। হয়ত বা মানুষের চামড়া পাথরের মত কঠিন হয়ে যাবে কিংবা মানুষ কচ্ছপের মত দুর্গ-বেষ্টিত জীবে পরিণত হয়ে পড়বে কিন্তু ধরিত্রীর জীবনের বুনিয়াদ যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চালু রয়েছে, ভাবী পরিবর্তনের সংগে সংগে যদি তার আমূল পরিবর্তন না ঘটে তাহলে মানুষের তৎকালীন অস্তিত্ব কোনক্রমেই কল্পনা করা যেতে পারেনা। এও সম্ভব যে মানুষের নাম মাত্র ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটা অস্তিত্ব থেকে যাবে আর তারাই সূর্যের শেষ পরিণতির দর্শকরূপে পোকা-মাকড়ের মত বেঁচে থাকবে।

প্রফেসর গ্যামো এ কথাও বলেছেন যে, একবার ভড়কে ওঠার পর সূর্য তার বর্তমান স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আস্তে ৫০ লক্ষ বৎসর লেগে যাবে আর শেষ পর্যন্ত আলোক শক্তি ও উত্তাপের এই ভাণ্ডার মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এখনো এরূপ তারকারাজী বিদ্যমান রয়েছে যারা মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে আর দূরবীণের সাহায্যে তাদের দর্শন করাও মানুষের আয়ত্বে রয়েছে।

সূর্যের এই পরিণতি যদিও বিজ্ঞানের একটা কল্পিত দুঃস্বপ্ন মাত্র, কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সূর্য আর অন্যান্য তারকারাজী কোন না কোনদিন মৃত্যুর শয্যায় অবশ্যই শায়িত হবে। চাবি দেওয়া ঘড়ির মত সূর্য আর তারার চাবিও একদিন ফুরিয়ে যাবে আর তারা তাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের অযোগ্য হয়ে পড়বে। যেদিন সূর্য এই ভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হবে সেদিন সমুদ্র জমাট তুষারের আকার পরিগ্রহ করবে, পানির গতি ও স্রোত নিরুদ্ধ হবে, ধরিত্রীর অস্তিত্ব শুধু তারকারাজীর নিষ্প্রভ আলোকেই দৃশ্যমান হতে থাকবে, মানুষ তখনও যদি দুনিয়ায় বেঁচে থাকে তাহলে তাকে ভূগর্ভস্থ বাসগৃহে অবস্থান করতে হবে কিংবা সূর্যের দূরবর্তী গ্রহ ও উপগ্রহের দিকে উড়ে চলতে হবে কিন্তু সূর্যের বাতি যখন নিভে যাবে তখন অন্য কোন সূর্য বংশীয় গ্রহ ও উপগ্রহের দিকে পলায়ন করা ছাড়া জীবন রক্ষার অন্য কোন উপায় কল্পনা করা যেতে পারেনা। একটা পরিকল্পনা এমনও রয়েছে যে, নব নব তারকার সৃষ্টির কার্য বিরামহীন ভাবে চল্ছে, তাই এ কথাও অসম্ভব নয় যে, বিদায়ী সূর্যের স্থান অন্য কোন আলোক ও উত্তাপের উৎস অকস্মাৎ এসে অধিকার করে বসবে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক এমন আশাও পোষণ করেছেন যে, স্বয়ং মানব সমাজ নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে নিজেরাই একটা নতুন সূর্য গড়ে তুলবার ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

কিন্তু সব রকম অনুমান ও কল্পনা সত্বেও সূর্যের আলো যে একদিন নিভে যাবে, একথা ধারণা করাও ভীতিপ্রদ ও বিভীষিকা পুর্ণ।

মহাপ্রলয়ের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দলের জল্পনা কল্পনা বহু গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি ১৯৫২ সালে কেনিথ হিউর (Kenneth Heuere) নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক 'পৃথিবীর শেষ পরিণতি' (The end of the world) নাম দিয়ে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। লণ্ডনের ভিক্টর গলেঞ্জ লিমিটেডের তত্বাবধানে এই গ্রন্থখানা প্রকাশলাভ করেছে। কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছে কিয়ামত বা প্রলয় সম্পর্কে যে দ্ব্যর্থহীন ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ রয়েছে, বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের ধ্যান-ধারণার সংগে তার সংগতি ও সামঞ্জস্য অনুধাবন করে দেখার জন্যে উল্লিখিত গ্রন্থের সারাংশ তর্জুমানের পাঠক পাঠিকাদের কাছে উপস্থিত করা হল। মূল-গ্রন্থে আরো বহু প্রয়োজনীয় তথ্য ও জ্ঞাতব্য রয়েছে কিন্তু সে সমস্তের অনুবাদ বিশেষ চিত্তাকর্ষক নয় বলেই পরিত্যক্ত হল।

—•:():•—

www.ahlehadeethbd.org

সংগীত চর্চা

(বিচার ও আলোচনা)

(১০)

বরা বিনে মালিক

সংগীত চর্চার সমর্থকগণ ইকদুল ফরীদ গ্রন্থের বরাত দিয়া বরা' বিনে মালিকের গান গাওয়ার কথাও বলিয়া থাকেন। এ সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বরা'র যে গান গাওয়ার কথা তাঁহারা ইকদুল ফরীদে পাইয়াছেন, তাহার অর্থ কি? আরাবী অভিধানে স্বর করিয়া কথা বলাকেও গিনা—(غِنٌّ وغِنَن) বলা হয়—দেখ মিছবাহ, কন্য ও মুকাদ্দিমাতুল আদব। আরাবীর "গান্না" ও "গানানার" সংগে আমাদের গুণগুণ করার সৌসাদৃশ্য অনুধাবনযোগ্য। ডক্টর লেন্ তাঁহার অভিধানে মুকামাতে-হরীরী নামক প্রসিদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থের ২৮৬ পৃষ্ঠার বরাত দিয়া "গিনা" শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে লিখিয়াছেন: *Poetry or verse that is uttered with trilling or quavering or prolonging and a sweet modulation of the voice* অর্থাৎ কম্পিত স্বরে অথবা গিটকিরি লইয়া অথবা টানিয়া টানিয়া স্বর বৈচিত্রের সহিত পংক্তি অথবা পদ্য উচ্চারণ করাকে "গিনা" বলা হয়। §

এরূপ অবস্থায় ইবনে মালিক স্বর করিয়া কিছু আবৃত্তি করিয়া থাকিলেই আরাবী ভাষা অনুসারে বলা যাইতে পারে যে তিনি গান গাহিয়াছেন, এরূপ গান সকলেই গাহিয়া থাকে কিন্তু ইহার সাহায্যে ব্যাপক গীতবাদ্যের বৈধতা কেমন করিয়া প্রতিপন্ন হইবে?

হযরত উমর

দ্বিতীয় খলীফা উমর বিন্নুল খত্তাবের গান শোনা সম্বন্ধে গীত বাদ্যের মুফ্‌তীগণের দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ আরবের বিখ্যাত মহাকবি নাবিগা যুবয়ানীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার একেবারেই অসম্ভব—নাবিগা যুব্‌য়ানীর পুরা নাম হইতেছে আবু উমামা যিয়াদ বিনে মআবিয়া। অনেকেই ইঁহাকে আরবের শ্রেষ্ঠতম কবি রূপে অভিহিত করিয়াছেন কিন্তু ইঁহার মৃত্যু হিজরতের ১৮ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। তখন পর্যন্ত রছুলুল্লাহ (দঃ) নবুওত লাভ করেন নাই। সুতরাং হযরত উমরও ইছলামে দীক্ষিত হননাই। খলীফা রূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের দাবী প্রলাপোক্তি মাত্র আর নাবিগা জা'দীর নিকট হইতে হযরত উমরের গান শুনিতে চাওয়ার অর্থ তাঁহার রচিত কবিতা শ্রবণ করিতে চাওয়া মাত্র। কারণ নাবিগা জা'দী গায়ক ছিলেননা, তিনি শুধু কবি ছিলেন, কোন কবির নিকট গান শুনিতে চাওয়ার অর্থ তাঁহার রচিত কাব্য শ্রবণ করিতে চাওয়া। নাবিগা জা'দীর পুরা নাম আগানীর উল্লেখ মত আবু লাইলা হাছ্ছান বিনে কয়েছ আমিরী। শত বৎসরেরও অধিক কাল জীবিত থাকিয়া ৫০ হিজরীতে ইছফিহানে পরলোকগমন করেন। এইরূপ উক্তর সাহায্যে গীতবাদ্যের বৈধতা প্রমাণিত করিবার প্রচেষ্টা একান্ত হাস্যকর।

আবদুল্লাহ বিনে উমর

গীতবাদ্যের মুফতীরা বিখ্যাত সাধক ছাহাবী আবদুল্লাহ বিনে উমরের উপরেও কলংক আরোপিত করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, তিনিও গান শ্রবণ করিতেন।

এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইমাম বুখারী তাঁহার আদবুল মুফরদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিনে দীনারের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমি একদা আবদুল্লাহ বিনে উমরের সংগে বাযারে গিয়াছিলাম, তথায় একটি ছোট

خرجت مع عبدالله بن عمر الى السوق، فمر على جارية صغيرة تغنا، فقال ان الشيطان لوترك احدا

---

§ লেক্সিকন, ২২৯৯ হইতে ২৩০৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

لترك هذه ! বালিকাকে গান গাহিতে শুনিয়া ইবনেউমর বলিলেন, শয়তান কাহাকেও যদি পথভ্রষ্ট না করে, ইহাকে অবশ্যই করিবে। ¶

এতদ্ব্যতীত হযরত ইব্‌নে উমরের সংগীত চর্চার বিরুদ্ধে বহু বলিষ্ঠ উক্তি বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত রহিয়াছে। এমতাবস্থার হযরত ইব্‌নেউমরের গান শোনার রেওয়ায়ৎ যদি কোন ক্রমে প্রমাণিতও হয় তাহাহইলে তাঁহার এই আচরণ তাঁহার রেওয়ায়তের প্রতিকূল হইবে এবং অছুলে হাদীছে ইহা স্থিরীকৃত রহিয়াছে যে, সকল অবস্থায় উক্তিকে আচরণের অগ্রগণ্য করিতে হইবে। অতএব হযরত ইবনেউমরের স্বীয় রেওয়ায়তের বিরুদ্ধ আচরণ দ্বারা গীতবাদ্যের বৈধতা প্রতিপন্ন করা চলিতে পারেনা।

(৬)

গীতবাদ্যের সমর্থক দল তাঁহাদের তৃতীয় দাবী প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকেন যে,

(ক) শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী লিখিয়াছেন, ইমাম আবু হানীফার মযহবে নির্দোষ সংগীত শ্রবণ করা জায়েয।

(খ) তয্‌কিরা নামক পুস্তকে উল্লিখিত আছে যে, ইমাম আবু হানীফা প্রতি রাত্রে নিজের এক প্রতিবেশীর নিকট সংগীত শ্রবণ করিতেন।

আবছুলগণী নাবলছীও উক্ত কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

(গ) মোল্লা আলী কারী বলিয়াছেন, ইমাম চতুষ্টয় নির্দোষ সংগীত শ্রবণ করাকে জায়েয বলিয়াছেন।

(ঘ) কাযী আবুইউছুফ সংগীত শ্রবণ করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া অশ্রুপাত করিতেন।

(ঙ) ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল সংগীত শ্রবণ করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া নানারূপ অংগ ভংগী করিতেন, তিনি তাঁহার পুত্রের মজলিছে সংগীত শ্রবণ করিয়াছিলেন।

(চ) ইমাম মালিক স্বয়ং গান করিতেন ও গান শুনিতেন, রাগ রাগিণীর সংশোধন করিয়া দিতেন।

¶ আদবুল মুফরদ ১১৫ পৃঃ।

তিনি বলিয়াছেন, অজ্ঞ, অকাট মূর্খ ও হৃদয়হীন লোক ব্যতীত সংগীতকে কেহ হারাম বলিতে—পারেনা।

(ছ) ইমাম শাফেয়ীর সংগীত শ্রবণ করা সম্বন্ধে সংগীত জায়েযকারীগণ আজাবীর, আলী কারী, নাবলছী ও গজালী প্রভৃতি দেখিবার জন্য আমাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন।

আমাদের বক্তব্য

সংগীতের মুফ্‌তীগণের প্রত্যেকটি দাবীর অসারতা পৃথক পৃথক ভাবে ইনশাআল্লাহ আমরা প্রমাণিত করিব।

(ক) ইমামেআ'যম আবু হানীফা (রহঃ) সম্বন্ধে এরূপ দাবী যে, তিনি গীতবাদ্যকে জায়েয বলিতেন এবং গীতবাদ্য শ্রবণ করিতেন—সর্বৈব মিথ্যা। শয়খুল ইছলাম ইবনে তয়মিয়াহ সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, আবু হানীফা, মালিক ও ছওরী প্রভৃতি বিদ্বানগণ— واما ابو حنيفة ومالك والثورى ونحوهم فهم اعظم كراهة وانكارا لذلك ! শাফেয়ী অপেক্ষা গীতবাদ্যের অধিকতর ঘৃণাকারী ও অস্বীকারকারী ছিলেন। *

হাফিয ইবনুল কাইয়েম লিখিয়াছেন, واما ابو حنيفة اشد الائمة قولا فيه ومذهبه فيه اغلظ المذاهب وقد صرح اصحابه بتحريم سماع الملاهى - সমুদয় ইমাম অপেক্ষা ইমাম আবু হানীফার উক্তি গীতবাদ্য সম্পর্কে—কঠোরতম এবং সকল মযহব অপেক্ষা এ-বিষয়ে আবু হানীফার মযহব অতিশয় রূঢ়। তাঁহার ছাত্রবৃন্দ স্পষ্ট ভাবে গীতবাদ্যকে হারাম বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। †

আল্লামা নওয়াব ছিদ্দীক হাছান লিখিয়াছেন, مذهب ابو حنيفه درايں باب اشد مذاهب وقول او دراں اغلظ اقوال গীতবাদ্য সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফার মযহব সর্বাপেক্ষা কঠিন ও তাঁহার ফত্ওয়া এ সম্পর্কে সবলের ফত্ওয়া।

* ইবনে তয়মিয়াহ, মজমুআতুর্‌রাছায়েল (২) ২৯৬ পৃঃ।

† ঈগাছাতুল লহ্‌ফান, ২৫৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অপেক্ষা রূঢ়। * است -

আর শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছের ইমামে-আ'যম সম্বন্ধে গীতবাদ্য জায়েয হইবার সাক্ষ্য প্রদান করা বড়ই আশ্চর্যজনক। কারণ তিনি স্বয়ং গীত-বাদ্যকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁহার ফতাওয়ায় হারাম লিখিয়াছেন—দেখ ফতাওয়ায়ে আযীযী (১) ৬৫ ও ৬৬ পৃঃ।

(খ) ইমাম আবুহানীফা প্রত্যেক রাত্রে তাঁহার প্রতিবেশীর নিকট হইতে গান শুনিতেন, একথা সর্বৈব মিথ্যা। তাঁহার কোন গায়ক প্রতিবেশীকে কেহই কারারুদ্ধ করে নাই। ঘটনার প্রকৃত বিবরণ যাহা ঐতিহাসিক ইব্‌নেখল্লকান তাঁহার গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্তসার এইযে, ইমাম ছাহেবের বাসভবনের সন্নিহিত স্থানে জনৈক মুচি বসবাস করিত। সে প্রতি রাত্রে আপন কার্য সমাপ্ত করিয়া মদ্যপান করিত আর ঘুমাইয়া না পড়া পর্যন্ত একটি কবিতার চরণ উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে থাকিত। ইমাম ছাহেব প্রতি রাত্রে নমায পড়িতে উঠিয়া তাহার ঐ চেঁচামেচি শুনিতে পাইতেন। ইবনে-খল্লকান বলেন যে, ইমাম ছাহেব প্রত্যহ

وكان ابــو حنـيفة يسمع جـلبته كل لـيلـة و كان ابــو حـنيفة يصلى الـليل كلـه -

সমস্ত রাত্রি ধরিয়াই নমায পড়িতেন। এক রাত্রে ইমাম ছাহেব উক্ত মুচির কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া পরবর্তী দিবসে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলেন যে, পুলিশ উহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। ইমাম ছাহেব স্বাভাবিক ঔদার্য ও দয়ার বশবর্তী হইয়া স্বয়ং স্থানীয় শাসনকর্তার নিকট গমন করেন ও উহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন, মুচিও ইমাম ছাহেবের নিকট তওবা করিয়া উন্নত জীবনের অধিকারী হয়। †

এই ঘটনাটিকে ইমাম ছাহেবের প্রতিবেশীর নিকট হইতে সংগীত শ্রবণ করার প্রমাণরূপে উপস্থিত করা কথকদলের উপযোগী হইলেও বিদ্বানগণের পক্ষে একান্ত অশোভনীয় এবং ইমামে-আ'যমের ন্যায় ধর্ম পরায়ণ ব্যক্তির নিষ্কলংক চরিত্রে কলংকা-রোপণ করার অপচেষ্টা মাত্র।

(গ) আলী কারীর সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইমাম মাওয়ার্দী সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়ত অনুসারে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম

قال الماوردى كرهه مالك وابـو حنـيفة والشافعى فى اصح مانقل عنهم -

মালিক, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী সংগীতকে অবৈধ বলিয়া জানিতেন। *

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিকের মযহব সম্পর্কে শয়খুল ইছলাম ইবনে তয়মিয়ার সাক্ষ্য পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে সংগীত চর্চা সম্পর্কে ইব্‌নে তয়মিয়া কর্তৃক উধৃত ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলের ফত্‌ওয়া পাঠকগণ শ্রবণ করুন,

ইমাম ছাহেবকে সংগীত চর্চা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি জওয়াব দেন যে, আমি উহাকে মকরূহ জানি। পুনশ্চ তিনি জিজ্ঞাসিত হন যে, সংগীত চর্চাকারী-

وسئل عن الغنا احمد، فـقال اكرهـه ! قــيل اتـجـلس معهم ؟ قال : لا !

দের সংগে উপবেশন করার কার্যকে আপনি কি বৈধ মনে করেন ? ইমাম ছাহেব জওয়াব দিলেন—না। †

এই সকল উধৃতির পর মোল্লা আলী কারীর সাক্ষ্যের কি মূল্য থাকিতে পারে ?

(ঘ) কাযী আবু ইউছুফ গান শুনিতেন আর গান শুনিয়া ভাবে বিভোর হইতেন একথারও কোন ভিত্তি নাই। হাফিয ইবনুলকাইয়েম তাঁহার গ্রন্থে কাযী আবু ইউছুফের ফত্‌ওয়া উধৃত করিয়াছেন। কাযী ছাহেব বলিয়া-ছেন যে, কোন গৃহ হইতে ঢোলক ও বাদ্য-ভাণ্ডের শব্দ শ্রুতি-গোচর হইলে গৃহস্বামী-

قال ابـو يوسف فى دار يسمع فيها صوت المعازف والملاهى، ادخل فـيـها بـغير اذنهم، لان الـنـهى عن المنكر فرض !

দের অনুমতি ব্যতিরেকেই উহাতে প্রবেশ করিতে হইবে, কারণ অবৈধ কার্যের প্রতিরোধ করা ফরয। ‡

* হিদায়তুছ্‌ছায়েল, ১০৬ পৃঃ।
† ইবনে খল্লকান (২) ১৬৪ পৃঃ।

* দলীলুত্তালিব, ৫৪৬ পৃঃ।
† মজমুআতুর্‌রাছায়েল (২) ২৮৪ পৃঃ।
‡ ঈগাছাতুল লহফান, ৩৫৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এ হেন কাযী আবু ইউছুফ গীতবাদ্য শ্রবণ করিয়া ভাবে বিভোর হইতেন—একথা সংগীত জায়েযকারীদের কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কি হইতে পারে ?

(ঙ) ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল সংগীত শ্রবণ করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া নানারূপ অংগ ভংগী করিতেন একথা গীতবাদ্যের মুফ্‌তীগণ বলিয়া থাকেন আর এই ব্যাপারের বরাতের জন্য ইবনে জওযীর 'তলবীছে ইবলীছ' নামক গ্রন্থের উল্লেখও প্রদান করিয়া থাকেন। 'তলবীছে ইবলীছ' দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ নয় অথচ এই গ্রন্থের বরাত দিয়া যেরূপ অসমসাহসিকতার সহিত তাঁহারা তাঁহাদের সততার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বড়ই চমকপ্রদ। আমরা নিম্নে তলবীছে বর্ণিত ঘটনার পূর্ণ বিবরণ উধৃত করিয়া দিতেছি :—

ইমাম ইবনে জওযী তদীয় ছনদ সহকারে ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহর এই উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি ইবনুল খব্বাজাকে অধিকাংশ সময়—ডাকিয়া আনিতাম আর আমার পিতা আমাকে ছুফীদের—সংগীত শ্রবণ করিতে সতত নিষেধ করিতেন। সুতরাং আমার পিতা যাহাতে শুনিতে না পান এই ভাবে আমি ইবনে খব্বাজাকে আমার পিতার অগোচরে লুকাইয়া রাখিতাম। এক রাত্রে ইবনে খব্বাজা আমার নিকট গান গাহিতে ছিলেন, এমন সময় আমার পিতার আমাদের নিকট আগমন করার প্রয়োজন হয়। আমরা তখন কোঠার উপরে ছিলাম, আমার পিতা ইবনে খব্বাজার গানের কতকাংশ শুনিতে পাইয়াছিলেন। আমি পিতাকে দেখিবার জন্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হই এবং তাঁহাকে পায়চারী করিতে দেখিতে পাই, অতঃপর আমি দুওয়ার রুদ্ধ করিয়া দেই। পর দিবস আমার পিতা আমাকে বলেন যে, এইরূপ সংগীত হইলে তাহা শ্রবণ করায় দোষ নাই কিংবা ইহারই অনুরূপ কথা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। *

اخبرنا ابو مالك القطيعي حكى عن عبدالله بن احمد، قال : كنت ادعوا ابن الخبازة، و كان ابى ينهانا عن التغبير، فكنت اذا كان عندى اكتمه من ابى لئلا يسمع، وكان ذات ليلة عندى وكان يقول ـ فعرضت لابى عندنا حاجة وكنا فى زفاف فجاء فسمعه يقول، فتسمع فوقع فى سمعه شئى من قوله ـ فخرجت لانظر فاذا بابى ذاهبا و جائيا ! فرددت الباب، فلما كان من الغد قال لى : يابنى، اذا كان مثل هذا، نعم ! هذا الكلام او بمعناه ـ

ইবনে জওযী ইহাও বলিয়াছেন যে, এই ইবনে খব্বাজা বৈরাগ্যের সংগীত সুর করিয়া গাহিতেন, সেগুলিতে পরকালের আলোচনা থাকিত।

وهذا ابن الخبازة كان ينشد القصائد الزهديه التى فيها ذكر الاخرة ـ

এক্ষণে এই ঘটনার সহিত গীতবাদ্যের মুফতীদের এই দাবী মিলাইয়া দেখা উচিত যে, "ইমাম আহমদ স্বয়ং সংগীত শ্রবণ করিতেন এবং ভাবে বিভোর হইয়া নানাপ্রকার আনন্দ প্রকাশক অংগ ভংগী করিতেন এবং তিনি তাঁহার পুত্রের গানের মজলিছে বসিয়া গান শুনিতেন।" নাউযোবিল্লাহে মিন যালিক। প্রবৃত্তি পরায়ণদের প্রীতি অর্জনের জন্য শরীঅতের মছআলায় বিদ্বানগণের এরূপ প্রলাপ ও প্রক্ষেপ সত্যই অত্যন্ত আক্ষেপজনক। পরকালের আলোচনা সম্বলিত কবিতাকে নিভৃতে সুর করিয়া পাঠ করার কার্য এবং দৈবাৎ উহা শ্রবণ করার ব্যাপারকে যদি গীতবাদ্য শ্রবণ করার ব্যাপক বৈধতার দলীল রূপে উপস্থিত করা সংগত হয়, তাহাহইলে আল্লাহর শপথ ! ইয়াহুদীরা কোন দিন তাহাদের শরীঅতে তহরীফ করে নাই।

(চ) ইমাম মালিকের গান করা, রাগরাগিণীর সংশোধন করা আর গীতবাদ্যের নাজায়েযকারীদিগকে অজ্ঞ, অকাট মূর্খ ও হৃদয়হীন বলা গীতবাদ্যের মুফতীগণ কি ভাবে আবিষ্কার করিয়াছেন আমরা তাহা অবগত নই। এ সম্পর্কে শয়খুল ইছলাম ইবনেতয়মিয়াহ যাহা বলিয়াছেন, তাহা উধৃত করিয়া দেওয়াকেই আমরা যথেষ্ট মনে করিতেছি। ইবনে তয়মিয়াহ বলেন, ইছহাক বিনে মুছা বলিয়াছেন, মদীনাবাসীগণ যে-

قال اسحق بن موسى

* তল্‌বীছ, ৩৫৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

الطباع، سالت مالكا عما يترخص فيه اهل المدينة من الغنا ؟ فقال : انما يفعله عندنا الفساق ! و هـذا النص عن مالـك معروف فى كتب اصحاب مالـك مشهـور - و هم اعـرف بـمذهـب واضبـط ممن ينقل عنه الغلط وعن اهل المـديـنة طائـفة بالمشرق لاعلم بمذاهب الفـقهاء و من ذكر عن مالـك انه ضرب بعود، فقد افترى عـليه، وانما نبهت على هذا لان فيما جمعه فى ذلـك حـكايات وآثارا، يظن من لاخبرة له بـالعلم واحوال السلـف انها صدق !

সংগীতের জন্য রুখ্ছৎ (অনুমতি) দিয়া থাকেন সে সম্বন্ধে আমি ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, আমাদের বিবেচনায় ফাছিকরাই ইহা—করিয়া থাকে। ইবনে-তয়মিয়াহ বলেন, ইমাম মালিকের এই স্পষ্ট উক্তি তাঁহার মযহবের অনুসারীগণের গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ এবং তাঁহারাই ইমামের মযহব সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ। যাহারা ইমামের উক্তি ভ্রান্তভাবে বর্ণনা করে, তাহারা মদীনায় অবস্থানকারী কতিপয় পূর্ব দেশীয় বিদ্বান, তাহাদের ফকীহদের মযহব সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই, তাহারাই সংগীতের বৈধতার কথা বলিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, ইমাম মালিক সেতার বাজাইতেন, সে ইমাম ছাহেবের উপর মিথ্যারোপ করিয়াছে। ইমাম মালিক সম্বন্ধে এ সম্পর্কে যে সকল কেচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করা হইয়া থাকে তাহা শুনিয়া অজ্ঞ ও পূর্ব-বর্তীগণের অবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহাতে ইমাম মালিকের সংগীত চর্চাকে সত্য বলিয়া ধারণা না করে এই জন্যই আমাকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে হইল। †

(ছ) গীতবাদ্যের মুফ্‌তীরা ইমাম শাফেয়ীকেও রেহাই দেন নাই। তাঁহাদের দাবীর পোষকতায় তাঁহারা আমাদিগকে আজাবীর, আলীকারী, নাবলছী ও গজালী দেখিতে বলিয়াছেন।

আমাদের বক্তব্য এইযে, আজাবীর কি চীয, আমরা তাহা অবগত নই আর আলীকারী, নাবলছী ও গজালী পুস্তকের নাম না হইলেও এগুলি গ্রন্থকার-গণেরই নাম বটে এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কোন বিষয়কে প্রমাণিত করিতে হইলে এই ভাবে একধার হইতে গ্রন্থকারদের নাম আওড়াইয়া যাওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। আমরা বলিতে চাই, ইমাম শাফেয়ীর গান শোনা ও উহার অনুমতি প্রদান করার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইবনেজওযী এ সম্পর্কে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন শুধু সেইটুকু উল্লেখ করিয়া দেওয়াকেই আমরা যথেষ্ট মনে করিতেছি।

قـد كان رؤساء اصحاب الشافعى ينكرون السماع، واما قد ماءهم، فلا يعرف بينهم خلاف، وانما اكابر المتاخرين فعلى انكار - .... و من اضاف الى الشافعى فقد كذب عليه وانما رخص فى ذلك من متاخريهم من قل علمه و غلبه هواه -

ইবনেজওযী বলেন, ইমাম শাফেয়ীর মযহবের নেতৃস্থানীয় বিদ্বানগণ সকলেই সম-বেতভাবে গান শোনা-কে অবৈধ বলিয়াছেন। পুরাতন শাফেয়ী বিদ্বান-গণের মধ্যে এ বিষয়ে কোনই মতভেদ নাই আর পরবর্তী যুগের শীর্ষস্থানীয় শাফেয়ী বিদ্বানগণও সংগীত চর্চার কার্যকে সমবেতভাবে ইন্‌কার করিয়াছেন। যাহারা বলে ইমাম শাফেয়ী গান শোনাকে জায়েয বলিয়াছেন তাহারা তাঁহার উপর মিথ্যারোপ করিয়াছে। পর-বর্তী শাফেয়ীগণের মধ্যে যাহাদের বিদ্যা অল্প এবং যাহারা প্রবৃত্তি পরায়ণ, কেবল তাহারাই সংগীত চর্চার অনুমতি প্রদান করিয়াছে। ‡

(৭)

গীতবাদ্যের মুফ্‌তীরা আমাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন যে, বহু গণ্যমান্য ইমাম ও মুহাদ্দিছ সংগীত সিদ্ধ হওয়া এবং সাধারণভাবে উহা নিষিদ্ধ না হওয়া সম্বন্ধে অনেক বই পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দাবীর উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, সংগীত চর্চার স্বপক্ষে শুধু বিদ্‌আতী ছুফী এবং প্রবৃত্তি পরায়ণ ফকীহরাই দুই চারিখানা পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন আর নির্ভরযোগ্য বিদ্বানগণের দুই একজন—

† মজ্‌মুআতুর্‌রাছায়েল (২) ৩০৫ পৃঃ।

‡ নক্‌দুল ইলম ৩৩৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খামখেয়ালীর বশীভূত হইয়া সংগীতচর্চার বৈধতা প্রতিপন্ন করার জন্য যে লেখনী ধারণ করিয়াছেন তাহাও আমাদের অবিদিত নাই। বিদ্বানগণের এই খামখেয়ালী শুধু গীতবাদ্যের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীতে এমন একটিও অবৈধ কার্য নাই, যাহার বৈধতা প্রতিপন্ন করার জন্য বিদ্বানগণের ভ্রান্তিপূর্ণ দুই চারিটি সিদ্ধান্ত খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি শরীঅতের আদেশ ও নিষেধের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যাইবে ?

গীতবাদ্যের সমর্থকগণ তাঁহাদের অভিরুচির পোষকতায় যে পুস্তকগুলির নাম করিয়া থাকেন, আমরা ইচ্ছা করিলে তাহার বহু বহু গুণ অধিক পুস্তকের নাম গীতবাদ্যের অবৈধতা সম্পর্কে গণনা করিতে পারি। এ সম্পর্কে যে পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি আমরা স্বয়ং পাঠ করার সুযোগ পাইয়াছি কেবল সেইগুলির নাম নিম্নে উল্লেখ করিতেছি ঃ

(১) ইমাম আবুল আব্বাছ ইমাদুদ্দীন ওয়াছেতীর আরাবী পুস্তিকা।

(২) শয়খ কুতুবুদ্দীন মোহাম্মদ আল্ খায়যারীর আরাবী পুস্তিকা।

(৩) ইমাম আবুত্তাইয়েব তবরী শাফেয়ীর 'যম্মুল গিনা' নামক আরাবী পুস্তিকা।

(৪) শয়খুখ ইছলাম ইবনে তয়মিয়ার 'আর্রক্‌ছ ওয়াছ্ছিমা' নামক আরাবী পুস্তিকা।

(৫) হাফিয ইবনুল কাইয়েমের 'ছিমা' নামক পুস্তিকা।

(৬) ইমাম আবুবকর তরতুশীর 'কশ্ফুলকিনা' নামক পুস্তিকা।

(৭) হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কছীরের পুস্তিকা।

(৮) আল্লামা ইব্‌নে আবুদ্দুন্‌য়ার 'যম্মুলমলাহী' নামক পুস্তিকা।

(৯) শয়খ ইবনে হাবীব মালেকীর পুস্তিকা ;

(১০) 'আলবালাগাতো ওয়াল ইক্‌না' নামক পুস্তিকা।

(১১) মওলানা শাহ্ আবদুল হক দেহলভীর 'করউল আছমা' নামক ফার্ছী পুস্তিকা।

(১২) মওলানা শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভীর 'রিছালায়ে গিনা' নামক ফার্ছী পুস্তিকা।

(১৩) কাযী মীর আলম ছাহেবের 'বওয়ারিকুল আছ্মা ফি ইলহাদে মাই ইয়োহার্‌রিমুছ্ছমা' নামক ফার্ছী পুস্তিকা।

এতদ্ব্যতীত ইমান ইবনে জওযীর 'নক্‌দুল ইলম' ও হাফিয ইবনুল কাইয়েমের 'ঈগাছা', শয়খ শিহাবুদ্দীন ছহ্‌রাওয়ার্দীর 'আওয়ারিফুল মা আরিফ', আল্লামা নওয়াব ছিদ্দীক হাছানের 'হিদায়তুছ্ছায়েল', শয়খ আহমদ রূমীর মজালিছুল আবরার, মওলানা শমছুল হক মরহুমের আবুদাউদের ভাষ্যগ্রন্থ 'আওনুল মা'বুদ' চতুর্থ খণ্ড, শয়খুল ইছলাম ইবনে তয়মিয়ার 'ফতাওয়া', হাফিয ইবনে কছীরের 'তফছীর' ও হাফিয মনযরীর 'তরগীব তরহীব' প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহে সংগীত চর্চার বিরুদ্ধে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে।

সংগীত জায়েযকারীগণ 'বওয়ারিকুছ্ছিমা ফী তক্‌ফীরে মাই ইয়ো হার্‌রিমুছ্ছিমা' নামে একখানি পুস্তিকাকে ইমাম গজালীর লিখিত পুস্তক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। ইমাম গজালীর এরূপ কোন পুস্তিকা নাই, অবশ্য তাঁহার ভ্রাতা আবুল ফতুহ গজালী 'বওয়ারিকুল আল্‌মা ফী তকফীরে মাই ইয়োহার্‌রিমুছ্ছিমা' নামক সংগীত চর্চার সমর্থনে পুস্তিকা লিখিয়াছেন। নওয়াব ছিদ্দীক হাছান এই নামের নিন্দাবাদ করিয়াছেন এবং বিদ্বানগণ এই পুস্তিকার বিস্তৃত ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। *

তারপর সংগীত জায়েযকারীগণ যে সকল বহি পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন, সেগুলির অধিকাংশ সকল প্রকার সংগীতকে ব্যাপকভাবে জায়েয করার উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল পুস্তকের অধিকাংশে অল্পবিস্তর বাদ্যযন্ত্রবিহীন নির্দোষ সংগীতকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই জায়েয রাখা হইয়াছে। সংগীত মাত্রের চর্চাই যে সর্বতোভাবে জায়েয এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) সাধারণভাবে গান শুনিয়াছেন ও গান শুনিবার অনুমতি এমন কি আদেশও দিয়াছেন এরূপ কথা প্রবৃত্তিপরায়ণ অসত্যবাদী ছুফীদল ব্যতীত কোন বিদ্বানের পুস্তকেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা।

* দলীলুত্তালিব, ৫৪২ পৃঃ।

—:*:—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

المباحثة والمناظرة
বিতর্ক ও বিচার

দুযখের অবিনশ্বরত্ব

(শেষকিস্তির শেষাংশ)

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

যে সকল বিদ্বান দুযখের অমরতায় বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দাবীর ভিত্তি পঞ্চবিধ : প্রথমটি হইতেছে ইজমার ধারণা। অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্যে দুযখের অবিনশ্বরত্ব সম্পর্কে ইজমা ঘটিয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। তাঁহারা ইহাও মনে করেন যে, দুযখের অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয় তাহা একান্ত আধুনিক এবং ইহা বিদ্আতীদের উক্তি।

(২) তাঁহারা ইহাও মনে করেন যে, দুযখের অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে কোরআনে বর্ণিত দলীলগুলি দ্ব্যর্থহীন, সুতরাং অকাট্য। এই দাবীর পোষকতায় তাঁহারা কোরআনের যে সকল আয়ত উল্লেখ করিয়া থাকেন সে গুলির সারমর্ম নিম্নরূপ :

(ক) দুযখের আযাব অনড়, (খ) দুযখের শাস্তি দুযখীদের উপর হইতে বিদূরিত করা হইবেনা, (গ) আযাব কেবল বাড়িয়াই চলিবে, (ঘ) দুযখীরা উহাতে 'খালেদান আবাদান' বসবাস করিবে, (ঙ) উহারা অগ্নি হইতে বহির্গত হইবেনা, (চ) দুযখ হইতে উহাদের জন্য বহির্গমন নাই, (ছ) আল্লাহ বেহেশ্‌তকে কাফিরদের জন্য হারাম করিয়াছেন, (জ) সূচের ছিদ্র দিয়া উষ্ট্র নিস্ক্রমণ না করা পর্য্যন্ত মুশ্‌রিকরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবেনা, (ঝ) দুযখীদের জন্য মৃত্যু নাই, (ঞ) দুযখের শাস্তি দুযখীদের জন্য মন্থর করা হইবেনা, (ট) দুযখের শাস্তি চিরস্থায়ী হইবে। তাঁহারা বলেন এই সকল আয়ত দুযখের অবিনশ্বরত্ব ও চিরস্থায়িত্বের দ্ব্যর্থহীন (কত্য়ী) প্রমাণ।

(৩) যাহাদের অন্তরে সরিষার দানার পরিমাণও ঈমান রহিয়াছে, দুযখ হইতে কেবল তাহাদেরই উদ্ধার লাভের কথা ছহীহ হাদীছে প্রমাণিত রহিয়াছে আর শাফাআতের হাদীছেও ইহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে; কেবল গোণাহগার মু'মিনগণই শাফাআতের কল্যাণে দুযখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। সুতরাং দুযখ হইতে মুক্তি লাভ করা শুধু ঈমানদারদের জন্যই নির্দেশিত, কাফিররাও যদি দুযখ হইতে বাহির হয়, তাহাহইলে তাহারাও মু'মিনদলেরই সমপর্যায়ভুক্ত হইল এবং মু'মিনদের দুযখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করার যে বৈশিষ্ট, তাহার কোনই অর্থ থাকিলনা।

(৪) দুযখের অবিনশ্বরত্বের মতবাদ ধর্মীয় অন্যান্য আকীদার ন্যায় রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে শিক্ষা দান করিয়াছেন।

(৫) ছলফে-ছালেহীন ও আহ্‌লেছুন্নতগণের সুস্পষ্ট আকীদা এইযে, বেহেশ্‌ত ও দুযখ সৃষ্ট বস্তু সমূহের অন্তরগত এবং উভয়ই অবিনশ্বর। বিদ্আতীরাই শুধু বেহেশ্‌ত ও দুযখের নশ্বরত্বের অভিমত পোষণ করিয়া থাকে।

দুযখের অবিনশ্বরত্বের দাবীদারগণ যে পঞ্চবিধ শরয়ী-প্রমাণ সচরাচর উপস্থিত করিয়া থাকেন, আমার বক্তব্যের সারৎসার স্বরূপ এক্ষণে সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

(১) ইজ্‌মার দাবী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এইযে, দুযখের অবিনশ্বরত্ব সম্পর্কে বিদ্বানগণের ইজ্‌মা অপরিজ্ঞাত। এ বিষয়ে গোড়াগুড়ি হইতে যে মতানৈক্য চলিয়া আসিতেছে, যাঁহারা তাহা বিশদ-রূপে অবগত নন কেবল তাঁহারাই এ সম্পর্কে ইজমার দাবী করিতে পারেন। পক্ষান্তরে ইজমার দাবীদার-দিগকে যদি এরূপ দশজন ছাহাবীরও নাম উল্লেখ করিতে বলা হয়, দুযখের অবিনশ্বরত্ব সম্পর্কে যাঁহা-দের অভিমত অকাট্য ভাবে প্রমাণিত, ইজমার দাবীদারগণের পক্ষে তাহা প্রদর্শন করা সম্ভবপর হইবেনা। আমি দুযখের নশ্বরতা সম্পর্কে হযরত উমর ফারূক, হয্‌রত আলী হযরত আবদুল্লাহ বিনে উমর, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ, আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌উদ,

www.ahlehadeethbd.org

আবুহোরায়রা, আনছ বিনে মালিক আবুছঈদখুদ্‌রী ও হযরত জাবির প্রভৃতি ছাহাবীগণের অভিমত আমার নিবন্ধের বিভিন্নস্থানে ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাবেয়ীগণও যেসকল ছাহাবীর দুযখের নশ্বরত্ব সম্পর্কে উক্তি উধৃত করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার সেই সকল ছাহাবীরই দুযখের অবিনশ্বরত্ব সম্পর্কিত উক্তির ও সন্ধান দিয়াছেন।

যে ইজ্‌মার প্রামাণিকতা সম্পর্কে বিদ্বানগণ একমত, তাহা দ্বিবিধ আর তৃতীয় প্রকার ইজ্‌মার প্রামাণিকতা সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে।

(ক) ইছলামের পঞ্চবিধ রুক্‌ন ও প্রকাশ্য হারাম বস্তু সমূহের ন্যায় দ্বীনের যে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও সর্বজনবিদিত, সেগুলি প্রথম শ্রেণীর ইজ্‌মার অন্তরভুক্ত।

(খ) পৃথিবীর সমুদয় মুজ্‌তাহিদ সর্বসম্মতভাবে ও স্পষ্ট ভাষায় যে বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর ইজ্‌মার পর্যায়ভুক্ত।

(গ) আর কতিপয় বিদ্বানের এরূপ উক্তি যাহা সমগ্র জাতির মধ্যে প্রচারলাভ করিয়াছে, অথচ একজনও উহার বিরোধ করেন নাই, তাহা তৃতীয় শ্রেণীর ইজামা বলিয়া পরিগণিত।

এক্ষণে দুযখের অবিনশ্বরত্বের দাবীদারগণ উল্লিখিত ত্রিবিধ ইজমার মধ্য হইতে কোন একটির সাহায্যেও তাঁহাদের দাবী প্রমাণিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন কি?

আল্লাহর একত্ব, ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব, আল্লাহর গ্রন্থ সমূহের অবতরণ, রছুলগণের আগমন এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান প্রভৃতি আকীদাগুলি যেরূপ সর্বসম্মত এবং প্রথমও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইজমার অন্তরভুক্ত, দুযখের অবিনশ্বরত্বের মতবাদ সম্বন্ধে সেরূপ ইজমার দাবী করা প্রলয়কাল পর্যন্ত কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। ন্যূনপক্ষে ইজমার দাবীদারগণ কতিপয় ছাহাবীর প্রমুখাৎ দুযখের অবিনশ্বরত্বের রেওয়ায়ত বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত করিয়া যদি ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন যে, ছাহাবীগণের মধ্যে একজনও এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি করেননাই, তাহাহইলেও ইজমার দাবীর সার্থকতা হৃদয়ংগম করা কতকটা সম্ভবপর হইত।

(২) আর দুযখের চিরস্থায়িত্ব ও অবিনশ্বরত্বের কোরআনী দলীলের দাবী সম্পর্কে আমার বক্তব্য এইযে, এরূপ একটি আয়তেরও সন্ধান দাবীদারগণ এযাবত প্রদান করিতে পারিতেছেননা, যাহার দ্বারা দুযখের অবিনশ্বরত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। তাঁহারা যে সকল আয়ত এযাবত উধৃত করিয়াছেন, সেগুলির সাহায্যে শুধু ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কাফিররা দুযখে 'আবাদান' চিরবাস করিবে এবং তাহারা দুযখ হইতে বহির্গত হইবেনা এবং তাহাদের উপর হইতে দুযখের শাস্তিকে বিদূরিত করা হইবেনা এবং তাহারা উহাতে মৃত্যুমুখেও পতিত হইবেনা, তাহাদের আযাব তথায় স্থায়ী হইবে এবং উহা সর্বদা চলিতে থাকিবে। কোরআনে উল্লিখিত এই সকল বিষয় সম্পর্কে ছাহাবা ও তাবেয়ীন এবং মুছলমানদের ইমামগণের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ নাই আর আমরাও এবিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করিনা। আমরা যে বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিতেছি তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বয়ং দুযখ চিরজীবি ও অবিনশ্বর, না উহার জন্যও নশ্বরতা বিধিবদ্ধ রহিয়াছে, আমাদের মতদ্বৈধ্যের তাহাই হইতেছে বিষয়বস্তু। কাফিররা দুযখ হইতে বাহির হইবেনা, তাহাদের জন্য শাস্তিকে অপসারিত করা হইবেনা, তাহাদের জীবনের অবসান ঘটিবেনা এবং সূচের ছিদ্র দিয়া উষ্ট্র নিষ্ক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবেনা, ইত্যাদি বিষয়েও ছাহাবা ও তাবেয়ীন এবং আহ্‌লেছুন্নত দলগুলি দ্বিরুক্তি করেন নাই। এসকল বিষয়ে শুধু ইয়াহুদী, অদ্বৈতবাদী এবং কতিপয় বিদ্‌আতীরাই মতভেদ করিয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত নছ্‌ছের সাহায্যে কেবল ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দুযখ যতদিন বিদ্যমান রহিবে, দুযখী উহার দণ্ডাগারে চিরবাস করিবে এবং দুযখের বিদ্যমানতা পর্যন্ত তাহারা কিছুতেই উহা হইতে একত্ববাদী গোণাহ্‌গার মু'মিনগণের ন্যায় উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিবেনা। অতএব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দুযখের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও উহা হইতে উদ্ধার লাভ করা এবং দুযখের বিধ্বস্তির পর উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পার্থক্য হৃদয়ংগম করা উচিত।

(৩) বিশুদ্ধ ছুন্নতে অপরাধী মু'মিনগণের দুযখ হইতে মুক্তি এবং কাফির ও মুশরিক দলের উহাতে চিরবাস সম্বন্ধে যে সকল উক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেগুলিকে যথাযথ ভাবে মান্য করিয়া লওয়ার পরও সেগুলির সাহায্যে ২য় দফায় বর্ণিত জওয়াব সূত্রে দুযখের অবিনশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা সম্ভবপর নয়।

(৪) ইহা অনস্বীকার্য যে, দ্বীনের অন্যান্য অপরিহার্য মতবাদের ন্যায় রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে ইহাও বিশ্বাস করিতে শিখাইয়াছেন যে, যত দিন দুযখ বিদ্যমান রহিবে, কাফির ও মুশরিকদের জন্য তাহাদের শাস্তিও তথায় চিরস্থায়ী থাকিবে কিন্তু স্বয়ং দুযখ যে অবিনশ্বর, অনন্ত ও সীমাহীন, এরূপ কোন স্পষ্ট নির্দেশ কোরআন ও বিশুদ্ধ ছুন্নত হইতে অবিনশ্বরত্বের দাবীদারগণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

(৫) ইহাও অনস্বীকার্য যে, বেহেশ্ত ও দুযখ উভয়ের বিধ্বস্তি ও নশ্বরতা সম্পর্কে শুধু জহ্মিয়া ও মু'তাযিলা প্রভৃতি বিদ্আতী ফির্কাগুলিই দাবী উপস্থিত করিয়াছেন, ছাহাবা ও তাবেয়ীন এবং মহামতি ইমামগণের মধ্যে একজনও এরূপ কথা উচ্চারণ করেন-নাই অথচ শুধু দুযখের পরিসমাপ্তি ও নশ্বরতার কথা অনেক ছাহাবীর প্রমুখাৎ আমরা শুনিতে পাইয়াছি এবং এ বিষয়ে তাঁহারা বেহেশ্ত ও দুযখের মধ্যে যে পার্থক্য করিয়াছেন তাহাও আমরা অবগত হইয়াছি। এমতাবস্থায় দুযখের নশ্বরতার কথাকে বিদআতীদের উক্তি বলিয়া অভিহিত করা সংগত হইতে পারে কি? কোন বিদ্আতী ফির্কা বেহেশত ও দুযখের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারিয়াছেন কি? অতএব যাহারা বিদ্বানগণের মতভেদ ও তাঁহাদের সিদ্ধান্তের বৈচিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কেবল তাঁহারাই দুযখের নশ্বরতার দাবীদারদিগকে আহ্লে-ছুন্নত দল হইতে বহিষ্কৃত করার প্রগল্ভতা প্রকাশ করিতে পারেন।

ইমাম হাছান বছরী হাম্মাদ বিনে ছলমা, আলী বিনে তলহা, আবু যয়েদ, মোহাম্মদ বিনে আছ্লম, ওয়ালেবী, ইছহাক বিনে রাহওয়ে, আবু নযরা,—মু'তামর, ছিদ্দী, যুজাজ, শঅবী, ছহল বিনে উবায়দুল্লাহ, শয়খুল ইছলাম ইবনে তয়মিয়াহ, আল্লামা ইবমুল কাইয়েম এবং বিগত শতকের ইয়ামানী বিদ্বান ছালিহ বিনে মহদী মকবলী এবং আমাদের যুগের মওলানা ছৈয়েদ ছুলয়মান নদভী রহেমাহুমুল্লাহো-তাআলা প্রভৃতি বিদ্বানগণ দুযখের অবিনশ্বরতাকে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সকলেই কি আহ্লেছুন্নত ওয়াল জামাআত হইতে খারিজ—বিবেচিত হইবেন? বস্তুতঃ কোন নির্দিষ্ট পীরের অন্ধভক্তরা যেরূপ আহ্লেছুন্নত হইবার চার্টার প্রাপ্ত হন নাই, ঠিক সেইরূপ আহলে বিদআতীগণের মধ্যে কেহ কোরআন ও ছুন্নত অনুমোদিত কোন অভিমত বরণ করিয়া লইলেই উক্ত সিদ্ধান্তের বিদআত হইয়া যাওয়ার উপায়-নাই। আল্লাহ, তদীয় রছুল (দঃ) এবং উম্মতের ইজমার বিপরীত উক্তি হইতেছে বিদআত কিন্তু যে উক্তি আল্লাহর কিতাব, তদীয় রছুলের (দঃ) ছুন্নত এবং ছাহাবাগণের অভিমতের সহিত সুসমঞ্জস, কোন বিদ্আতীর তাহা পরিগৃহীত মত হইলেও বিদ্বানগণ কদাচ এরূপ সিদ্ধান্তকে বিদ্আতের পর্যায়ভুক্ত বিবেচনা করেননা। যাহা সত্য তাহা যে স্থানেই থাকুক আর যে কেহই বলুক না কেন, তাহা গ্রহণ করা এবং যাহা অসত্য, তাহা যে কোন ব্যক্তির রসনা নিঃসৃত হউকনা কেন, তাহা বর্জন করাই আহলেছুন্নতগণের প্রধান বৈশিষ্ট।

বহু ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম-এ, ডি লিট ছাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি যে সকল প্রমাণের সাহায্যে দুযখের অবিনশ্বরতা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন, সেগুলি অস্বীকার করিলে আমি বেহেশ্তের চিরস্থায়িত্ব ও অমরত্ব কেমন করিয়া প্রমাণিত করিব?

আমার বক্তব্য এইযে, বেহেশ্ত ও দুযখের অবিনশ্বরতার প্রমাণ সমূহের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা লক্ষ করিলে এবং উভয়ের

www.ahlehadeethbd.org

বর্ণনা পদ্ধতির তফাৎ অনুধাবন করিলেই বেহেশতের 'অমরাবতী' হওয়া সহজেই প্রমাণিত হয়। শুধু 'আবাদান' ও 'খালেদান' শব্দের সাহায্যে উহার পার্থক্য নির্ণয় করা আমি সংগত মনে করিনা। পুঁথি বাড়িয়া যাওয়ার ভয়ে এইরূপ পার্থক্যের ইংগিত মাত্র করিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব।

যুক্তিসম্মত পার্থক্যের পূর্বে আমি শরীঅত সম্মত পার্থক্যের কথাই আলোচনা করিব।

(ক) বেহেশ্তবাসীগণের ন্যা'মতের স্থায়ী, চির-কালব্যাপী এবং অফুরন্ত ও নিরবচ্ছিন্ন ও সীমা-হীন হওয়া সম্পর্কে কোরআনে প্রত্যক্ষ উল্লেখ রহিয়াছে কিন্তু দুযখের অধিবাসীদের সম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত কোরআনে কথিত হয় নাই যে, তাহারা উহাতে চিরবাস করিবে ও উহা হইতে বহির্গত হইবেনা এবং উহাতে তাহাদের মৃত্যুও ঘটিবেনা এবং তাহারা তথায় বাঁচিবেওনা এবং অগ্নি তাহা-দিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিবে এবং যখনই তাহারা দুযখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিবে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে উহাতে প্রত্যাবর্তিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে এবং দুযখের আযাব তাহাদের জন্য অবিচ্ছেদ্য হইবে এবং এই দণ্ড স্থায়ী থাকিবে এবং উহাকে তাহাদের উপর হইতে অপসারিত করা হইবেনা। এই দ্বিবিধ সংবাদের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা এতই স্পষ্ট যে, ইহার বিশদ আলো-চনা অনাবশ্যক।

(খ) কোরআনে এরূপ তিনটি আয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, যেগুলির সাহায্যে দুযখের নশ্বরতা প্রমাণিত হইতে পারে। আমি উক্ত আয়তগুলি বর্তমান বর্ষের তর্জুমানুল হাদীছের ৬ষ্ঠ ৭ম যুগ্ম সংখ্যার ২৯০ ও ২৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি।

ছুরত হূদের আয়তটিতে যেস্থানে দুযখীদের শাস্তির ব্যতিক্রমের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তথায় আল্লাহ বলি-য়াছেন, অবশ্য হে রছুল (দঃ), আপনার প্রভু যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহা ব্যতীত! বস্তুতঃ আপনার প্রভু, যাহা ইচ্ছা, তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকেন। الا ماشاء ربك، ان ربك فعال لما يريد

আল্লাহর এই পবিত্র উক্তির দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, দুযখীদের পরিণতি সম্পর্কে তাঁহার এমন কিছু করার অভিরুচি রহিয়াছে, যাহার সংবাদ তিনি আমাদিগকে প্রদান করেন নাই। কিন্তু বেহেশতবাসীগণ সম্পর্কে যে ব্যতিক্রম উল্লিখিত রহিয়াছে তৎসম্পর্কে বলা হইয়াছে, অবশ্য আপনার প্রভু যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত, বেহেশ্ত তাঁহার সীমা-হীন দান! عطاء غير مجذوذ - সুতরাং পরিষ্কারভাবে আমরা দেখিতে পারি-তেছি যে, বেহেশ্ত সম্বন্ধে যে ব্যতিক্রম করা হইয়াছে, তাহাকে আমাদের অপরিজ্ঞাত করিয়া রাখা হয় নাই। বেহেশ্ত সম্বন্ধে আল্লাহর পবিত্র ইচ্ছা সুস্পষ্ট অর্থাৎ বেহেশ্তের দান এবং ন্যা'মত সীমাহীন ও অফুরন্ত হইবে। বেহেশ্তের ন্যা'মত ও পুরস্কারের ব্যতিক্রমকে যেরূপ সীমাহীন ও নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া পূর্ণতা দান করা হইয়াছে, দুযখের শাস্তির বেলায় উহাকে তদ্রূপ অনন্ত ও নিরবচ্ছিন্ন বলা হয়নাই বরং উহার পরিণতিকে আল্লাহর পবিত্র ইচ্ছার অধীনেই রাখা হইয়াছে।

(গ) ছহীহ হাদীছে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দুযখ হইতে এমন এক শাস্তিপ্রাপ্তদলকে আল্লাহ উদ্ধার করিবেন, যাহারা কখনও কোন সৎকার্য করে নাই এবং তাহারা বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে কিন্তু যে ব্যক্তি কোন অসৎকার্য করে নাই অথবা আল্লাহর অবাধ্য হয় নাই এইরূপ কোন ব্যক্তিই দুযখে প্রবেশ করিবেনা।

(ঘ) ইহাও প্রমাণিত আছে যে, কিয়ামতে আল্লাহ আর একপ্রকার জীব সৃষ্টি করিবেন এবং তাহারা বেহেশ্তে স্থান প্রাপ্ত হইবে কিন্তু দুযখের জন্য আল্লাহ এরূপ কোন জীব সৃষ্টি করিবেননা। ফলকথা—এই সকল পার্থক্য উপলব্ধি করিলে দুযখ ও বেহেশতের স্থায়িত্বকে সম পর্যায়-ভুক্ত করে চলেনা।

(ঙ) বেহেশ্ত হইতেছে আল্লাহর অনুকম্পা ও সন্তুষ্টির এবং দুযখ তাঁহার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির প্রতীক এবং আল্লাহর রহমত তাঁহার ক্রোধকে পরাজিত ও পশ্চাদ্বর্তী করিয়াছে। বুখারী আবু হোরায়রার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, সৃষ্টির জন্য যাহা নির্ধারিত তাহা لما قضى الله الخلق، كتب فى كتاب فهو عنده موضوع على العرش :

www.ahlehadeethbd.org

অবধারিত করার পর ! رحمتى تغلب غضبى আল্লাহর আরশে যে গ্রন্থ বিদ্যমান কহিয়াছে, আল্লাহ তাহাতে লিপিবদ্ধ করিলেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধকে পরাজিত করিবে। এক্ষণে তাঁহার সন্তুষ্টি যখন তাঁহার অসন্তুষ্টিকে পরাভূত করিবে, তখন তাঁহার ক্রোধ ও সন্তুষ্টির প্রতীক দুইটিকে অর্থাৎ দুযখ ও বেহেশ্তকে সমপর্যায়ভুক্ত বিবেচনা করা সমীচীন হয়না।

(চ) আল্লাহর করুণা ও অনুকম্পা তাঁহার নিজস্ব গুণ এবং উহার লক্ষ অন্যোন্য সম্বন্ধ নিরপেক্ষ এবং তাঁহার ক্রোধ ও সন্তুষ্টি অন্যোন্য সম্বন্ধ সাপেক্ষ গুণ (Relative), সুতরাং রহমত আল্লাহর পবিত্র সত্বার সহিত অপরিহার্য ভাবে জড়িত এবং তদীয় সত্বার ন্যায় চিরঞ্জীবি ও বিনাশহীন। কিন্তু ক্রোধ অন্যোন্য সম্বন্ধ সাপেক্ষ হওয়ার দরুণ তাঁহা অস্থায়ী ও বিলুপ্তি যোগ্য। ক্রোধের কারণ অবসান প্রাপ্ত হওয়ার সংগে সংগে ক্রোধের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

উপসংহার

আমি পূর্বেই বলিয়াছি এবং এখনও ইহার পুনরুক্তি করিতেছি যে, দুযখের অবিনশ্বরত্ব ও উহার শাস্তির চিরস্থায়িত্ব সম্পর্কে মুছলমানগণের মধ্যে আট প্রকার অভিমত পরিলক্ষিত হয়। উম্মতের অধিকাংশ বিদ্বান দুযখ এবং উহার শাস্তির অবিনশ্বরতা মান্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের পোষকতায় কোরআন ও ছুন্নতের বহুবিধ দলীল সমুপস্থিত করেন, ইঁহারা সকলেই আহ্লেছুন্নত। কিন্তু আহ্লেছুন্নতগণেরই একটি সীমাবদ্ধ দল ছাহাবাগণের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত এরূপও রহিয়াছেন, যাঁহারা আহ্লেছুন্নতগণের প্রথম পক্ষের দলীলগুলিকে দুযখের অবিনশ্বরত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট মনে করেননা বরং কোরআন ও ছহীহ ছুন্নতের সাহায্যে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বেহেশ্তের ন্যায় দুযখকে অনন্তস্থায়ী রাখার অভিপ্রায় আল্লাহ অকাট্য ভাবে প্রকাশ করেন নাই বরং অপরাধী মু'মিনগণ দুযখের বিদ্যমান থাকাকালেই তাহাদের দণ্ডের মীআদ পূর্ণ করিয়া দুযখ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন এবং আল্লাহ তাহাদিগকে বেহেশ্তের বাগীচায় প্রবেশ করাইবেন কিন্তু কাফির ও মুশরিকদের বেলায় এরূপ ঘটিবেনা, তাহারা তাহাদের দণ্ডের মীআদ পূর্ণ করিয়া দুযখ হইতে মুক্তিলাভ করিবেনা। অবশ্য অগণিত যুগ-যুগান্তর পর এমন এক সময় সমাগত হইবে, যখন আল্লাহ তাঁহার পবিত্র ইচ্ছা অনুসারে দুযখের পরিসমাপ্তি ঘটাইবেন। ইহার ইংগিত আল্লাহ তদীয় গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। দুযখের বিধ্বস্তির পর তখন উহাতে কেহই বসবাস করিবেনা।

এই শেষোক্ত অভিমত আমার কাছে স্পষ্টতর ও বলিষ্ঠতর বিবেচিত হওয়ায় আমি 'ছুরত আলফাতিহার তফছীরে' ইহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। স্বনামখ্যাত পণ্ডিত, বহু ভাষাবিদ্ জনাব ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম, এ-ডি, লিট্, আমার উক্ত অভিমতের প্রতিবাদ করিয়া এই বিষয়টিকে অনাবশ্যক ভাবে গুরুত্ব প্রদান করেন এবং শেষ পর্যন্ত অধিকাংশের অভিমতকে আহ্লে ছুন্নতগণের একমাত্র আকীদারূপে প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হন এবং এই দীন লেখকের প্রতিও তাঁহার প্রবন্ধের বিভিন্ন স্থানে কটাক্ষ করেন। আমি আমার প্রবন্ধের কোন স্থানেই দুযখের নশ্বরতার অভিমতকে একমাত্র মত এবং উক্ত মত-পোষণকারীদিগকে একমাত্র আহ্লে ছুন্নত বলিয়া উল্লেখ করার অর্বাচীনতা প্রকাশ করি নাই বরং এই দুই মত ব্যতীত অন্যান্য ষড়বিধ অভিমতকেই আমি অসত্য ও অপ্রমাণিত অভিমত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, আমি যাহা সঠিক এবং প্রমাণিত মনে করি তাহা প্রকাশ করার অবশ্যই আমার অধিকার রহিয়াছে। ডক্টর শহীদুল্লাহ ছাহেব তাঁহার প্রতিবাদের সাহায্যে আমার অভিজ্ঞতার কোন উন্নতি বা ব্যতিক্রম সাধন করিতে পারেননাই।

দুযখের নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতাকে আমি আহ্লেছুন্নত হইবার মানদণ্ড বিবেচনা করিনা এবং যেসকল ছাহাবা, তাবেয়ীন ও বিদ্বান দুযখকে নশ্বর বা অবিনশ্বর বিবেচনা করেন, তাঁহাদের অভিমতকে ছুন্নতের পরিপন্থী ও বিদ্আত বলার স্পর্ধাও আমার নাই, আমি এই বিষয়টিকে কোরআন ও ছুন্নতের ব্যাখ্যার তারতম্য এবং রুচি ও দৃষ্টি ভংগীর বৈষম্যের পরিণাম বলিয়াই মনে করি এবং ডক্টর ছাহেব আমাকে বাধ্য না করিলে আমার পক্ষে এই বিষয়ের সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন হইতনা। আমি এই প্রসংগের আলোচনা এইখানেই পরিসমাপ্ত করিব এবং তর্জুমানের পৃষ্ঠায় অতঃপর ইহার বিতর্ক ও বাদানুবাদের সুযোগ হইবেনা। যদি দুযখের বিধ্বস্তি ও বিনাশপ্রাপ্তি সম্পর্কে আমার পরিগৃহীত অভিমত সঠিক হয়, তাহাহইলে ইহার জন্য আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ আর যদি দৈবাৎ আমার গবেষণা ও ধ্যান ধারণা এ সম্পর্কে ভ্রান্তিমূলক হয় তজ্জন্য আমি আল্লাহর কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বিদ্বানগণের চিরাচরিত রীতি এইযে, দ্বীন ও আকীদার যেসকল বিষয়বস্তু অকাট্য ও প্রত্যক্ষীভূত নয়, সেসকল বিষয়ে তাঁহারা কোন নির্দিষ্ট অভিমত পোষণ করিলেও প্রতিপক্ষের অভিমত স্পষ্ট কোরআন

ও ছুন্নাহর বিরোধী না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা প্রতিপক্ষকে দোষারোপ করেননা। কারণ জ্ঞান সাধনার পথে স্বাধীন দৃষ্টিভংগী লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে যদি কোন বিদ্বানের পদস্খলন ঘটে তজ্জন্য তাহার শ্রমের পুরস্কার ব্যর্থ হয়না, প্রত্যুত শুধু অন্ধ অনুসরণের সাহায্যে কোনব্যক্তি সঠিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেও আল্লাহর কাছে তাহার শ্রমের কোনই পুরস্কার নাই।

দুঃখের অবিনশ্বরতা সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম-এ, ডি-লিট যে সকল যুক্তিতর্ক ও আনুমানিক প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, সেগুলি দণ্ড ও পুরস্কার অর্থাৎ ছওয়াব ও আযাবের দার্শনিকতার অন্তরভুক্ত। আমি ইহাকে শর্য়ী দলীলের পর্যায়ভুক্ত মনে করিনা। অবশ্য যদি আমি আল্লাহর তওফীকের সাহচর্যলাভ করিতে সমর্থ হই, তাহাহইলে বিচার ও বিতর্কের পরিবর্তে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভংগী বিশ্লেষণ করিতে সচেষ্ট হইব। ডক্টর ছাহেব ভাষা সম্পর্কিত আমার যে দুই একটি ত্রুটি ধরিয়াছেন তজ্জন্য তিনি আমার ধন্যবাদাহঁ। বাংলা ভাষার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও প্রফেসর না হইলেও আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সংশোধনী স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছিনা। তিনি ভাষাবিদ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি, কোরআনের আয়তগুলির তিনি যেভাবে অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে কোরআনের সাহিত্যগৌরব কতদুর অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি সমর্থ হইয়াছেন আমি শুধু তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি—ওয়াছ্ছালাম।

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী
আলকোরায়শী।

নব বর্ষের নব অবদান !

ইছলামী অর্থনীতি সম্পর্কে নানারূপ বিভ্রান্তি পরিদৃষ্ট হয়। অনেকেই ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচলিত পুঁজিবাদকেই ইছলামী অর্থনীতির নামান্তর বলিয়া ধারণা করেন। কেহ কেহ সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রচলিত দলীয় পুঁজিবাদ বনাম কম্যুনিজমকেই ইছলামী অর্থনীতি বলিয়া বিশ্বাস করেন আর এরূপ লোকেরও অভাব নাই যাঁহারা ইছলামী জীবন ব্যবস্থায় অর্থনীতির বা ধনবণ্টন রীতির কোন অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাননা, জনাব মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব চলতি বাংলা বৎসরের প্রথম ভাগে ইছলামী অর্থনীতি সম্পর্কে পাকিস্তানী জনগণের চৈতন্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে—

১। ইছলামী অর্থনীতির ক খ

ও

২। ধন বণ্টনের রকমারী ফর্মুলা

নামক দুইখানি মূল্যবান পুস্তিকা জাতির সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ইছলামী অর্থনীতি ও ধন বণ্টন ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা পোষণ করিতে হইলে অদ্যই পুস্তিকা দুইখানি পাঠ করুন। মূল্য যথাক্রমে এক টাকা ও ছয় আনা মাত্র, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

নিদ্রা ভংগ

দীর্ঘপ্রতীক্ষার পর পাক মুছলিমলীগের সভাপতি জনাব ছরদার আবদুররব নিশতারের উপদেশ মত মুছলিম-লীগের আদর্শ ও কার্যক্রম সম্পর্কে এক প্রচার পত্র বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশলাভ করিয়াছে। ইহাতে পাকিস্তানের মুছলমানগণকে একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, মুছলমানগণেরই একক সংগ্রাম ও কুরবানী দ্বারা পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে। পাকিস্তানের সংগ্রাম সৃষ্টি করার কারণরূপে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, মুছলমানগণ নিজেদের ধর্মবিশ্বাস, আদর্শ ও লক্ষ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং যোগ্যতা অনুসারে যাহাতে নিজেদের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে পারেন, এই জন্যই মুছলমান-গণ পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়াছেন।

পাকিস্তানের সংখ্যালঘু অমুছলিম নাগরিকদিগকে—আশ্বাস প্রদান করা হইয়াছে যে, উল্লিখিত আদর্শের পারিপ্রেক্ষিতে তাহাদের কোন প্রকার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই এবং স্বাধীন নাগরিকরূপে সমান অধিকার ভোগের ব্যাপারেও তাহাদের কোনরূপ অসুবিধা ঘটিবেনা। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শাসন সংক্রান্ত এবং অন্যান্য যাবতীয় ন্যায্য অধিকার পুরাপুরি ভাবে সংরক্ষিত থাকিবে বলিয়াও সংখালঘু নাগরিকদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। এসম্পর্কে অমুছলিম সংখালঘুদের তফসিলী সম্প্রদায়কে বিশেষ ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। প্রচার পত্রে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা চালু রাখার দাবী জানান হইয়াছে।

ইছলামী আদর্শের সংরক্ষণ এবং রাষ্ট্রের ইছলামী ভাবধারাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ইছলামী আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পুনর্গঠনকল্পে মুছলিম লীগ সর্বপ্রথম অগ্রণী হইবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনকল্পে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তাঁহাদের তহবিল হইতে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ মনযুর করার দাবী জানাই-য়াছেন এবং এ সম্পর্কে মুছলিম লীগ বেসরকারী পর্যায়ে সাহায্য সংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি-বেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। প্রচার পত্রে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় চার হইতে পাঁচ বৎসরের শিশুদের জন্য অবৈতনিক, ইছলামী জমহুরিয়তের উপযোগী এবং কার্যকরী ও বাস্তব মৌখিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত করার কথা বলা হইয়াছে এবং বয়স্কদের জন্য সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী করা হই-য়াছে। ইছলামের ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের পুনর্লিখ-নের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে।

প্রচার পত্রে স্বীকার করা হইয়াছে যে, শান্তি, প্রগতি, ভ্রাতৃত্ব ও সুখ সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠাকল্পে ইছলামী আদর্শই যে, মানবজাতির সর্বোত্তম ও নিরাপদ পন্থার দিকদিশারী, ইহা মুছলমানগণের ধর্মবিশ্বাসের অংগী-ভূত। সুতরাং পাকিস্তানের সত্যকার কর্মসূচী হইবে এমন একটি ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ মূলক সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা, যাহার দ্বারা আধ্যাত্মিকতা ও বস্তু-তান্ত্রিকতার মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রচারপত্রে ইহাও বলা হইয়াছে যে, পবিত্র— কোরআনেই উক্ত আদর্শের মূল নিহিত রহিয়াছে।

এই উদ্দেশ্যে মুছলিম লীগ একটি বিপ্লবাত্মক কর্মসূচী গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, শুধু বয়সের ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করার পরিবর্তে যাহাতে ভোট দাতাগণ পাকিস্তানের আদর্শকে সার্থক করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারেন সেইভাবে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং যাঁহারা কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহিবেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের যোগ্যতার প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কোরআন পড়িবার এবং বুঝিবার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। প্রার্থীদের জন্য এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হইবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে মুছলমান প্রার্থীদের জন্য কোরআনের অভিজ্ঞতাকে অতিরিক্ত যোগ্যতারূপে স্বীকার করিয়া লইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

মুছলিম লীগের প্রচার পত্রে ইছলামী সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মছজিদ সমূহের সংস্কারের প্রস্তাবও করা হইয়াছে, ইহাতে ইদারা-য়-ইছলাহে মুআশিরা গঠন করিয়া ইমাম, খতীব এবং দ্বীনের কর্মীদিগকে গড়িয়া তোলার প্রস্তাব রহিয়াছে। ওয়াক্‌ফ, ইয়াতীমখানা, দরিদ্রদের অগ্রিম সাহায্যদান ইত্যাদি কার্যের জন্য প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রস্তাবও এই প্রচার পত্রে রহিয়াছে। প্রচারপত্রে মদ্যপান, জুয়া এবং পতিতা বৃত্তি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবও করা হইয়াছে।

ইছলামী অর্থনীতির বুনিয়াদী বিষয়গুলিকে কার্যকরী করার জন্য মুছলিম লীগ সর্ব প্রযত্নে সচেষ্ট হইবেন বলিয়া প্রচার পত্রে ঘোষণা করিয়াছেন, ন্যায়বিচার ও সাম্যের আদর্শকে ইছলামী অর্থ নীতির ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। বিত্তশালী ব্যক্তিদের জন্য সরল জীবন যাপন ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং সমাজের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের ধনের উদ্বৃত্ত অংশ ব্যয় করা এবং দরিদ্রদের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করা ইছলামের শিক্ষা অনুযায়ী অবশ্য কর্তব্য বলিয়া প্রচার পত্রে বিঘোষিত হইয়াছে এবং ইহাকে ইছলামী অর্থ নীতির অন্তরভুক্ত করা হইয়াছে। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া বড় বড় জমিদারী দখল করার ছুফারিশ জানান হইয়াছে, উপজাতি-বর্গের এবং অনুন্নত ইলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, যাহাতে কেহই অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় জমি অধিকার করিয়া রাখিতে না পারে সেই ভাবে কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন করার রীতি স্বীকৃত হইয়াছে এবং কৃষকদের মালিকানা ও সমবায় ভিত্তিক চাষের নিয়মকে ভূমি ব্যবস্থার অন্তরভুক্ত করা হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারী কৃষি ফার্মের প্রতিষ্ঠা এবং ভূমির উন্নয়নকল্পে সমবায় ঋণ দান সমিতি এবং সমবায় ক্রয় বিক্রয় সমিতি গঠন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে ও বিভিন্ন স্থানে কৃষি গবেষণাগার গঠন করার কথাও বলা হইয়াছে।

শিল্পসম্পর্কে মুছলিমলীগ তাহার পরিগৃহীত নীতিরূপে সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যথা—লৌহ, ইস্পাত, বিদ্যুৎ ও ভারীরসায়ণ প্রভৃতি জাতীয়করণ করার ব্যবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন এবং সমবায় ভিত্তিতে আধা ব্যক্তিগত মূলধন নিয়োগ করার কথাও প্রস্তাব করিয়াছেন, শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যক্তিগত অধিকার কাহাকেও দেওয়া হইবেনা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সমবায় ভিত্তিক কুটিরশিল্প গড়িয়া তোলার এবং প্রয়োজন হইলে সরকার কুটিরশিল্পের উন্নয়নকল্পে অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া ছুফারিশ করিয়াছেন। শিল্পসম্পর্কে মুছলিমলীগ বৃহৎ ও কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদিগকে লভ্যাংশ প্রদানের নীতি ঘোষণা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের বাসস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষা, মাতৃমংগল, জীবনবীমা, শিক্ষা ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা, সরকার ও মালিকদের জন্য বাধ্যতামূলক করার ছুফারিশ করিয়াছেন। এতদর্থে ট্রেড ইউনিয়নকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ফ্যাক্টরী এবং শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত আইনগুলি দৃঢ়তার সহিত কার্যকরী করার জন্য এবং সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের উপযুক্ত বেতনের

www.ahlehadeethbd.org

ব্যবস্থার জন্য এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে বলিয়া প্রচারপত্রে বলা হইয়াছে এবং কারিগরী শিক্ষার পরিকল্পনা ও গবেষণার সুবিধা ব্যাপকতর করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছে।

প্রচারপত্রে যানবাহন ব্যবস্থা জাতীয়করণ এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠন করিয়া মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং যাহাতে সুদহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কর রহিত হয় তজ্জন্য ছুফারিশ করা হইয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, সরকার কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরাসরি বাণিজ্য করিবেন এবং মুছলিম দেশগুলির সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক দৃঢ়তর করা হইবে।

প্রচারপত্রে সকলের জন্য কর্মসংস্থান ও বাসস্থান এবং অক্ষম ও বেকারদের জন্য পেনশন, বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং আমোদ প্রমোদ ও জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাসের জন্য ছুফারিশ করা হইয়াছে। জুয়া ও ফটকা-বাজীর নিষিদ্ধতা, খাদ্যশস্য মওজুদ রাখা ও কালো-বাজারী এবং মুনাফাখোরীর নিরোধ এবং উচ্চ বেতন গ্রহণের নিষিদ্ধতা প্রবর্তিত করার জন্যও ছুফারিশ করা হইয়াছে।

প্রচারপত্রে বর্তমান শাসন পদ্ধতি সময়োপ-যোগী নয় বলিয়া উহাকে বাতিল করার ছুফারিশ করা হইয়াছে এবং ইছলামী নীতির ভিত্তিতে অধি-কতর শক্তিশালী, কার্যকরী ও কল্যাণপ্রসূ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে বলা হইয়াছে। বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি এবং অর্থের অপচয় বিদূরিত করার ছুফারিশ রহিয়াছে এবং মুছলিম বাস্তুত্যাগীদের ত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদের জন্য দ্রুত পুনর্বাসন ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। দাবী পুরণ, শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং পাকিস্তানের উভয় বাহুর সম্পর্ককে উন্নত ও নিবিড়তর করারও ছুফারিশ করা হইয়াছে।

ইছলামে নারীদের জন্য যে অধিকার ও সুবিধা প্রদত্ত হইয়াছে, মুছলিম লীগ সেগুলি কার্যকরী করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

পররাষ্ট্র সম্পর্কে মুছলিমলীগের নীতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তান সকল রাষ্ট্রের শুভাকাংখী হইবে এবং বিশ্বের সমুদয় নির্যাতিত জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার অধিকার সমর্থন করিবে এবং মুছলিম দেশ সমূহের সহিত বন্ধুত্বমূলক আচরণ রাখিবে। যেসকল দেশের সহিত বিরোধ রহিয়াছে, পারস্পরিক আলাপ আলোচনার সাহায্যে অথবা মধ্যস্থতার মারফতে বিরোধ মীমাংসা করার এই প্রচারপত্রে ছুফারিশ করা হইয়াছে। পাকিস্তানে যোগ-দানকারী জুনাগড়, মানভাদার, কাথিয়াবাড় রাজ্য-গুলির পুনরুদ্ধারের জন্য প্রচারপত্রে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ছুফারিশ করা হইয়াছে এবং এই অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, ভারত সরকার সশস্ত্র আক্র-মণের সাহায্যে উক্ত স্থানগুলি যবর দখল করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত প্রচারপত্রে আরো বলা হইয়াছে যে, যদি নিরাপত্তা পরিষদ অবিলম্বে কাশ্মীর, জুনাগড় ও হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধান না করেন তাহা-হইলে এই সকল রাজ্যকে পুনরুদ্ধার করার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য স্বয়ং মুছলিম লীগকেই অবহিত হইতে হইবে।

প্রচারপত্রের এক শিরোনামায় বলা হইয়াছে, পাক সীমান্ত অতিক্রম করা হইলে জিহাদ ঘোষণা করা হইবে। পাকিস্তানের দেশরক্ষার দায়িত্ব পাকি-স্তানের অধিবাসীবৃন্দের। যরুরী অবস্থায় যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য মুছলিম যুবক মণ্ডলীকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষাপ্রদান করিতে হইবে। মুছলিম যুবক দলের মধ্যে জিহাদের মনোভাব গড়িয়া তোলার জন্য মুছলিমলীগ সচেষ্ট হইবে, সামরিক শিক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিবে। এ সম্পর্কে উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, মুছলিম লীগ মানব জাতির পক্ষে কল্যাণকর, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করার পক্ষপাতি এবং সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ইছলামী আদর্শবাদের কার্যকারিতা

www.ahlehadeethbd.org

স্থাপন করার পক্ষপাতি।

মুছলিমলীগের প্রচারপত্রের প্রত্যেকটি কথার সহিত আমাদের হুবহু মিল না থাকিলেও আমরা ইহার প্রায় সমস্ত অংশকেই আন্তরিকভাবে সমর্থন করি এবং এই প্রচারপত্র আমাদের একান্তভাবে মনঃপুত হওয়ার কারণেই আমরা ইহার বহুলাংশ সংকলিত করিয়াছি। কিন্তু কোন প্রচারপত্রের সুন্দর বা উৎকৃষ্ট হওয়াই যথেষ্ট নয়। আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, কোরআনে যে জীবনাদর্শ ও জীবন-ব্যবস্থার উল্লেখ রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট, কল্যাণপ্রসূ ও মানবজাতির পক্ষে শান্তিদায়ক অন্য কোন ব্যবস্থা নাই, কিন্তু কোরআনের বিদ্যমানতা সত্বেও মানবজাতির দুঃখ ও দুর্ভাগ্য বিদূরিত হইতেছেনা কেন? প্রকৃত কথা এইযে, কোরআন বিদ্যমান রহিয়াছে বটে, কিন্তু উহার প্রদর্শিত আদর্শ ও কর্মসূচীতে আস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি একান্তই দুর্লভ এবং যাহাদের মধ্যে অল্পবিস্তর আস্থা মওজুদ রহিয়াছে, কোরআনী আদর্শ ও ব্যবস্থাকে কার্যকরী ও বলবৎ করার মত যোগ্যতার তাঁহাদের একান্তই অভাব। পাকিস্তান কায়েম হইবার পর উপরিউক্ত আদর্শ ও কার্যক্রমের যদি লীগপন্থীরা বিশ্বস্ততার সহিত অনুসরণ করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, দেশ বর্তমানে যে অশুভ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে তাহা কখনই ঘটিতে পারিতনা। পাকিস্তান কায়েম হইবার পর দেশবাসীর সম্মুখে যেরূপ মুছলিমলীগ কোন সুষ্ঠু কার্যক্রম উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হয় নাই, সেইরূপ উহার কর্মীগণ শক্তি ও সুবিধাভোগের কৌশল-ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শের ধার ধারাও আবশ্যক বিবেচনা করেননাই। মুছলিম লীগকে পুনরায় তাহার নষ্টস্থান অধিকার করিতে হইলে যুগপৎভাবে দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন। প্রথমতঃ সুষ্ঠু আদর্শ ও কার্যক্রম, দ্বিতীয়তঃ উক্ত আদর্শ ও কার্যক্রমকে বলবৎ করার জন্য বিশ্বস্ত ও যোগ্য কর্মী-বাহিনী।

জনাব নিশতার ছাহেবের উপদেশ মত একটি সুষ্ঠু প্রোগ্রাম দেশবাসী লাভ করিতে পারিয়াছে কিন্তু এই প্রোগ্রামকে জীবিত ও শক্তিশালী করিয়া তোলার জন্য লীগ কর্মী বাহিনী কোথায় পাওয়া যাইবে? কেবল শাসন পরিষদে লীগের নীতি ভংগকারীদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই যথেষ্ট নয়, সমাজের সকল স্তরে এবং প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে যাহারা ইছলামী নীতির মর্যাদা অহরহ ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিতেছে, তাহাদের ছাঁটাই করিয়া ইছলামীগণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল এবং ইছলামী জীবন ব্যবস্থার অনুসারী যোগ্য ব্যক্তি-দিগকে স্থান দান করিতে না পারিলে মুছলিমলীগের কোন ভবিষ্যৎ আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি-না। উল্লিখিত প্রচার পত্র মুছলিমলীগের কর্মীগণ সকল স্থানে যথাযথ ভাবে বরণ করিয়া লইবেন কিনা, আমরা তাহাও অবগত নই কিন্তু ইহার কার্যকারিতার সাহায্যেই যে মুছলিমলীগের পুনর্জীবন লাভ সম্ভবপর একথা আমরা দ্বিধাহীন চিত্তেই বলিতে পারি।

মুছলিম লীগের ভবিষ্যৎ

পূর্ব পাকিস্তানের মত পশ্চিম পাকিস্তানেও— মুছলিম লীগ তাহার রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তান মন্ত্রী সভার সদস্যগণ দুই একজন ছাড়া সকলেই মুছলিম লীগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাদের আসন বজায় রাখার জন্য ডাঃ খান ছাহেবের রিপাবলিকান দলে যোগদান করিয়াছেন এবং ইহার ফলে তাঁহারা মুছলিমলীগ হইতে বহিষ্কৃতও হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অবস্থা এখনও অনিশ্চিত। লীগের মনোনীত মন্ত্রীগণ যদি তাঁহাদের আসনে টিকিয়া থাকিতে পারেন তাহাহইলে অতঃপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় যুক্তফ্রন্ট, রিপাবলিকান পার্টি ও মুছলিম লীগের ত্রিত্ববাদ কায়েম হইবে। যাঁহারা এ যাবত শক্তি ও সুবিধার লোভেই মুছলিম লীগে রহিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য ইহাতে অতঃপর আর কোনই আকর্ষণ রহিবেনা। মুছলিম লীগ কাহাকেও আর সুখ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দান করিতে সমর্থ হইবেনা। একদল লীগের এই অসহায় অবস্থার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জন্য উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা কিন্তু লীগের এই ভাগ্য বিপর্যয়কে তাহার পক্ষে দুর্ভাগ্য মনে করিনা। কারণ ইহার পরেও যাঁহারা মুছলিম লীগে টিকিয়া থাকিবেন বা উহাতে প্রবেশ করিবেন তাঁহাদের সম্মুখে স্বার্থ ও লোভের কোন বালাই থাকিবেনা। তাঁহারা শুধু লীগের আদর্শ ও কর্মসূচীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই উহাতে টিকিয়া থাকিবেন অথবা প্রবেশ করিবেন এবং আদর্শনিষ্ঠ কর্মকুশল ব্যক্তিবর্গের সাহায্যেই দেশের বর্তমান অশুভ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভবপর।

আরব ঐক্য

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিতকাল পূর্ব পর্যন্ত আরব একটি অখণ্ড সাম্রাজ্য ছিল। রাজনৈতিক সম্পর্কের দিক দিয়া এই অখণ্ড সাম্রাজ্য তুর্কী খলীফার অধীন বিবেচিত হইত। গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক চাতুর্যের ফলে আরবগণ একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও স্বরাট সাম্রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর হন এবং তুর্কের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথেসাথেই ইউরোপীয় কুচক্রীদের চক্রে আরবদেশ বিভিন্ন সাম্রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। মধ্য-প্রাচ্যে ইংরাজদের রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইরাকের সমস্ত তৈল বৃটিশ কোম্পানী সমূহের জন্য এক-চেটিয়া হইয়া যায়। ইরাক, অর্দন আরব ও লেবনান প্রভৃতি সাম্রাজ্যের রূপায়ণ উল্লিখিত রাজনীতিরই প্রতিক্রিয়া মাত্র। সুখের বিষয় পুনরায় আরবে জাগরণের প্রভাত উদিত হইয়াছে। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের সীমাগুলি ভাংগিয়া না ফেলিলেও আরবগণ তাহাদের ঘরোয়া বিরোধগুলির নিরসনকল্পে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম মিছর ও ছউদী আরব পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হইয়া আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর শাম, অর্দন ও ইয়ামানও এই ঐক্যচুক্তিতে শরীক হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে কায়রো হইতে যে ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল অর্দন তাহার সহিত একমত হইয়াছে এবং সম্প্রতি ইয়ামানও একটি পঞ্চবার্ষিক বন্ধুত্বের চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে। ছউদী আরব, ইয়ামান ও মিছরের সেনাবাহিনী অতঃপর একই হাইকমাণ্ডের অধীন থাকিবে। মিছরের জনৈক জেনারেল ইহার প্রধান সেনাপতি হইবেন। এপর্যন্ত লেবনান ও ইরাক চুক্তির বাহিরে রহিয়াছে। শামের সহিত লেব-নানের সামান্য কিছু মনান্তরের দরুণ তাহার পক্ষে ঐক্য-চুক্তিতে যোগদানের কার্য বিলম্বিত হইতেছে কিন্তু অনতি-বিলম্বেই এই চুক্তিও সম্পন্ন হইবে বলিয়া সকলেই আশা পোষণ করিতেছেন। জেনারেল নূরীপাশা ক্ষমতা লাভ করার সংগে সংগেই ব্রিটেনের সহিত ইরাকের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়া অনিবার্য। আরব ঐক্যের বর্তমান প্রচেষ্টা ভাবী মহাশুভ পরিণতির ইংগিত দান করিতেছে। ইহা ইছলাম জগতের পুনর্মিলন ও ঐক্যকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিবে।

সংশোধিত কম্যুনিজম

রাশিয়ার কম্যুনিস্টপার্টি একটি নির্দিষ্ট জীবনাদর্শের পতাকাবাহী হওয়ার দরুণ সমস্ত পৃথিবীতে কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রচার করার উদ্দেশ্যে এবং কম্যুনিস্ট প্রচারণা কার্য নিয়ন্ত্রিত করার মতলবে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। কমনট্রন নামক এই প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীর সকল প্রান্তে অবস্থিত কম্যুনিস্ট ও কম্যুনিস্টপার্টিকে পরিচালিত করিত এবং সমূহবাদের সাহিত্য ও প্রোগ্রাম এমন কি টাকাকড়িও পরিবেশন করিত। ১৯৪৩ সালে আমেরিকা ও বৃটেন তাহাদের যুদ্ধসহচরকে এই প্রতিষ্ঠানটিকে ভাংগিয়া দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করেন। সোভিয়েট সরকার তখনকার মত এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ভাংগিয়া দেন কিন্তু ১৯৪৭ সালে একটি গুপ্ত বৈঠকে কমন-ফোরমের নামে রাশিয়ায় আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। অন্যান্য দেশের কম্যুনিস্টদের কন্ট্রোল করা এবং মস্কো হইতে উচ্চারিত প্রত্যেকটি কথাকে পৃথিবীর সকল প্রান্তের কম্যুনিস্টদের রসনা ও লেখনী হইতে প্রতিধ্বনিত করানই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মহতী উদ্দেশ্য। কিন্তু বিগত নয় বৎসর কালের মধ্যে আমেরিকার বিরামহীন প্রোপাগাণ্ডার দরুণ কম্যুনিজমের যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এবং উহার জীবনব্যবস্থার যে বীভৎস দৃশ্য পৃথিবীর চক্ষে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহার ফলে কম্যুনিজমের প্রচারক্ষেত্র ক্রমশঃ অতিশয় সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। রুশের বর্তমান ধনুর্ধররা বিপাকে পড়িয়া এখন তাঁহাদের আদর্শের পরিবর্তন ঘটাইতে উদ্যত হইয়াছেন এবং অন্যান্য সম্রাজ্যে "নিজে বাঁচো আর অপকে বাঁচিতে দাও" নীতি অনুসরণ করিতে মনস্থ

www.ahlehadeethbd.org

করিয়াছেন। বর্ণিত নীতির অনুসরণ করিয়াই রাশিয়ার প্রলেটেরিয়েট নেতাগণ বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের সহিত কোলাকুলি করার উদ্দেশ্যে লণ্ডনের হাওয়া খাইতে গিয়াছিলেন এবং তথায় বন্ধুত্বের উপঢৌকন স্বরূপ কমনফোরমকে ভাংগিয়া দেওয়ার সুসংবাদ বৃটিশ ধনুর্ধরদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন, শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলিও চলিয়াছে। অনেক স্থানে রাশিয়ার প্রতিনিধিবর্গের উপর পুষ্পবৃষ্টি আর কোন কোন স্থানে গালাগালি বৃষ্টিও হইয়াছে। কম্যুনিস্ট রাজনীতির দিক দিয়া বিচার করিলে কমনফোরমের পরিবর্তে অত্যল্পকাল মধ্যেই যে আবার অন্য কোন গুপ্ত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট দলের সহিত যোগসূত্র স্থাপনের জন্য গজাইয়া উঠিবেনা, একথা বলিবে কে?

নিদারুণ খাদ্য সংকট

পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ যিলায় জনগণ আজ পর্যন্ত অনাহারে ও অর্ধাহারে নানারূপ অখাদ্য গ্রহণ করিয়া জীবনের দিনগুলি বিরামহীনগতিতে কাটাইয়া চলিয়াছে। পক্ষান্তরে শাসন ও রাজনৈতিক মহলের মোড়লরা জনগণের প্রাণ লইয়া এই টানাটানির ব্যাপারকে গদ্দী দখল করার ও দখলে রাখার বিষয়বস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। এইরূপ বিসদৃশ অবস্থা কোন স্বাধীন বিশেষতঃ ইছলামী রাজ্যে যে ঘটিতে পারে তাহা কল্পনা করিলেও হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়। দুনিয়ায় প্রত্যেক রোগের ঔষধ এবং প্রত্যেক বিপদের প্রতিষেধক রহিয়াছে কিন্তু এই যে দিনের পর দিন ক্রমশঃ চাউলের মূল্য বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং জনসাধারণের ক্রয় শক্তি সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইয়া—গিয়াছে, ইহার কি কোন প্রতিকারই নাই? যে প্রজাতন্ত্রের নাম করিয়া উৎসব দিবস উদ্‌যাপিত হইল তাহাদেরই মৃত লাশের উপর সম্প্রসারিত গদ্দীতে উপবেশন করিয়া শাসন সৌকর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা আমাদের শাসকগোষ্ঠির পক্ষে সম্ভবপর হইবে কি? ময়মনসিংহের কোন কোন স্থানে চাউলের দর হইতেছে সের প্রতি একটাকা চারিআনা আর পাবনার রেশন ইলাকার বাহিরেই সের প্রতি এক টাকা দিয়াও চাউল মিলিতেছেনা, দিনাজপুরের—বাড়তি ইলাকা বলিয়া বদনাম থাকা সত্ত্বেও আমরা স্বয়ং সেখানে চাউলের দর দেখিয়াছি মণ প্রতি ৩৪৲ হইতে ৩৬৲ টাকা। অনেকানেক অঞ্চলে চাউলের ভাত খাওয়াকে আভিজাত্য ও দুর্লভ সৌভাগ্যের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ চুরি ডাকাতির হিড়িক দেখা দিয়াছে। এ পর্যন্ত যতদূর বুঝিতে পারা গিয়াছে তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, দেশে এখনও চাউল বিদ্যমান রহিয়াছে, নতুবা চড়া মূল্যে চাউল পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকিতনা। তবে কি দেশের দরিদ্র জনগণের বাঁচিয়া থাকার অধিকার নাই? আমাদের নেতা ও শাসক দর্প কবরস্থানেই কি তাঁহাদের নেতৃত্ব ও শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতে মনস্থ করিয়াছেন? খাদ্য সংকট যে মানুষকে কতদূরে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে—তাঁহারা সে কথা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি?

বিপদের উপর বিপদ

উপর্যুপরি দুই বৎসর ধরিয়া বন্যার প্রকোপে দেশের যে নিদারুণ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। এবারেও আশুড় বর্ষার পরিণতি স্বরূপ বহু শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সম্প্রতি বাংলা ও আসামের অনেক স্থান বন্যাপ্লাবিত হইয়াছে। গুম্‌তি নদীর বাঁধ ভাংগিয়া গিয়াছে! এবারেও যদি পূর্ববর্তী বৎসরগুলির ন্যায় বন্যার প্রলয়কাণ্ড ব্যাপক হইয়া উঠে তাহাহইলে ইহার পরিণাম যে কি হইবে তাহা কল্পনা করিতেও আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। খাদ্য সংকট ও বন্যার যুগপৎ প্রলয়ংকরী আক্রমণের প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারিলে আমাদের রাষ্ট্রের যে ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছুই থাকিবেনা, আদর্শ ও কর্মসূচীর সমুদয় বুলি যে কেবল বাহ্বাড়ম্বরেই পর্যবসিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

www.ahlehadeethbd.org